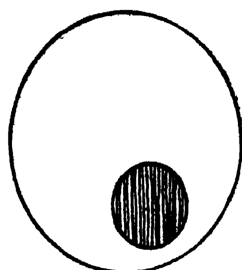


বাংলার বাউল গান

কথাভারতী
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন। কলিকাতা-৭

পরিবেশক :—
'রাজেন্দ্র লাইব্রেরী'
১৩২, ক্যানিং ষ্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা—১

প্রকাশক : শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত
"কথা ভারতী"
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশক :
মে বিপ্লব দিবস, ১৩৬৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
"শ্রীহরি প্রেস"
১৩৫।এ, মুক্তরামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭



লেখকের নিবেদন

আমাদের এই বাংলাদেশ কোথাও নদীমাতৃক, কোথাও ঘন সবুজ বনানীর প্রাণের সঙ্গে মিলে নীল আকাশ হয়েছে উদাত্ত। আবার কোথাও লাল মাটির প্রান্তর বৈরাগ্যের প্রতীক হয়ে বিরাজমান। এই সোনার বাংলায় যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কত সাধক ও মহাপুরুষ। তাঁদের সাধন ভজনের মত ও পথ ছিল ভিন্ন ধরণের।

আবার আবহমান কাল থেকে এই বাংলারই গ্রামে জন্ম হয়েছে কত লোকায়ত সংস্কৃতির। এর মধ্যে বাঙালীর মানসলোকে সবচেয়ে বড় আসনটি অধিকার করেছে বাংলার বাউল গান। এই গানই বাংলার বাউল ধর্মীদের সাধনা। এ গানেই তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন মূল ধর্মতত্ত্বকে। বীরভূমের বাউলের কথা লিখতে গেলে সে এক বিরাট তত্ত্ব। এ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা বা বিশ্বজন সম্মুখে তুলে ধরা সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিতে পারা যায় না। আমার সে বিদ্যা নাই। তা ছাড়া আমি কবি বা লেখকও নই এবং তা আমার সাধনাও নয়।

আমার সাধনা হচ্ছে সঙ্গীত সাধনা, শুধু আমার নয়—বাউল ধর্মের সাধনাই হচ্ছে সঙ্গীতের মাধ্যমে। আমরা গান করি মনের আনন্দে। গানের ভিতর দিয়েই তুলে ধরতে চেষ্টা করি মূল তত্ত্বকে। কিন্তু কাউকে শোনাবার জন্য নয় বা বাহবা নেবার জন্যে গাইনা, নাচিনা। আমরা নিজে নাচি, গান গাই, সংসার সেই নৃত্যের তালে ও গানের সুরে মাতে—পাগল হয়।

তবুও আমাকে শ্রোতাদের অনুরোধে লিখতে হল এই বইখানি। আমি হয়ত পাঠক সমাজকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করতে পারব না। তবুও আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারা সহজ ও সরল ভাষায় বইখানি লিখেছি। প্রথম প্রকাশনায় অনেক ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পাঠক সমাজের নিকট তাই অনুরোধ, প্রত্যেকেই যেন ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা করে বইখানা পড়ে বাউল ধর্ম ও তত্ত্বকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন। এই আমার একান্ত কামনা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বাউল গানের স্বরালপি

কয়েকটি বহুল প্রচলিত বাউল গান

—সূচীপত্র সমাপ্ত—

বাউল ও বাউলগানের ইতিহাস

বাউল ধর্ম ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ

বাউল ধর্ম হচ্ছে বেদের একটি অংশ। বাউল ধর্ম মানস ধর্ম। মানুষ যেদিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বাউল ধর্মেরও সেদিন থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।

সকল সাধনার শেষ স্তর হচ্ছে সমাধি অবস্থা, ঠিক বাউল ধর্মেরও তাই। সাধনার মূল সার হচ্ছে নিজেকে বলি দেওয়া, মানে আত্মাকে বলি দেওয়া। বাউলরা নিজেকে বিলিয়ে দেন। এঁরা মনের মানুষকে খুঁজে পেতে চান তার গানের ভিতর দিয়ে। মানুষের মধ্য থেকে পেতে চান প্রিয় আপনজনকে। সে কখনও কাছের মানুষকে দূরে রাখতে চায় না। সবচেয়ে যে আপনজন তাকে কি কখনও দূরে রাখতে পারে? যতক্ষণ না সে মনের মানুষটাকে খুঁজে পায়, ততক্ষণ সে পাগল পারা হয়ে ঘুরে দেশ দেশান্তরে, আর যখন সে পেয়ে যায়, অমনি সে নিজের মধ্যেই ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকে।

বাউলদেরকে অনেকে বলে পাগল, আবার অনেকে বলে ক্ষ্যাপা। সত্যিই এই সাধনা না ক্ষেপলে হয় না। এবং মনের মানুষকে খুঁজে পায় না। যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়ার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা থেকে যায়।

যেমন মা হারা শিশু মাকে পাওয়ার জন্য অস্থির ও পাগল পারা হয়ে উঠে এবং তার দু'চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে। আর যখন মাকে পেয়ে যায় মাতৃস্নেহে ভুলে যায় অতীতকে। মন ভরে উঠে এক পরম আনন্দে। তদরূপই বাউলের সাধনা। বৌদ্ধধর্মের সাথে এর কিছুটা মিল আছে। এদের যেমন পোষাক ভিন্ন, দেখলেই বুঝা যায়। তেমনি বাউলেরও পোষাকেই ধরা যায়। হাতে একতারা, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে নূপুর, এই হচ্ছে প্রকৃত বাউল। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা 'অহিংসা পরম ধর্ম।' জীবহত্যা মহা-

পাপ। তেমনি বাউলেরও সেই একই কথা। এক কথায় সর্বধর্মের সমন্বয়েই এই বাউল ধর্ম।

মীরাবাঈ বলেছিলেন—"বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা"। যাই করুক না কেন, সকলের মধ্যে যদি প্রেমভাব না আসে, সে যে সাধনার পথিক হোক না কেন সফলতা লাভ করতে পারবে না।

চণ্ডীদাস বলেছিলেন

শুনরে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই॥

যুগে যুগে যত অবতারই এই মানবকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ততবারই সেই একই বাণী প্রচার করে গিয়েছেন।

'কলিযুগে মহাপ্রভু বাউলের শিরোমণি।' তিনি বাউলকে বলে ছিলেন "শুন হে আউল, বাউলকে কহিও, হাটে না বিকাইবে চাউল।" বীরভদ্র প্রচার করলেন বাউলের সহজ সরল সাধনার মূলমন্ত্র।

বাউলদের মধ্যেও দুটি দল আছে। একদল উদাসী, অপরটি গৃহী। উদাসী বাউলরা সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে চান। এদের হাতে একতারা, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে নূপুর, কোমরে বাঁয়া, কটিতে কৌপীন ও গলায় তুলসীর মালা, হাতে বালা, মুখে লম্বা দাড়ী। এই হচ্ছে তাঁদের সাজ পোষাক। আবার কোন কোন বাউলরা মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। বাউলদের চারটি ঘর। চারটি ঘরের চারটি নাম। আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ। কেউ বা উদাস, কেউ বা গৃহী। উদাস বাউলদের কোন ঘরবাড়ী নাই। এরা ঘর বাঁধে না। এরা ঘর করেছে বার, বার করেছে ঘর। এদের দেশ বিদেশে ঘর আছে। সেই ঘর খুঁজে খুঁজেই দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় এরা। গগন হরকরা একটি গানের মধ্যে বলেছেন—

আমি কোথায় পাব তারে।
আমার মনের মানুষ যে রে॥
খুঁজি দেশ বিদেশে তার উদ্দেশে,
আমি কোথায় পাব তারে॥

এই হচ্ছে বাউলদের সারকথা। এরা ঘটা করে পূজা করে না। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেব-দেবীকে পূজা করে না। বাউল মানব ধর্মের পূজারী। মানুষের পদে সঁপে দাও প্রাণ। মানব সেবাই বড় পূজা। সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান নিহিত আছেন। কাজেই জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

এঁদের মধ্যে কোন জাতের বিচার নাই। ছোট বড় ভেদাভেদ নেই। হিংসা বিদ্বেষ নেই। সবাই এক। সবাই এক পথের পথিক।

বাউলরা পাগল। পাগলের মত গান গেয়ে চলেছে তো চলেছেই মনের মানুষের সন্ধানে। অথচ মনের মানুষ এঁদের বুকের মধ্যেই রয়েছেন। গানেই এঁদের সব আনন্দ। গানেই স্থিতি। শুরু হয় পর্যটন এ-গ্রাম ও-গ্রাম। চলা শুধু চলা, চলার মধ্যেই মধুলিপ্সা। চলতে চলতে গান আর গাইতে গাইতে চলা। হাটে মাঠে ঘাটে মেলায় অবাধ গতি তাদের। গানের সুরে মুখরিত করে তুলে চতুর্দিক, লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেন। তাদের গানের সুরে ইঙ্গিত দিয়ে যান, আমি যে মনের মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তোমরাও হও আমার পথগামী। এরা সব সময় দেহতত্ত্বের ও গুরুতত্ত্বের গান গেয়ে থাকেন। যেমন—

গুরু মুখে পদ্য বাক্য,
হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
এসব কর বাহ্য জ্ঞান।

এঁরা গুরুর মুখেই বিদ্যালাভ করেন। গুরুর আদেশমত চলেন। গুরুর মুখের গানই হচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী তারা গুরুর মধ্যেই দেখতে পান।

গুরুর মুখটাকে মনে করেন দর্পণ। ঐ গুরু দর্পণে নিজের মুখটাকে দেখতে চেষ্টা করেন এবং দেখেন। আবার বলেন—

"গুরু পর্ব শত শত মন্ত্র কর সার।
মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবে দোহাই দেবতার॥
ঘরে গুরু বাইরে গুরু, গুরু মূলাধার॥"

এই গুরুসেবা করার জন্য, একতারা হাতে ও কাঁধে ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ান দ্বারে দ্বারে। দিনান্তে ফিরে আসেন আখড়ায়। পরম

যত্নসহকারে সেবা করে থাকেন। সে সময় যদি কোন বৈষ্ণব বা অন্য কোন বাউল থাকেন তাঁদেরকেও সেবা করা হয়। সেবা করেই আনন্দ পান তাঁরা। তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা থাকে না। কাল কি হবে, কোন চিন্তা নাই। আজ যা পান তা দিয়েই সেবাধর্ম পালন করে থাকেন। সেবা করতে যে পেরেছেন, তিনিই মনে করেন আমি ধন্য হয়েছি। তার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণময় জগৎ দেখি, বৃক্ষ মূলে শাখা, সে কি পুচ্ছ পাখা, কৃষ্ণরূপে মাখামাখি। নয়ন মুদিয়া থাকি যে সময়। হৃদয় মাঝে কৃষ্ণকে উপদৃষ্ট হয়।

'মানুষের মাঝে কৃষ্ণ দেখিতে যে পাই।
কৃষ্ণরূপে মাখামাখি ॥'

সেইজন্য গুরুকে প্রণাম করে থাকেন। বলেন জীবসেবার মত আর বড ধর্ম নাই। নবনী দাসের গানেও এই কথা বলেছেন :

মানুষ মাঝে
মানুষ সমাজে
মানুষের পদে সঁপে দাও প্রাণ।"
মানুস প্রাপ্তি হবে পরম ব্রহ্ম
—দেখতে পাবে রাধেশ্যাম ॥

আবার মাঝে মাঝে বলেন—

মানুষ ভজ মানুষ পূজ,
মানুষ শ্রীশ্রীহরি বর্তমান।
মানুষ গৌরহরি ধরায় অবতরী।
সর্ব জীবে করে প্রেম দান ॥

এই মানুষের মধ্যে থেকেই সেই মনের মানুষকে পাবার জন্য ঘর বাঁধেনা এরা। এদের সাথে কোন নায়িকা থাকেনা, আমি যে প্রভুর সেবা করি। সেই প্রভুর সেবায় যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, তাহলে ত আমার সাধনায় সফলতা আসবেনা। আমিই ত নায়িকা।

নায়িকা হয়ে কর নায়িকার ভজন।
দিনে দিনে বাড়িবে প্রেমেরি তরঙ্গ।

বাউলদের ষটচক্র ভেদ করার একটি সহজ পথ আছে। তাঁদের গানের ভিতর ষটচক্রের ব্যাখ্যা করা আছে এবং সহজ পথের কথা বলা আছে। এক একটি দেহতত্ত্বের গানের মধ্যে খুব গুরুত্ব নিহিত আছে। যেমন কয়েকটি গানেব কলিতে আছে।

১। গাড়ী চলছে আজব কলে।
এ দেহ দিয়ে মাটি পরিপাটি
আগুন জল আর হাওয়ার বলে ॥
হৃদয় স্টেশনে চেপে স্থদ মহাজনে
চালায় কল রাত্রিদিনে যেখানে মন যায় চলে ॥
কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী বিরাজ করেন চতুর্দলে ॥

২। "আমার যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাব না।
জলে নামব জল ছড়াব
জল তো ছোঁব না ॥"
এধার-ওধার সাঁতার পাথার করিয়া আনাগোনা।

এরূপভাবেই গুরুতত্ত্বকে তুলে ধরেন গানের মাধ্যমে। আবার বলেন—

"পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, পাক লাগেনা তাদের গায়ে।"

তেমনি সাধকরা সবার মধ্যে থাকেন বটে। কিন্তু নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেন না। তারা অনেকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন। কিন্তু গুরুর কাছে তারা সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেন নিজেকে। মনের মানুষ যার মধ্যে খুঁজে পান তার নিকট নিজেকে বিলিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। বাউলরা সকল সময় বলে থাকেন সাধু সাবধান। ফের সাবধান। সাধু যদি সাবধান থাকে আবার সাবধান করার কি দরকার থাকে? দরকার করা লাগে বৈকি।

আবার বলেন, "হুঁসিয়ার বেহুঁসার হইও না, ওরে আমার মন। হুঁসারী—কত মহাজনের ভরা, বেহুঁসারে গেছে মারা, অগ্নির মুখে রেখে পারা, করতে হয় ধন উপার্জন ॥ কত মহাজনের নৌকা যে,

বেহুঁসারে ডুবে গেছে। সাবধানে নৌকা চালাতে পারলে নৌকা ডুববার ভয় থাকে না" এও পিতৃ বস্তুধন। ধরে রাখা কষ্ট-সাধ্য। সামান্য ভুলের জন্য যাতে এই ধনহারা হয়ে না যায়। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নচেৎ সমস্ত জীবনের সাধনার ফল বিফল হয়ে যাবে।

আরও সহজ ভাষায় বলা যায়, ব্রহ্মচর্য পালন করাই হচ্ছে সব সাধনার মূল উদ্দেশ্য। যা হোক বাউলরা বলেন ঃ

"হরি ভজন ভারী লেঠা। ছিচের জল ঘুর কচাতে উঠা॥"

যাকে বলে ব্রহ্মচর্য আর বাউলদের মতে বীজরূপে কৃষ্ণ। শক্তি ধাতু ধরাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন করা। সেই জন্য এঁরা নায়িকা সাধনাকে বড় সাধনা মনে করেন। শক্তি সাধনা না হলে সাধনার এক বিরাট অংশ বাদ পড়ে থাকে। সেইজন্য কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেখেছেন শক্তি সাধনা ছাড়া কোন সাধনা সফল হয় না।

এই সাধনাতে অনেকে জয়ী হয়েছেন, আবার অনেকে পরাজিত হয়েছেন। তাই সাধন পথে এসে বলেন--

"মা হাবে না পুত্র হাবে, দেখব মা সাধন সমরে।"

"ত্রিবেণী কোন সাধনে যাবি। তোর সাধন দেখেই বসে ভাবি॥ সেই ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাটে তুয়র আঁটা, তিন খানা ঘাটে। সে তার শব্দ, গন্ধ নাই, গুণাতীত ঠাঁই মন কি যাবি কামাতোরে।"

এদের ত্রিবেণীর সাধনাই হচ্ছে মূল। যেমন স্বর্ণকার সোনা যাচাই করে নেন, তেমনি সাধকদেরকেও এই ত্রিবেণীতে যাচাই করে নেওয়া হয়। একেই ভূমি সাধনা বলে।

সেই জন্য বাউলরা বলে থাকেন --"ভক্ত বড় শক্ত কথা, গাছের ফল গাছে রইল বোঁটা পড়ল খসে।" তার কারণ হচ্ছে যে পিতৃবস্তু ধনভাণ্ডে থাকে, সেই ভাণ্ড থেকে পতন যদি না ঘটায় তাহলেই সাধনায় সফলতা আসে বুঝতে হবে। অষ্টদল, শতদল, দ্বাদশ দল, মণিপুর বিরজা, মূলাধার, অনাহত, স্বাধিষ্ঠান, ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এবং মহঃ, জন এই নাড়িরও সাধনা করেন যখন, তখন বহির্দৃষ্টি চলে গিয়ে আসে অন্তর্দৃষ্টি। অথবা বহির্মুখী মন অন্তর্মুখীন হয়ে সমাধিস্তরে উপনীত

হয়। তারপর বিরজার ভিতর দিয়ে চলে গিয়ে ব্রহ্মদর্শন এবং জ্যোতির্ময় বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন জ্ঞানরূপ আহ্লাদিনী শক্তি হয়ে দেখা দেয়। তখন আত্মা ছয়টি পদ্মের মধ্যে বিচরণ করেন আর অন্তর জগতে প্রবেশ করে ছয় রিপুর সঙ্গ লাভ করেন এবং সকল রিপুকে বশীভূত করেন। ছয় রিপু যখন বশীভূত হয় তখন তিনি বিন্দুর সাধনায় মগ্ন হন। বিন্দু হচ্ছে ব্রহ্মশক্তি। বিন্দু থেকে উৎপত্তি এবং বিন্দুতেই লয়।

"বিন্দুর সন্ধান করেন যিনি, তিন লোকের ঠাকুর তিনি।"

নাভিপদ্ম, হৃদপদ্ম, কণ্ঠপদ্ম মূলাধার, অনাহত। এক একটি পদ্মের এক একটি নাম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনজন তিনটি পদ্মে অবস্থিত। এতেই তাঁদের জন্ম। এ তিন নিয়ে স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল সৃষ্টি হয়। তিনটি ভূমিতে তিনটি কর্ম। অর্থাৎ নাভিপদ্ম হৃদপদ্ম ও বিরজা। এ সবের মধ্যে বিচরণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন মত ও ভিন্ন ভিন্ন পথ। কিন্তু বস্তু হচ্ছে এক। যেমন 'ও'-কারের উপরে হয় ঁকার। এই বিন্দুকে ধরার জন্য মূলাধার চক্র হতে বেরিয়ে আসে ব্রহ্মতালুতে। সেই তালু ভেদ করে যান জ্ঞানমার্গে। জ্ঞানমার্গ ভেদ করে চলে যান ও-কারের মধ্যে। সেখান থেকে যান চন্দ্রের কাছে এবং তাকেও ভেদ করে যান বিন্দুর কাছে। সেই জন্য এঁরা গান রচনা করেছেন—

"বৃন্দাবনে তিন ফুল ফুটিছে
নীল, শরৎ ও সাদা,
কোন ফুলে কৃষ্ণ আছে, কোন ফুলে শ্রীমতি রাধা॥
ফুলেতে রসিক মজেছে,
ফুলেতে জীব মজেছে,
ফুলের কথা বলতে গেলে "ক্ষ্যাপা তোর লাগবে ধাঁধা"॥

সেই এক ফুল ফুটে বার বৎসর পরে। সেই জন্য বাউলরা এক যুগ ধরে অপেক্ষা করেন এ ফুল পাওয়ার জন্য এবং মনে করেন ইহা এক অমূল্য রতন।

"প্রেম করা সই আমার হ'ল না।
পোড়া বিধি আমার বাদি হ'ল
কৃষ্ণ প্রেম হতে দিল না॥
কৃষ্ণ প্রেম সুধা সিন্ধু,
কল্লোলের এক বিন্দু,
সেই বিন্দুর এক বিন্দু পেলাম না॥
একবিন্দু পেলে পরে
যেত মনের বাসনা॥"

আবার যেমন প্রতিপদের চন্দ্র ক্ষণিকের জন্য উঠে আবার ক্ষণিক পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কেউ বা দেখে কেউ বা দেখে না। এই চন্দ্র থেকে বিন্দুর সাধনা আবাব বিন্দু থেকে চন্দ্রের সাধনা। এই চন্দ্রই হচ্ছে আধার বিন্দু। চন্দ্রের আধার হচ্ছে ওঁ-কার। সুতরাং ওঁকারের সাধনার জন্য সব যোগীদেরই ব্রহ্মের মধ্যে ডুবে যেতে হয়। সেই জন্যই বাউলরা সহজ সরল পথ বেছে নিয়েছেন। সেই পথটির নাম সঙ্গীত সাধনা।

সা-তে সারবস্তুর সাধনা। রে-তে রচনা, মা-তে মায়ের সাধনা। পা-তে পাওয়া। সুতরাং মা-য়ে সাধনা করলে যে বস্তু পাওয়া যায় সেই হচ্ছে সব ধনীর ধন।

ধা-তে ধারণা করে ব্রহ্মবস্তু, নি তে নির্মল আনন্দ এবং সা-তে সারবস্তু পেয়ে ব্রহ্মের সাধনায় মগ্ন হয়।

বাকা ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম এবং তালু ব্রহ্ম এই তিন ব্রহ্মের যখন মিলন হয় তখন সে ব্রহ্মময়ী হন। এবং "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি" বুঝবার জ্ঞান জাগে। আমরা সকলেই ব্রহ্মের ক্ষীর সন্তান। সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে মিশে আছি। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাকে আমরা অতিমানুষ বলি কিংবা অবতার রূপে (ভক্তি ও শ্রদ্ধা) জ্ঞান করি। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তি আছে। তাই আমাদের অনুভূতি (শক্তি), শৃংখলা, সুর, তাল ও বোধশক্তি আছে।

যেমন, মানুষ যদি বেতাল হয়ে এক সাথে দুটি পা-ই তুলে দেয় তাহলে সে পড়ে যাবে। আর তাল না হারায়ে তালে

তালে এক পা এক পা করে যদি হেঁটে চলেন, তা হলেই সাধনমার্গে পৌঁছা যায়। অথবা বে-সুরে যদি কেউ কথা বলে, গান করে, তাহলে মানুষের ক্রোধ এসে যায়। আর যদি সুমিষ্ট সুরে গান করেন, তবে মুহূর্তে নেচে উঠে শ্রোতাদের মন, আপন করে তোলেন সবাইকে। গানের মাধ্যমে যতটুকু মনের বেদনা জানানো যায় ও নয়নের জল ফেলে কাঁদা যায়, এরূপ আর কোন সাধনার মধ্যে দেখা যায় না। তাই বাউল সাধকরা সঙ্গীত সাধনাকেই তাঁদের সাধনার মূলমন্ত্র ধরে রেখেছেন।

মানুষরূপী ঠাকুরকে সহজ সরলভাবে কাছে টেনে আনা যায়। বসান যায়, বলা যায়, তার কথা শুনা যায় এবং নিজহাতে খাওয়ানো যায় তৃপ্তিভরে। কিন্তু মূর্তির ঠাকুরকে তো আর তা পারা যায় না। ও তো আমার দোষত্রুটি তুলে ধরতে পারে না। কিন্তু মানুষ দেবতা আমাকে দোষ করলে বলে দেয়, আর ভাল করলে আনন্দ পায়। ঠাকুর যদি আমার এতই আপন জন হয়ে থাকেন, তবে তাকে মন্দিরে বা গীর্জায় তুলে রাখব কেন, আর যিনি বিশ্বের স্রষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং লয়কর্তা, তাঁকে কেন আমাকে ধরে ধরে খাওয়াতে হবে? তিনি হবেন আমার অতি নিকটতম আপন মানুষ। সেই জ্যোতির্ময় চিন্ময় ও সচ্চিদানন্দ পুরুষকে দূরে ঠেলে রাখা যায় না। সেইজন্য বাউলরা তাঁকে মনের মানুষ বলে থাকেন। তাঁর নিকট আল্লা হরি দুই সমান। এঁদের কাছে কোন জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই। এঁরা শুধু জানে এক পুরুষ আর প্রকৃতি দুটি জাত। রামও যা রহিমও তা। দুইটিই হচ্ছে মানুষের নাম।

মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত লালন ফকির বলেছেন –

"একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরসি নগর
সে এক পরমে বিরাজ করে" ॥
এক দিন না দেখিলাম তারে…।

তিনি আরও বলেছেন—

"লালন কি জাত চিনলি না মন,

শুধু জাতের বড়াই কর।"

ইসলাম ধর্মের সংগে এনাদের সাধনার সাথে কিছুটা মিল আছে। এঁরা করেন নিরাকারের সাধনা। কোন আকার নাই। বাউলরা বলেন –"আলোকে আসেন আর আলোকে যান। আলোকের মানুষ আছে বাউল কথা কয়। মহাপুরুষগণ নিরাকার বস্তুকে সাকার রূপে দেখতে পান।

বাউল গান গাইতে গাইতে লীলা সম্বরণ করে থাকেন। মরে গেছে বলে না। বলে পালা শেষ। নশ্বর দেহটাকে সমাধি দেন। মুসলিমরাও গোর দেন। খ্রীষ্টান ধর্মেও তাই। তবে এই তিনটি শব-দেহ রক্ষার নীতি তিন ধরনের। তাঁরা নশ্বর দেহটাকে পুড়িয়ে দেন না। কিন্তু সকলেই চলেছেন ঠিক একই অমৃতের সন্ধানে। যেমন নদীর উৎপত্তি হয় পাহাড়ের বারিধারা থেকে। বিভিন্ন নাম ধরে ও ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে বেয়ে চলে যায় সাগর সঙ্গমে। যখন বিশাল জল সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, তখন আর নিজ রূপ বা সত্তা থাকে না। সাধকদের সাধনার পথও তদরূপ।

যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার খুলে যায়। তখন তাঁর নিকট কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। সর্বত্রই ভগবান। সর্বঘটেই ভগবান বিরাজ করছেন তা উপলব্ধি করেন। তখনই সাধকের "সমাধি" হয়। এই 'সমাধিই হচ্ছে সাধনার শেষ স্তর। এখানেই পাওয়া যায় মানব জীবন থেকে মুক্তি।

পূর্বেই বলা হয়েছে বাউল দুই জাতের। উদাসী ও গৃহী। উদাসী বাউল সাধনা থেকে গৃহী বাউলদের সাধন ভজন একটু তফাৎ। কিন্তু মূল সাধনার উদ্দেশ্য এক এবং প্রতীক হচ্ছে সঙ্গীত। এরা গৃহে থাকেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের পুরা রীতিনীতি মেনে চলেন না। এদের কিছুটা বৈষ্ণব বাউলদের সাথে তুলনা করা যায়।

এরা ছোট্ট করে একটি আখড়া তৈরী করেন। দেখতে অনেকটা আটচালার মত। চারিদিকে ফুল ও ফলগাছে ঘেরা থাকে।

সদাই শান্তি ও এক পরম আনন্দ বিরাজ করে। সেই শান্তি ও পরম আনন্দ লাভ করার জন্য লোকে আখড়ায় যান এবং যতক্ষণ থাকতে পারেন, ততক্ষণই সকল বাধা থেকে মুক্ত থাকেন ও পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন। এঁদের ঝোলা, মালা, কৌপীন, হাতে একতারা, পায়ে নপুর ও গায়ে বড় আলখাল্লা সব কিছুই ব্যবহার করেন। এনারা নায়িকা নিয়ে নায়িকা সাধনা করেন।

প্রতি বছরে পৌষ সংক্রান্তির পর্বের সময় জয়দেবের মেলায় বৈরাগীদের মেলা বসে থাকে।

পুরানো বট বা অশ্বথ গাছের তলা আউল বাউলদের আগমনে মুখর হয়ে উঠে। সবাই আসেন হাতে একতারা নিয়ে। এ মেলাই হচ্ছে তাদের মিলিত স্থান। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে মিলিত হন প্রতি বৎসর একবার করে এই মেলায়। সন্ধ্যায় কেনা কাটা বন্ধ হয়ে যায়। শীতের হিমেল হাওয়ায় কোলাহল শান্ত করে দেয়। তখন অশ্বথতলায় সেই প্রান্ত থেকে ভেসে আসে দোতারার গুঞ্জন আর বাউলদের উদাত্ত কণ্ঠের গান। সন্ধ্যে থেকে শেষ রাত পর্যন্ত চলে বাউলদের একতারার ধ্বনি এবং প্রভাতী সুরের গান।

এখানেই জয়দেবের পীঠস্থান। এখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গীতগোবিন্দ লিখেছিলেন, "স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লব মুদারম্।" এখানেই জয়দেব ও পদ্মাবতী একই পাতে প্রসাদ পেয়েছিলেন। এ ভূমি সিদ্ধ ভূমি। তাই সকলে এই মৃত্তিকা গায়ে মাখার জন্য ও মাধুকরী করার জন্য এখানে বৎসরে একবার মিলিত হন। এরই পাশে বিল্বমঙ্গলের জন্মভূমি। তিনিও এক সিদ্ধপুরুষ। জয়দেব কেন্দুলি থেকে কিছু দূরে। এখানে বাউল, বৈষ্ণব, সাধক সবাই আসেন এই পূণ্য ভূমি দর্শনলাভে। বীরভূম জেলায় বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে থাকে। শীতের সময়টাই যেন বেশী।

দুবরাজপুরের বারোয়ারী উৎসবেও মেলা বসে। ওখান থেকে আরো খানিকটা পথ এগোলে সিউড়ির কাছে বাউল সেদর গোঁসাই-এর আখড়া। এখানে বৈষ্ণব বাউলরাই সমবেত হয় বেশী। এরাও

দেব-দেবীর প্রতিমা মানে না। বৈষ্ণব বাউলরা রাধাকৃষ্ণের গান বেঁধে ভজনা করে। আখড়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করে ভজনা করেন।

এইরূপ ভাবেই আখড়া ও মেলায় মিলন, গান, কীর্তন, গুরু ভজন ও সাধু দর্শন, হয়ে থাকে।

মেলা শেষে ফিরে যান নিজ নিজ আখড়ায়। অনেকে গুপী ভাবের সাধনা করেন। এনারা মনের মানুষ বলে না। প্রাণনাথ বলে থাকেন। মাঝে মাঝে বলে থাকেন জগৎপতি একজন, আমরা তাঁর প্রকৃতি। এইভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির সাধনা করা হয়।

অনেক সময় এঁদেরকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির পূজা করতে দেখা যায়। লীলাতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, ভক্তিমূলক, শিক্ষামূলক এবং কীর্তন এরা গেয়ে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকে গৃহে থাকেন আবার অনেকে আখড়ায়ও থাকেন।

সংসারে থাকেন, সংসার যন্ত্রণায় অবগাহন করেন। কিন্তু এদের বেণী ভেজে না, এ এক বিচিত্র সাধনা, এ সাধনার জীবনে শত বন্ধনের মধ্যেও এরা মুক্ত, সংসারে 'অভাব অনটন দুঃখের মধ্যেই দিন রাত্রি কাটে তবুও তারা সাধন পথ থেকে সরে যান না। এ সাধনা চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে ও পুরুষানুক্রমে। যদি বা কেহ সাধন পথ থেকে সরে যান, তাই বলছে--

যা গেছে তাই যাক্ না চলে।
যা আছে নেই সামূলে ॥
বনমালি যতন করলে।
অভিষ্য ফলিবে ফল ॥

যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায় চেষ্টা করলেই আবার বাঁধ বাধানো যায়। ভক্তিলতা বীজ, এ নিঃস্ব হবার নয়।

আবার মাঝে মাঝে বলেন--

চল দেখি ভাই গৌরাঙ্গ টোলে।
আমরা পড়তে যাই সবাই মিলে ॥
সেথা হয় হরিকথা ভগবৎগীতা,
প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥

গৌরের ও নিতাইয়ের ঘরে এঁরা পঞ্চতত্ত্বের পূজা দেন এবং পঞ্চরস পান করেন।

অনেক মহাপুরুষরা উপদেশ স্বরূপ বলে থাকেন—

সতের সঙ্গে করগা মিতালি।
ওরে ঘুচবে তোর মনের কালি॥
সৎ সঙ্গে যাবি, সুখে রবি
হেরিবে বনমালি॥
সতের সঙ্গে করগা মিতালি॥

এখানেও বলা হয়েছে—

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে।
সে পাপী নরকে মজে॥

অর্থাৎ গুরুকেই গোবিন্দ মনে করে পূজা করতে হবে। গুরুই পথ প্রদর্শক, গুরুই পথ দেখিয়ে দেবেন। তাই ঘটা করে দুবেলা, মনোমন্দিরে পূজা করতে হয় না। তবে হ্যাঁ, দেহ মহামন্দিরকে জানতে, বুঝতে হলে বাইরের মনোমন্দিরেরও প্রয়োজন আছে। প্রতিদিন একটা নিয়ম মত পূজা করা যায় ও ডাকা যায়। সুতরাং বাইরের মনোমন্দির প্রতিষ্ঠা হলে হৃদয়ের মনোমন্দিরও প্রতিষ্ঠা হবে।

আবার বলে "ছাড় হে জপতপ, করহ আরপ, ঐক্যতা করিয়া মনে।" অর্থাৎ এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরকে একবার ডাক। ভক্তি ও শ্রদ্ধভরে যদি ডাকা ও কাঁদা যায়, তাহলে আমার মনের মানুষ আপনিই দেখা দিবেন।

তাই "হরি বলে ডাকলে পরে হরি কি আসে?"
হরি আমার প্রেমের প্রেমিক বড় প্রেম ভালবাসে॥
কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক যারা,
নিতে হবে তাঁদের ধারা।
'অনন্ত তুই হলি সারা,
পার দিয়ে তুষে।'

যদি কেহ ভুল পথ ধরে চলেন বা সৎগুরুর কৃপা না পেয়ে থাকেন, তা হলে তার তুষের পার দেওয়ার মতই সার হবে সাধন পথ। সুতরাং যে গুরু মনের অন্ধকার দূর করে আলোর মধ্যে প্রবেশ পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। সেই হচ্ছে প্রকৃত গুরু এবং সেই গুরুর সঙ্গলাভ করলে মানব জনম সফল হবে।

"গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

এঁরা গুরুসেবা ও জীবসেবা করেন। কারণ এ জীবই শিব হতে পারে। এ জীব তটস্থ জীব। এ জীবভাণ্ডে থাকে, এঁদের অনুভূতি শক্তি আছে। এঁদের মধ্যেই অনন্ত জ্ঞান লুক্কায়িত থাকে। আবার এঁরাই ব্রহ্মজ্ঞানী হন। তাই মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে অবতার বলা যায়। মানুষেই শ্রীহরি বর্তমান।

গৃহী বাউলরা আখড়াতেই গুরু ভজন করে। গুরুর রূপ দেখতে পান। তাই আখড়া হচ্ছে এঁদের একটি গণ্ডি। এই গণ্ডিতেই এরা বাস করেন। কিন্তু এখানে সংসার মায়ায় বাঁধা পড়ে যান না। এখানে একটি গানে উল্লেখ আছে—

"কে বানালে এমন ঘর,
ধন্য কারিকর॥
বোঝাই কারিকুরীব বলিহারী,
বল সেই মিস্ত্রীর কোথায় ঘর॥
এই ঘর মাপতে হয় চোদ্দ পোয়া।
চোদ্দ ভুবন তার ভিতর॥

সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ালে যা পাওয়া যায় না। তা এই কুঁড়ে ঘরেই পাওয়া যায়।

আবার গুরুরা বলেছেন--

"কোথায় পাবিরে বিশেষের কাছে সামান্য আছে।
অধরা মনুষ্য যায় না ধরা
ও তার করম দেখে নাও বেছে॥

তোর ঘরের ভিতর আছেন মানিক,
কোথায় পাবি সমুদ্র ছিঁচে"
কোথায়·· ···সামান্য আছে ॥

* * *

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন ।
তলাতল ডুবলে পরে পাবিরে প্রেম রত্নধন ॥

আরও বলেছেন—

কাঁচা ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে।
সেই ইঁদুর কত মাটি কুরেছে ॥
নাই রে আলো চির কালো
কেবল অন্ধকারে ঘিরেছে।
ও তোর কাঁচা ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে ॥
গুরু বলেন নিজের ঘরের খবর নে।
তোর ঘরেই গুরু প্রদত্ত ধন আছে ॥

সেইজন্যই বাউলরা দেহতত্ত্বের গান গায়। প্রতিটি গানেই রয়েছে গূঢ় তত্ত্ব। তাদের গানেই প্রকাশিত হয় সাধনতত্ত্বের কথা। সংসারে থেকেও সংসারের ঊর্ধ্বে থাকাব সাধনাই ধ্বনিত হয় এর মধ্যে।

পাঠক ও শ্রোতাদের সুবিধার্থে কয়েকখানা গভীর তত্ত্বমূলক গান দেওয়া হ'লো।

॥ ১ ॥

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাব না।
জলে নামবো জল ছড়াব
জল তো ছোঁব না ॥

ইধারো উধারো সাঁতারো পাথারো
করি আনাগোনা।
জলে ডুব দিব কারুরই কথা শুনব না
ভুখ লাগাবো ভুখে মরব না॥
রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন বাড়িব
তবুও আমি হাড়ি ছোঁব না।
গোঁসাই রসরাজ বলে
শুনগো নাগরী,
ও রূপের যাই বলিহারি,
আমি হব না সতী না হব অসতী
তবু পতি আমি ছাড়ব না।
যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাব না॥

॥ ২ ॥

ভাল করে পড়গে ইস্কুলে
নইলে কষ্ট পাবে শেষকালে॥
সদর স্কুল জেলা নদীয়া
হেড মাষ্টার দয়াল নিতাই
যেচে প্রেম বিলায়।
ও তার অধম ছাত্র জগাই মাধাই
তাদেরকে পাশ করালে॥
সেই ইস্কুলে দুষ্ট ছাত্র আছে ছয়জনা,
বারে বারে নিষেধ করি কথা শুনে না,

তাদের বলি ভূত হলে পরে
প্রথম ভাগ যাবি ভুলে ॥
ভাল করে পড়গে ইস্কুলে ॥
সেই ইস্কুলের নতুন পোষাক ভাই,
তাতে পয়সা কড়ি কিছুই খরচ নাই,
তাতে চাইনা চাদর ছাতা ছড়ি
ডোর কপিন মালা গলে ॥
ভাল করে পড়গে ইস্কুলে ॥
সেই ইস্কুলে সভ্য বলি তায়
প্রধান ছাত্র রূপ সনাতন
রামানন্দ রায় ।
তারা নবদ্বীপে পাশ করিয়ে
বৃন্দাবন গেল চলে ॥
আমার গোঁসাই ক্ষেপাচান্দ বলে,
জ্ঞানং জনঃ দিয়ে পড়, মন সাধুর স্কুলে,
অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল
একবার নারায়ণ বলে ।
ভাল করে পড়গে সেই ইস্কুলে ॥

॥ ৩ ॥

গোলেমালে গোলে মালে
পিরীত ক'র না ।
পিরীতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না ॥
গোলেমালে············পিরীত ক'র না ॥
এক পিরীতে শিব শ্মশানবাসী
আর এক পিরীতে গোরা হ'লো
নদের নিমাই সন্ন্যাসী ॥

গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা॥
গোলেমালে............পিরীত ক'র না॥
পিরীতি যুগ ডুমুরের ফুল
কিন্তু ভাই আলোক লতার মূল,
পিরীতি সন্ধান না জানতে পারলে
জীবের পক্ষে ভুল,
যেমন চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়লে
পিঁপড়ে নড়তে চড়তে পারে না॥
গোলেমালে............পিরীত ক'র না॥
একজন ব্রাহ্মণের ছেলে,
সেত এমনি বিট্‌কেলে,
পিরীত করে ধোপার মেয়ের
পা ধুয়ে খেলে।
পিরীতি জাতের বিচার করতে গেলে,
মিলবে না চাঁদের কণা॥
গোলেমালে............পিরীত ক'র না॥

॥ ৪ ॥

শুনগো আয়েন দাদা
তোমার শ্রীমতি রাধা,
জাত, কুল, মান আচার-বিচার
কিছু রাখবে না।
তুমি দাদা সাদা সিধে
বাথানেতে থাক সদাই,
কুলনাশিনী তোমার রাধা
গৃহে থাকে না॥

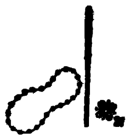
নিত্য সে সাঁঝের বেলা
জল আনিবার করে ছলা,
চলে যায় সে কদমতলা,
কথা শুনে না ॥
মন মহেশ কয়—ও কুটিলে
বউকে ঘরে রাখতে হলে,
সাঁঝের বেলা জলের ঘাটে
যেতে দিও না ॥
শুনগো আয়েন দাদা
তোমার শ্রীমতী রাধা,
জাত-কুল মান আচার-বিচার
কিছু রাখবে না ॥

॥ ৫ ॥

মেনকা মাথায় দে লো ঘোমটা।
বেছে বেছে করলি জামাই
চিরকালের নেংটা লো নেংটা ॥
গড়িয়ে সোনার পুতুলি
বুড়ো বরে বিয়া দিলি,
রাস্তায় যেতে ঢলে পড়ে
বাতাসে তাঁর দন্ত নড়ে।
মেনকা সেজেছে ভালো,
যেমন হাতির গলায় ঘন্টা ॥
মেনকা············দে লো ঘোমটা ॥

কটিতটে বাঘাম্বর
নির্গুণ বেটা গাঁজায় দেয় দম ॥
তার হাতে ত্রিশূল মাথায় জটা
ঠিক ভিখারীর ঢংটা ॥
শ্মশানে মশানে থাকে
ঐ তো ভূতের রাজা,
ভব পিতা ভেবে বলে,
মেনকা গেলি ভুলে,
দেখে সাদা পুড়া রংটা
ও রংটা ॥
মেনকা মাথায় দে লো ঘোমটা ॥

বাউল গান



॥ ১ ॥

আঁখি তুই দে ভাবনা ছেড়ে,
তোর প্রাণের নেয়ে যাচ্ছে বেয়ে, কিসের নেশায়।
তরী ডোবে তাও না ভাবে
হায় কি হবে হায় কি দায় ॥
গাঙ্গে উঠছে তুফান, যায় যদি জান
গুমানের পাল তবু উড়ায়, (ছেঁড়া গুমানের···উড়ায়)
ওরে হাসছে হাসি যাচ্ছে ভাসি
পারের দিকে ফিরে না চায়।
যখন হবে আন্ধার দেখবি না আর
এপার ওপার মাঝ দরিয়ায় ॥
শোন রে মন আছে উপায়
কোল আছে এক ভক্তির চড়ায়।
সেখানে বাঁধলে তরী শক্ত করি
ডোবে না কেউ ভবের মায়ায় ॥



॥ ২ ॥

আমার মায়ের সাথে দ্বন্দ্ব মহাঘোর।
ও সে সবার কথা শোনে
শুধু শোনে না কথা মোর ॥

ভাঙ্গ ত বাসে না মোটে
আমি ঘুরে মরি পথে পথে।
ও সে ঘরে ঘরে অন্ন যোগায়
শুধু ঘরে অন্ন নাইক মোর ॥
মা যে আমার আঁধার কালো
এই জগতে বিলায় আলো।
তাই এত আলোর কাছে থেকেও
কাটে না মোর মায়ার ঘোর ॥



॥ ৩ ॥

ও ভাই এসো প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা ঘুচবে বাসা লহ কলকে।
আশ্রয় ধর্ম লহ কলকে ॥
রাগের খরশান দিয়ে, মধুর বাসর জল মিশায়ে,
গোপাল ভক্তি নিয়ে থুয়ে কাট রিপুকে ॥
নইলে কঙ্কে দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ে যাবি ঠিকরে,
ঠিক জারা হইও না রে ভাই বলি তোমাকে ॥
সাপিখানি করে লয়ে, কলিকার তলে দিয়ে।
নিষ্ঠা দম রেখে গুরুপদে, প্রেমের গাঁজা খাও প্রিয়ে।
দীন পঞ্চানন এই কয়, প্রেমের গাঁজা যে জন খায়,
তার কি আবার নেশা হয়, প্রেমের গাঁজা ভিন্ন অন্য তামাকে



॥ ৪ ॥

নালিশ করবি মায়ের কাছে
সাক্ষী সাবুদ লাগবে না তোর
সবই জানা আছে ॥

দুটি নয়ন রবি শশী
জ্বলছে মায়ের দিবানিশি
দুষ্ট শমন করতে দমন
মায়ের আর এক নয়ন আছে

গুরু উকিল করে নিবি
নয়ন জলে কোর্ট ফী
যত রাজার রাজায় দিতে সাজা
শ্যামা বসে আছে ॥

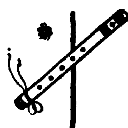


॥ ৫ ॥

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসার।
ইহাতে দেখছি যত চমৎকার ॥
আজ রাজা জমিদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার।
এখন আনন্দ-উৎসব পরে হাহাকার ॥

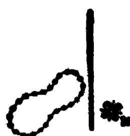
মাভাপ

আবার এই কান্না এই হাসি
লোকের তবু এত অহংকার ॥
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবেনা দণ্ড দুই পর।
যত গীত বাদ্য রং তামাসা মুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হবে সব ফুরাবে,
তখন দেখবে কেবল অন্ধকার ॥
পথিক কয় শোনরে আমার মন,
পেয়েছিলাম ভাল আয়োজন,



৬

যার ঘর তারেই দিলাম
আমি হইলাম ভিখারী।
ও তার রাঙ্গা পায়ে
শরণ নিলাম দেখি রাখে কিনা মোর হরি ॥
পঞ্চভূতে তৈরী এ ঘর
আছে নয় দ্বারে তার নয় দ্বারী।
তবু ছয় ইন্দুরে করল সারা
বল নারে মন কি করি।
আমায় বল নারে মন কি করি ॥
ঘরের মায়ায় বসে বসে
কাল হারালাম কপাল দোষে,
এবার সাঁঝের বেলায় পারে এসে,
পাই না খুঁজে কাণ্ডারী ॥



॥ ৭ ॥

বাঁশের দোলাতে উঠে কেহ বটে
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।
সঙ্গে সব কাঠে ভরা (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব কাঠে ভরা, লট বহরা,
জাত বেহারার কাঁধে দোলে ॥
ওই শুন ঘরে পরে সবাই কাঁদে
ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে।
কোথা সে সব মমতা (হায় রে দশা)
কোথা সে সব মমতা কওনা কথা
এখন কি তা ভুলে গেলে ॥
ঘুরে যে দিল্লী ল্যাহোর ঢাকা শহর
টাকা মোহর নিয়ে এলে।
পেতে না পয়সা সিকি (হায় কি দশা)
পেতে না পয়সা সিকি কও হে দেখি
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ॥
রং বেরং শালের জোড়া গাড়ি ঘোড়া
চেন ঘড়ি সব কোথায় থুলে ॥
হবে যে এমন দশা (হায় কি দশা)
হবে যে এমন দশা, দশম দশা
জীবদ্দশায় ভূলে ছিলে ॥
শত্রুতা প্রকাশিতে যাদের সাথে
বলছে রে সেই সকলে।

বলছে ভাই ভালই হল (ঐ দেখ সব)
বলছে ভাই ভালই হল ; আপদ গেল
হাড় জুড়োল এত কালে ॥
খেদে দীন বাউল কয় এ সমুদয়
দেখে শুনে ও লোক সকলে।
একটি দিন এ ভাবনা (হায় কি দশা)
একটি দিন এ ভাবনা কেউ ভাবে না
বিষয় মদে মজে থাকে ॥



॥ ৮ ॥

কে আমায় ডাকে বিদেশী বন্ধু
মধুর ভাবে যেতে স্বদেশে।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে ॥
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আমি রোগে শোকে পাপে তাপে
পিতা মাতা হীন।
কবে যাবে জ্বালা প্রাণ জুড়াবে
হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ॥
আর কতদিন এই আঁধারে পড়ে,
থাকব বিদেশে একাকী
সেই মায়ের কোল ছেড়ে।
আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে ॥
এবার পাইলে সে হারান রতন,
রাখ্‌ব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন।
সকল দুঃখ প্রেম বারি পরশে ॥





বেচে থাকুক বিদ্যাসাগর চীরজীবি হয়ে।
সদরে হয়েছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥
কবে হবে হেন দিন প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরুবে হুকুম,
যতেক বিধবার বিয়ের লেগে-যাবে ধুম,
কে যাবে এদের হয়ে বরণডালা মাথায় লয়ে ॥
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়,
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়,
সবে বলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়।
দেখে শুনে মদন রাজা পলাইল ভয়ে ॥



॥ ১০ ॥

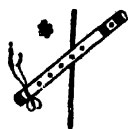
ভাইরে ভাই কলির মানুষ চেনা ভার।
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার ॥
ট্যাঁকে ঘড়ী হাতে ছড়ী
ফুল বাবু সেজে, বাবু চল্লেন সমাজে (মরি হায়)
আবার সন্ধ্যা রেতে ছিটকে পালান
বাবুর কত পরিবার ॥

ইংলিশ বুটে ইংলিশ কোটে
বিসকুটে রত বাবু ইংরাজের মত (মরি হায়)
পেটে পা দিয়ে টিপলে পরে
এ, বি, সি, ডি (ও ভোলা মন)
এ, বি, সি, ডি পাওয়া ভার ॥



১১ ॥

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে সমাচার ॥
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে রাজা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান।
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার
সিংহাসন অধিকার করিল লংকার।
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্যোধন,
সপ্তাহ মাঝেতে হবে তক্ষক দংশন,
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচুনী,
রথের তলায় ঐ দেখলো সজনী
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা,
ব্যাধের রমণী আমি হব মোর সতা ॥



॥ ১২

হরিনামে খাসা গুড়ুক ভূড়ুক
টান দেখি মন দিবানিশি।
নেশায় গা মেতে যাবে
মজা পাবে মনে হবে খুশী
ভক্তি কল্কেতে সেজে টানলে তেজে
হয় রে মজা বেশী বেশী।
প্রবৃত্তির হুঁকো ধরে যতন করে,
দম লাগাও তায় বসি বসি



॥ ১৩ ॥

প্রেম কারে কয় আমি না জানি।
প্রেমের কথা কানে কেবল
শুনতে পাই গো লোক জবানি ॥
প্রেমের প্রেমী হয়গো যারা,
প্রেমের কথা কয় গো তারা,
সকলে তাদের নয়ন তারা করে কানাকানি ॥
তারা কথা কয় গো ঠারে ঠোরে,
আমি বুঝব বল কেমন করে,
প্রসব বেদনা বুঝতে পারে
বন্ধ্যা হয়ে কোন কামিনী ॥

যার অন্তর ধরাতলে প্রেমের ঢেউ কেবল খেলে,
মহাভাগ্যবান বলে তারে সদাই গণি।
যে জন হয় গো কৃপার ভাজন, তারি ভাগ্যে ঘটে এমন,
নৈলে তা নয় কদাচন্, দীন মিত্রের এই বাণী ॥



॥ ১৪ ॥

আমি অপরূপ রূপ সাগরের পারে।
ঐ ভুবন মোহন রূপে পাগল করেছে মোরে ॥
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না,
আমি আর যাবনা, আর যাবনা, আর যাবনা ঘরে
আমি কাঙ্গাল বেশে ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম নগরে শেষে এসে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে ভেসে নয়ন জলে
আমি প্রাণনাথে রাখব ভরে প্রাণের মাঝারে ॥



॥ ১৫ ॥

বল কোথায় হরি আছে।
ও সে দেখা দেয়না কথা কয়না
তার কথা কেন বল মিছে ॥
হরি মুর্ত্তি কি আকৃতি,
কোথা ঘর তার কোথা বসতি,
আমি কি রূপেতে ভক্তি করে
যাব বল হরির কাছে ॥

দয়াল হরির ঠিকানা যে আজ কেউ বলেনা
আমি কি রূপে তার করি সাধনা,
যাই বল তারি কাছে ॥



॥ ১৬ ॥

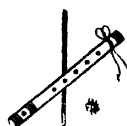
সময় থাকতে হওরে সাবধান।
শেষকালে তুই পারবি নে রে
মানবে না আর কোন বাঁধন ॥
কাম শক্তি করবে তুফান,
তার জন্য তুই হবি অজ্ঞান
সময় চলিয়া গেলে
ফিরবে না সে আর কখন ॥
পড়শি কেউ থাকবে না তোর কাছে,
সবই চলিয়া যাবে শেষে,
বাড়বে আরো ভীষণ জ্বালা।
রসিক বলে মনরে পাগল,
একে একে হবে বিকল,
শেষে অতল জলে ডুববে তরী
মানবে না আর কাছির বাঁধন



॥ ১৭ ॥

এ দেহ তরণী আমার ন'টী ছিদ্র তায়।
ভবের সঙ্গে তুফান ভারী পাখনা দিয়ে যায় ॥

গোঁয়ার দাঁড়ী ছ'জন আছে,
দিক্‌বিদিক্ নাই তাদের কাছে,
মাঝ গাঙেতে ডুবায় পাছে মরি ভাবনায় ॥
মন মাঝি তার দুচোখ কাণা,
হাল ফিরাতে সে জানে না,
সুপথ কুপথ নাইকো জানা—দাঁড়ীর সঙ্গে বায় ॥
গুরুভক্তিরূপ পাল ছিঁড়ে ফেল্লে, মন মাতালে,
ক্রোধ ভাঙ্গালে ভক্তির হালে ভাসি নিরাশ্রয় ॥
দয়া ধর্ম্ম দু' দাঁড় ছিল সংশয় কেটে ফেলিল,
লোভে সে পাড়ি দিল, মোহে ম'ল চড়ায় ॥
বাস করে সে রসের খেলা, সংকোচে তার সদাই দোলা,
এবার ভুবন ভেলা তরে তরী যদি হরি বলে রসনায় ॥



॥ ১৮

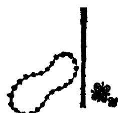
খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী
দিতাম পাখীর পায় ॥
আট কুঠুরী নয় দরজা,
চুনে চুনে ঝলকা কাটা,
তার উপর সদর কোঠা,
আয়না মহল তায় ॥

মন তুই রলিরে খাঁচার আশে,
কোন দিন পড়বে খুলে,
কয় লালন খাঁচা খাসা
ও মানুষ কোনখানে পালায় ॥



১৯

রংমহল লুঠ করে ভাই ছয়জনে।
ও মন থেক তুমি সাবধানে ॥
ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মুলধন রাখ গোপনে।
ছয় চোরেতে যুক্তি করে বেড়ায় ধনের সন্ধানে ॥
অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র সবাই শত্রু
লুঠ যে পেলে পতনে ॥
রবিসুত কলীভূত ঐ দুজনে।
গাঁটকাটা এ দুটা তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে ॥
সামাল সামাল সকল বামাল
রাখবে অতি যতনে।
শুন মন সকল ধন রাখ হরির চরণে ॥



২০ ॥

মন পাখী আমার বশ'ত হ'লোনা হ'লোনা।
আমি রাধাকৃষ্ণ বলিতে বলি, সে বুলি তো বলে না

আছে রিপু ছয় পক্ষ হ'লো তাদেরি পক্ষ,
সর্বদা বিপক্ষ আমার হয়না সপক্ষ।
আমি বলি আমার আমার, সে ত আমার বলেনা॥
থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাকি,
কোন সময় পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি।
আমি চাল ছোলা খাওয়াতাম কত,
আপন করতে পারলাম না॥
কহে দীন পঞ্চানন পাখীর বিষয় বলে মন,
কোন সময়ে পালাইবে চিন্তা সর্বক্ষণ,
হরিনাম কাঁপে বক্ষ মাঝে মোহ পেলে ভোলেনা॥



॥ ২১ ॥

মন মাঝিরে নাওখানি বাইও তুমি সাবধানে।
যেদিক পানেই যাওনা কেন ভাটিতে কি উজানে॥
সংসার নদীর বাঁকে স্রোতের পাকে যমদূতেরা দেয় হানা।
থাকে আড়াল ঢাকা যায়না দেখা, যেন ভূতের কারখানা।
তারা সুযোগ পেলে থাবা মেলে, তলিয়ে নে যায় একটানে॥
একে ভগ্ন তরী, পালের দড়ি, বন্ধু, তেমন শক্ত নয়,
তাতে যত ওছা বাজে বোঝা হচ্ছে বোঝাই সব সময়,
(ভাবি) দমকা হাওয়ায় কখন ডোবায়, ভরা নদীর মাঝখানে॥
নায়ের ছ'জন দাঁড়ী বুঝতে নারি কখন তাদের কোন মতি,
নাও চলবে নাকো যতই হাঁকো, বিনে তাদের সম্মতি,
(জেনো) তারাই সদা দিচ্ছে বাধা পরম গুরুর সন্ধানে॥



॥ ২২ ॥

মনে না বিবেক এলে, ভেক লইলে
কেবল রে তোর বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি কোঠা বাড়ী
কিসে হবে সেই ভাবনা॥
বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা
দেখেত ভাই সে ভুলবে না।
বাহিরে নেড়া মাথা ছেড়া কাঁথা
মনের মধ্যে কুবাসনা॥
তাইত মাগীর দ্বারে ভিক্ষা করে
বেড়াও, আসল ঠিক থাকে না
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা মনের মধ্যে
থাকলে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা,
তবে ছাই কর ভাই কুবাসনা॥



২৩ ॥

ভাব মন দিবানিশি সত্য পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে,
ছোঁবে না ভাই সোনদানা॥

সেই পথে মন চলরে পাগল
ছেড়ে দে রে সব ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে দিনে রেতে
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা॥
দেখ আবার ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে,
লয়রে কেড়ে সব সাধনা।
কখন ঝড় বাতাসে উড়ে এসে,
জুড়ে বসে মোর ভাবনা॥
পরানে সয় এত কি ঘোর পাতকী,
সহে না যে যম যাতনা।
ফিকির চাঁদ ফকির কয় তাইত কি করি ভাই
মিছামিছি পর ভাবনা।
চল যাই সত্য পথে কোন মতে
এ যাতনা আর রবে না॥



॥ ২৪ ॥

এ ভব সাগর রে আমি কেমনে পাড়ি দিব রে
দিবা নিশি কান্দিরে আমি নদীর কুলে বইয়া।
নদীর কুলে বইয়া॥
ভাইরে ভাই লাভ করিতে এলাম ভবে,
ষোল আনা লইয়া রে ভাই ষোল আনা লইয়া।
আমার সমস্ত ধন লুইটা নিল ডাকাত সুযোগ পাইয়া
তারা আগে গেল বাইয়া—
ঠেকিলাম আমি বালুর চরে ভাঙ্গা তরী লইয়া॥



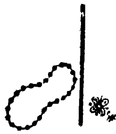
॥ ২৫ ॥

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছি মন-মতি মনোহরা।
জায়গা হয় না ঘরের মধ্যে, থাকে না ঘর ছাড়া ॥
মুলুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো ঘরামি এক ছোঁড়া।
বাহান্ন গলি তিপ্‌পান্ন বাজার গো ঘরের মধ্যে পোরা
মটকা বেচে মহাজনে নামটি যে তার অধরা।
ঘরে কে বা ঘুমায় কেবা জাগে গো
ঘরে কে দিবে পাহারা ॥
তিনজনা তিন তারে ঘোড়ে পবন আছে গো খাড়া।
কেশব চাঁদ দরবেশে বলে ঘরে বাস করা হল সারা ॥



॥ ২৬ ॥

এত লোক পেরিয়ে গেল ভাঙ্গা তরী কেউ বলে না।
কোনখানে ভেঙ্গেছে তরী কাণা চোখে দেখতে পাও না ॥
তোমরা হে গোপের বালা, এলে তোমরা সাঁঝের বেলা।
সাঁঝের বেলা ঘাটে এসে বড়াই করতে আর হবে না ॥
আমার নাম কালাচাঁদ মাঝি, আমি সকল ঘাটে বাই যে তরী,
আমার মত মাঝিগিরি কেউ জানেনা এ ভূতলে।
আমার মনের এই বাসনা আমি সকলের নেই আনা আনা,
শ্রীমতীর ঐ কর্ণের সোনা খুলে দিয়ে পা তোল না ॥
এত লোক পেরিয়ে গেল ভাঙ্গা তরী কেউ বলে না।
আমায় ডেকে বলছ কালা এই রূপ আমার চিরকাল
যার নয়নে লাগে ভাল সেই তো বলে কেলেসোনা ॥



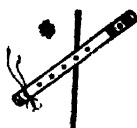
॥ ২৭ ॥

শ্যাম তোমারে ভুইলাছে, ফাঁকি দিয়া চইলা গেছে। (রাধে)।
কোন রঙ্গিনীর কুঞ্জে গিয়া, তোমায় ভুইলা রইয়াছে ॥
রাধে, শ্যাম যদি তোর আপন হইত,
তবে কি রাই, তোরে ভুইলা দূরে রইত,
ও তুই আপন হাতে প্রাণ সঁপিলি,
তরে কইবার কী আছে ॥
একে ত কালার জ্বালা
তাতে কেমনে হেরিবি লো সই
এই বাসী মালা।
ও মালা ভাসাইয়া দেওনা জলে গিয়া,
রাধিকার কি লাজ আছে ॥



॥ ২৮ ॥

গুরুর চরণ পাবো বলে মনে বড় আশা ছিল।
আশা নদীর তীরে বসে আশায় আশায় জনম গেল ॥
আশা বৃক্ষ রোপণ করে, বসে আছি বৃক্ষ মূলে, ফল পাবো বলে
ফল না ফলিতে বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, মনে বড় আশা ছিল
চাতক থাকে বারির আশে, মেঘ বরিষণ হয় অন্য দেশে,
চাতক বাঁচে কিসে ?
এখন আশা নদীর তীরে বসে আমার আশায় জনম গেল ॥



॥ ২৯ ॥

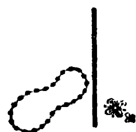
চল ভাই আর দেরী নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা হ'ল।
ত্বরায় যাই ষ্টেশনে দেখে শুনে তলপী তোল ॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে কত বলছে টাইম হল।
হুড়্ হুড়্ হুড়্ আসছে গাড়ী হুড়োহুড়ি লাগল ভাল ॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে যারা আগে টিকিট পেল।
কেউ বা যেতে টিকিট বিনে পুলিশম্যান চালান দিল ॥
কত জন করছে রোদন হে গোবিন্দ একি হল।
কি দিয়ে করবো টিকিট হায় কে পকেট কেটে নিল ॥
দীন দুঃখী দেখে টিকিট মাষ্টার যার উপরে সদয় হ'ল।
বিনামূল্যে আনায়াসে পাস পেয়ে সে পালিয়ে গেল ॥
দীন বাউল ঐ সামলে দিল, তাই সকলে টিকিট্ পেল।
হরি হরি কয় সকলে, চারিদিকে অলরাইট হ'ল ॥



॥ ৩০ ॥

ভব পারে কে যাবি রে আয়।
ঐ দেখ নিতাই মাঝি ডেকে যায় ॥
হরি হরি বোল, বেলা গেল চলে,
পারে যাবি বলে,
ভবের হরিনাম তরি, ধরেন আপনি
খেপান গৌর নিতাই কাণ্ডারী।

তাতে রাধা নামের গুণ বেঁধেছে
তার ভক্তি পেলে যায় চলে
হরি হরি বোল।
আছে নানা অঙ্গ, তুমি ছাড় রে কুসঙ্গ
কর গৌর সঙ্গ।
ও তুই অনায়াসে পারে যাবি অন্তে ॥



॥ ৩১ ॥

তরু বলরে বল, ও তরু বলরে বল।
কে তোরে সাজাল, দিয়ে পত্র পুষ্প ফল ॥
ছিলি এক কণার মত, হলি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত কার কত কৌশল ॥
কেন দেখতে পাইরে প্রভাত হলে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে,
না জেনে লোকে বলে শিশির পরা জল ॥
বলবে তোরে পত্রে পত্রে, কি লিখিল ছত্রে ছত্রে,
এক সত্য, জগৎ মিথ্যে মোহময় সকল ॥



॥ ৩২

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হতে যার ইচ্ছা
তার আগে শক্ত হইতে হয়

শক্তি হইলে প্রকাশ,
সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ
মান অপমান বলিদান দিয়ে
কর রিপু জয় ॥
রিপু হলে জয়, জ্ঞানের বৃদ্ধি
তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি।
সিদ্ধি হয় তখন, নইলে মন
অ আ ই ঈ করতে হয় ॥



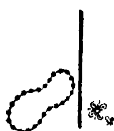
৩৩ ॥

কালারে, তোরে এত ডেকে হলেম সারা।
তবু না দিলি দেখা, পরাণ সখা
ভাঙ্গলি না মোর ভাবের কারা ॥
আমি শুনতে না পাই ও ভাই কানাই
ডাকে কাতর প্রাণ যারা।
তোর অপরূপ বঙ্কিম রূপ
নয়ন ভরে হেরে তারা ॥
ও ভাই দেখা না পাই তায় ক্ষতি নাই,
আমি এই ভেবে জ্ঞান হারা।
লোকে বলবে এবার দারুণ নিঠুর
রাধারাণীর মন চোরা ॥



॥ ৩৪ ॥

গৌর আমায় ভবে কর পার।
আমি দুরাচার ভজন জানিনা তোমার ॥
গৌর তোমার নামের বলে সলিলে ভাসে শিলা,
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার ॥
আমি অকুলে ডুবে ম'লে হবে কলংক তোমার ॥
ভবকুলে অকুল তরী, তাহে আমার জীর্ণ তরী,
কি হবে ভাবি অনিবার।
আমি যেদিকে প্রসারি আঁখি দেখি সে দিক অন্ধকার ॥
পুরানে ত শুনেছি আমি পতিতের বন্ধু তুমি,
অজামিল করেছ উদ্ধার ॥
গঙ্গাধরের এই বাসনা, ভবে যেন আর আসিনা,
যন্ত্রণা সয় না বারে বার।
আমি মরি যেন হরি বলে গো,
জনম হয় না যেন আর ॥



॥ ৩৫ ॥

এ জীবনে নাইরে আশা কর শ্রীগুরু চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে, ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা ॥
ভাই বন্ধু-দারা-সুত, কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত, কে তোরে করবে জিজ্ঞাসা ॥

আপন আপন বল যারে, কেউ সঙ্গে যাবে নারে,
চারি জনাতে কাঁধে করে, নদীর কূলে দিবে বাসা ॥
গোঁসাই সদানন্দ বলে, গুরুর কৃপা না হ'লে,
গুরু ভজন হইল নারে, কেবল ভবে যাওয়া আসা ॥



॥ ৩৬ ॥

আজ মোরা জল ভরিতে
দেখে এলাম নবীন গোরা।
সে তো হাসে কাঁদে নাচে গায়
থাকে সদা বাউল পারা ॥
কি বা তার অঙ্গভঙ্গী কি বা তার সঙ্গ,
কি বা তার রূপরঙ্গী ভাব নেহারা।
সেতো গোপী ভাবে সদা মগ্ন
দশম দশায় মাতোয়ারা ॥
তিলেক নাহি বিচ্ছেদ, কখন হয় সন্ধি বিচ্ছেদ,
কখন কখন ছাড়ে বিধি বেদ সৃষ্টি ছাড়া ॥
আশানন্দ বলে, তারে ধরতে গেলে,
হ'তে হবে জ্যান্ত মরা ॥



॥ ৩৭ ॥

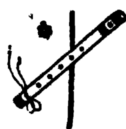
কাতরে এত তোরে ডেকে হ'লেম সারা।
তবু না দিলি দেখা প্রাণ সখা
ভাঙ্গল না মোর জবর কারা ॥

আমি শুনতে ত পাই ও ভাই কানাই,
ডাকে কাতর প্রাণে যারা।
তোর অপরূপ বঙ্কিম রূপ
নয়ন ভরে হেরে তারা॥
ও ভাই দেখা না পাই তায় ক্ষতি নাই,
আমি এই ভেবে হই জ্ঞানহারা।
লোকে বলবে এবার দারুণ নিঠুর
রাধার মন চোরা॥



॥ ৩৮

এযে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল, নদের মাঝে
দেখসে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব পাগল হব, হেরব রসের নব গোরা॥
নিতাই পাগল, গৌর পাগল চৈতন্য পাগলের গোড়া।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর এক পাগল না দেয় ধরা॥
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল, সার করেছে ভাং ধুতুরা।
গুমান পাগল জোসেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা॥
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে, সঞ্চয় করলে নমাজ পড়া,
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক নিয়ে নাম বাড়াল বাউল নেড়া।
গোঁসাই গোবিন্দের বচন পাবি চরণ জ্যান্ত মরা॥



॥ ৩৯ ॥

আদর পেয়ে ওরে ভোলা
বেজায় ফুলে গেলি।
অহংকারের মাতলামিতে
তোর ভরে গেল ঝুলি ॥
মদমত্ত হাতীর মত, বন জঙ্গল ভাঙ্গলি কত,
হলি তুই পরাভূত
কাদা মেখে দিন খোয়ালী ॥
কত কাণ্ড করলি এসে, কাঁদবি যে তুই অবশেষে,
একটু চিন্তা কররে বসে, এমন-সোনার দেশে জন্ম নিলি ॥
ভবা পাগলা আদর পেয়ে, ফেলেছে পথ হারিয়ে,
কে দেবে মোর পথ দেখিয়ে।
মনের ব্যথা কারে বলি ॥



॥ ৪০ ॥

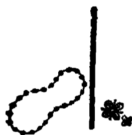
ডাক দেখি মন হরি বলে।
পেয়েছ মানব জনম ও খ্যাপা মন,
বলবি কি নাম সময় গেলে ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেহ নয় বশীভূত,
ভাসিয়ে যাবি রবি সুত ধরবে যখন চুলে ॥

তারা তখন থাকবে কোথা,
কে বা মা তোর কে বা পিতা—
শোনরে মন আমার কথা,
বদ্ধ হোসনে মায়াজালে।
ব্যাধিতে ধরবে জ্বরা, ছাড়লে প্রাণ বলবে মরা,
পরিবার ছাড়বে তোরে ভেসে নয়ন জলে
যত দেখ বন্ধু ভাই, এরা মিলে মিশে সবাই,
এ দেহ করবে ছাই পোড়াবে তোমায় অনলে ॥



॥ ৪১ ॥

এই ভবের মুখে ছাই।
হেথায় পরমার্থ ব্রহ্ম ভক্তি ভুলে
কেবল নিজ স্বার্থ কি দিন কিবা রাত্র,
ওগো—মানুষে খুঁজছে ভাই ॥
ওগো—মুখে লোকে বলে ভাই,
মনে প্রেম বিন্দু নাই,
এরা ধর্মে কর্মে দিল ছাই,
হায়রে এ ভবের বলিহারী যাই ॥
হরিনাম ত্যজ্য ক'রে,
মর কেন ঘুরে ঘুরে,
বলরে বল হরে রাম হরে হরে
ওরে এই নামেতেই মুক্তি পাই ॥



॥ ৪২ ॥

বিবেক ইণ্টার ক্লাসে চড়েরে মন
চল দেখি যাই বৃন্দাবন।
কর ভক্তি টিকিট লাইন ধরে
প্রেম লাইট গুরুর চরণ ॥
যদি করবি ব্রজে বাস,
কর সেকেণ্ড ক্লাসের পাস,
সেকেণ্ড হয়ে চরণ ধরে,
হওগো গুরুর দাস।
হলে নিষ্ঠারতি অপ্রকৃতি
পাবে সে নন্দের নন্দন ॥
যদি যাবি বৃন্দাবনে,
আয় বলি কথা গোপনে,
সন্ধি জেনে ধরনা আগে, বৃন্দের চরণে,
বৃন্দে বৃন্দাবনের সন্ধি জানে,
চিনে সেই রাধারমণ ॥
তোর দেহ-গাড়িতে বসো নির্জন,
কামরাতে একমনে হরি কথা কও ষোল জন,
আছে সোজা লাইন সব
লাইট গ্রীণ, ড্রাইভারি শেখ এখন ॥



॥ ৪৩ ॥

সুজন বন্ধুরে—
দেখছনি ভাই বানাইছে কি কারখানা।
এযে নড়ে চড়ে, বাইরে ঘরে,
হাত পা আছে চারখানা ॥
কালা ধলা চামড়া দিয়ে
ছাউনি আগাগোড়া,
গাঁথুনী তার শক্ত হাতের
গিঁটে গিঁট জোড়া,
এ কারখানার পায়না খবর
চোখ দুটো হায় যার কাণা
রঙ বেরঙের কত জিনিষ
কারখানাতে তৈয়ার হয়,
নানা ভাবের নানা মাপের
কেবা তাহার হিসাব লয়,
চৌদ্দ আনা তৈরী মালের
মোটেই সরেশ মার্কা না ॥
মন-মালিকের হুকুম মত
দিবারাত্র চলছে কল,
চলছে কভু পুরাদমে
কখন বা হয় বিকল,
একেবারে থামবে কখন
খবর আছে কার জানা ॥



॥ ৪৪ ॥

রাত বিরেতে পাবি খোলা দুনিয়ার পান্থশালা।
ঘাসের গালিচা পাতা, চাঁদ সুরজের আলো জ্বালা॥
দিনে রাতে বারো মাসে,
কত মানুষ যায় বা আসে,
কারো মেয়াদ মাসেক, কারো একদিনেতেই সাঙ্গ পালা
কেহ হাসে কেহ খেলে,
কেহ চোখের অশ্রু ফেলে,
কারো পাতে মাছের মুড়ো কারো নুন ভাতের থালা॥
থাকা খাওয়ার পাবি আরাম,
মোটেই তার লাগবে না দাম,
গুরুজীর নিস যদি নাম, যদি হোস গুরুর চেলা॥

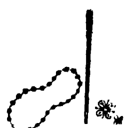


॥ ৪৫ ॥

বন্ধু তোর বাঁশের বাঁশি নয় মোটে সরল।
বাঁশের কি বিষের বাঁশি, সুরে তার বিষম গরল॥
এত নারী আছে ব্রজে,
তবু বাঁশি কেন মোরেই খোঁজে,
রাধা রাধা বলে বাজে করে যে পাগল।

তিপান্ন

বন্ধু তোর কুটিল বাঁশি, মোর মরমে গেল পশি
আমার কুলমান গেল ভাসি মন গেল রসাতল ॥
দারুণ ঐ বাঁশীর টানে,
প্রাণ বুঝি আর রয়না প্রাণে,
অভাগীর মরণ আনে কদমেরই তল ॥



॥ ৪৬

দেখে যা নদের ঘাটে মহাভাবের ইষ্টিমার
গোরাচাঁদ তার সারেঙ রে ভাই
হাল ধরে সে করছে পার ॥
দেশবিদেশে খবর রটে,
হরিদাস কেরানী বটে,
দিনে রেতে যাচ্ছে খেটে
দয়াল নিতাই টিকিট মাষ্টার ॥
পাপী তাপী নাই ভেদাভেদ,
কারুরই নয় প্রবেশ নিষেধ,
জগাই মাধাই'র ঘুচলো রে খেদ,
যেচে হল প্যাসেঞ্জার ॥
ঐ জাহাজের আওয়াজ পেয়ে,
রূপ-সনাতন এসে ধেয়ে,
দুভাই দুখান টিকিট কেটে
রইল ভুলে ঘর সংসার ॥

চুয়াত্ত

নয়রে বাকী, নয়রে আগাম,
মুখে যদি নাও হরিনাম,
কিনতে টিকিট লাগেনা দাম,
সারেঙ নেবে সকল ভার



॥ ৪৭

নবদ্বীপে এসেছে কে নিতাই কিশোর
সঙ্গে নিমাই তার প্রাণের দোসর ॥
বিলাইলে নাম ফেরে অবিশ্রাম,
প্রতি ঘরে ঘরে না হয় কাতর ॥
তারা হরি হরি বলে নাচে বাহু তুলে,
প্রেম অশ্রু গলে আনন্দেতে ভোর ॥
ভক্ত শ্রীনিবাস অদ্বৈত শ্রীনিবাস
করিতেছে তনু ধুলায় ধূসর।
হরি সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে
সুরধনি উথলিয়ে এসে প্রবেশে নগর।



॥ ৪৮ ॥

কে যাবিরে ভবপারে আয় চলে আয়।
বেলা গেল বলে ঐ নিতাই মাঝি বেয়ে যায় ॥

সে যে এমনি তরীর গুণ

হালে ধরেছে যে ঘুণ,

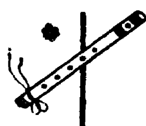
ওরে তাই জোয়ার ভাটায় বাগ মানেনা

মাঝি ভেবে খুন,

যে তরী বাইতে হয়না চালাতে হয়না,

হরি বললে তরী আপনি ভব পারে যায়।

কে যাবিরে ভব পারে আয় চলে আয়॥



॥ ৪৯ ॥

ও মধুর হরি নামের নাই তুলনা

সদাই হরি হরি বল।

ও নামে মহাপাপী তরে গেল,

ও নামে অন্ধ আতুর তরে গেল,

ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল,

ভবে অপার নামের মহিমা,

সদাই হরি বল॥

ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল,

তারে যমদূতে ছুঁতে না পেল,

সদা হরি হরি বল।

যদি বিষয়েতে সুগম হত,

তবে লালজি কি ফকিরি নিত,

(সদাই হরি বল)॥

ছাপায়



॥ ৫০ ॥

মন ছাড়রে অসার ভোগ বাসনা,
কর প্রেমতত্ত্ব সাধন।
স্বার্থ লোভে অন্ধ হয়ে কতকাল করিবে ভ্রমণ ॥
হৃদয় উন্মুক্ত করে আগে ভালবাস তারে,
যার প্রেম কোলে সুখে করিছ প্রাণ ধারণ ॥
পবিত্র প্রেম নয়নে দেখ নর নারীগণে,
সুমিষ্ট বচনে সবে কর প্রতি সম্বোধন।
জীবন মধুময় হবে, কঠোরতা দূরে যাবে,
উদার ভাবে দেখবে সবে আপনার হতে আপন
সংসারের সাধারণ প্রেম অমূল্য রতন,
করে যেই উপার্জন চির সুখী তার জীবন ॥



॥ ৫১ ॥

শ্যাম তুমি মানে মানে, নিজ স্থানে যাও ধীরে ধীরে।
প্যারী কবে না কথা, দারুণ ব্যথা, আবার এলে পায়ে পড়ে ॥
তুমি নিজে রাখাল নন্দের গোপাল
বেনু রাখ বনে বনে।
জান না নারীর বেদন, মধুসূদন
প্রভাতে জ্বালাও হে কেনে ॥

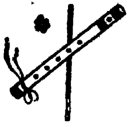
সাভার

তুমি নিজে চাষা বুদ্ধি নাশা
ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে
মাথাটি মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালিব
মুখ দেখাবে কেমন করে ॥
কালা আসবার আশে থাকলাম বসে,
আমরা সাথী সবাই মিলে।
জ্বালাই মোমের বাতি সারারাতি
প্রেম কালাচাঁদ আসবে বলে ॥



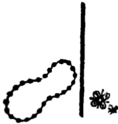
॥ ৫২ ॥

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয় রে ত্বরা
গৌরচাঁদের প্রেম বাজারে।
হরিনাম মধুপুরী (আয়রে তোরা)
হরিনাম মুধুপুরী মিঠাই পুরী
প্রেমের ঝুড়ি খেয়ে যারে
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভূখো
নিতাই আমার যতন করে।
যে যত পাচ্ছে খেতে (দেখসে তোরা)
সে যত পাচ্ছে খেতে ইচ্ছা মতে,
ইচ্ছা পাতে ঝাঁকা ধরে ॥
দেখতে আনন্দ বাজার, হাজার হাজার
লোক ধেয়েছে নদে পুরে ;
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব পুর্ণদাস ঘর বাহিরে।
আনন্দে মত্ত কিবা (দেখসে তোরা)
আনন্দে মত্ত দিবা হায় কি শোভা,
দীন বাউলের হৃদ মাঝারে ॥



॥ ৫৩ ॥

কার ভাবে নদে এসে কাঙ্গাল বেশে হরি হয়ে বলছ হরি।
কার ভাবে ধরছ ভবে, এমন স্বভাব তাও কিছু বুঝতে নারি ॥
কোথা সে তোর ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল,
কোথায় তোর নবীন বাছুরী।
এখন তোর মা যশোদা, রইল কোথা শূন্য করে ব্রজপুরী ॥
কোথা তোর সখী সখা, সেই বিশাখা কোথা তোর রাই কিশোরী।
এখন কোথায় বে তোর কুঞ্জমামা শিকে তোলা,
কোথায় রে কদমঞ্জরী।
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেড়া কাঁথা ন'দে হলি দণ্ডধারী।
এবার কাঙ্গাল অটল বলে রামচান্দ্রের যুগল চরণ সাধন করি ॥



॥ ৫৪ ॥

যার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াস বনে সে যে তোর ঘরের কোণে
তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে নেরে সযতনে ॥
এনে হিয়া মাঝে হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেম যতনে।
সে যে রত্নখনি হীরা মাণিক বিলায় কত ভক্তজনে ॥
ওরে যে ধন লাগি সর্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তজনে।
মহা মোহ বশে কর্মদোষে ছাড়ালে তায় অযতনে ॥
তারে দিবানিশি কাছে বসি চোখে দেখিস প্রেমনয়নে।
একবার চোখে চোখে দয়া হ'লে মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে ॥

এখন হারানিধি পেয়ে যদি ভুলে থাকিস সব রতনে।
তবে আঁধার ঘরে লয়ে কারে সাধ মিটাবি প্রেম সাধনে॥
প্রেম দাসে বলে কালে কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে।
ও সে রতন ফেলে করম ফলে জলে পুড়ে মরছে মনে॥



॥ ৫৫ ॥

মনের মানুষ খুঁজে বেড়াই
পাইনা তার অন্বেষণ।
মনের মানুষ বিনে রাত্র দিনে
আমার ঝরে দুনয়ন॥
মনের মানুষ যদি পাব হৃদকমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চরণ।
ওগো প্রেম সুধা নিধি দিয়া (গো)
তারে করাব ভোজন॥

মনের মানুষ পাবার লাগি
শিব হয়েছে সর্বত্যাগী
করে সে শ্মশানে গমন (গো)
(ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধরেছে গোপীগণ॥

মনের মানুষ কোথায় পাব
পেলে মনের কথা কব,
জুড়াব তাপিত জীবন।
আমার দেহ আত্ম মনপ্রাণ (গো)
তারে করব সমর্পণ॥

মনের মানুষ শচীর গোরা
নদেতে পড়েছে ধরা
করে তার করঙ্গ ধারণ।
(ওগো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়
গুরুর পদে (গো)
যেন থাকে আমার মন ॥



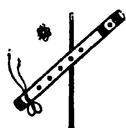
॥ ৫৬

বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে ॥
সঙ্গে সব লট বেহারা কাঠে দড়া
সব বেহারার কাঁধে তুলে।
মাতিয়ে কি উৎসবে নিচ্ছ ডেকে
উচ্চ রবে হরি বলে ॥
(ও তোর) দাঁড়ে কাঁদে প'রে কাঁদে
ছেলে কাঁদে বাবা বলে।
শুধালে কওনা কথা এখন কি আর সেই মমতা
যাচ্ছ ভুলে ॥
(ও তোর) পিছনে কে বলছে,
আমায় রেখে যাও কি বলে।
হতে চায় সাথের সাথী ঐ যুবতী
ক্ষতি কি তায় সঙ্গে নিলে ॥
ভ্রমিয়ে ঢাকা শহর দিল্লী লাহোর
টাকা মোহর এনেছিলে।
খেলেনা পয়সা সিকি কওহে দেখি
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ॥



॥ ৫৭ ॥

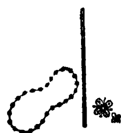
মন ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বিদিশা।
তোমায় হঠাৎ লোকে দেখলে ভাববে করেছ কতই নেশা ॥
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন
বিক্রি হচ্ছে মহাজনের ঘরে,
তুমি হবে জহুরী কাঁটা দাঁড়ির ফের বোঝনা
কেমন ব্যাপারী,
তুমি চোখে দেখে আপনি কোসে নিতেছ অচল পয়সা ॥
চেয়ে দেখে মন ব্যাপারী মূল ঘেটে যাও
যখন হিসাব দিয়ে বুঝবে
তখন খাবে কত নাক ঘষা ॥



॥ ৫৮ ॥

ভবের ব্যাপারী ভাই
আমি তোমারে শুধাই।
ওরে কি কিনিলে কি বেচিলে
হিসাব তার কি আছেরে নাই।
ওরে কি লালসে আদরে বসে
করিয়াছ কি কামাই।
ওরে চিটার দরে চিনি বেচ
কি লাভ হইল জানতে চাই ॥

ও তোর আসল গেল দেনা হইল
ঠেকলে কি বিষম দায়।
ও তুই কিবা জবাব মহাজনকে দিবি
তার কি ভাবনা নাই॥



॥ ৫৯ ॥

এ রাজ্যেতে গৌর আমার হলোনা বসতি।
আমার হলো যে দিনে ডাকাতি॥
নালিশ করলেম্ রাজ দরবারে পড়ে
তিন নম্বরের ফেরে, সুবিচার হলো না
গৌর আমার কপালের ফেরে
তিন নম্বরের ফেরে পড়ে আমার
প্রজাগণের এসব দুর্গতি
ঐ না ঘরের ঈশান কোণে
বস্তু আছে অদর্শনে,
মন জানে আর গৌর জানে অন্যে জানে না,
রূপের ঘরে আয়না দিয়ে
আমার আঁধার ঘরে জ্বলন্ত বাতি॥



॥ ৬০ ॥

ওরে ভাই কিসের লেগে, দিনে দিনে এমন হলে।
ওরে আর্য্যকুলে জনম লয়ে সকলই কি ভুলে গেলে?
কিসে যে ভাই এমন হল, বিদ্যাবুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে॥

তেবট্টি

ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে ভাইরে দিবানিশি মজে র'লে।
ওরে ভাই নাচে গানে থিয়েটারে কেমন এক মুর্ত্তি ধরে,
বেড়াও মিলে সবে পান চিবিয়ে দলে দলে,
ওরে দিনান্তরে দেশের দশা একবারও ভাই না ভাবিলে ॥
দেশী তাঁতি কর্মকারে অনাহারে ভাতে মরে,
তুমি বিদেশী বিলাসের খোঁজে কাল কাটালে,
ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে জনমিয়ে আর্য্যকুলে ॥
তুমি ইংরেজী নভেল পড়ে বেড়াও সদা গর্ব করে,
ও ভাই আর্য্যঋষির গাথা যত জলে ফেলে,
এ ভাব দেখে তোমার ভাইরে আমরা ভাসি নয়ন জলে ॥



॥ ৬১ ॥

ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে ॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিংবা পুত্র কন্যা,
তোমার এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিলে (কিসের জন্যে)
ওহে শাস্ত্রে শুনতে পাই আজ সর্বঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে ॥
তুমি হবে কারো আপনার, আপনার হতেও আপনার
আপনার না হলে মন কি টানে তোমার পানে ॥



॥ ৬২ ॥

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে।
করুণা কে আর করতে পারে ॥
হয়ে জগতের জননী করুণা রূপিনী
আছ এই বিশ্ব কোলে করে ॥
কিবা ধনে ধান্যে ভরা এই বসুন্ধরা
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে। (কত যতন করে) .
তুমি গৃহের দেবতা সকলেব বিধাতা,
আজ বিরাজিত ঘরে ঘরে ॥
কিবা অপরূপ শোভা বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেমের ডোরে ॥ (তুমি মায়ের মত)
আমরা এই ভিক্ষা করি ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুখে যেন পাই তোমারে।
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপ সাগরে ॥



॥ ৬৩ ॥

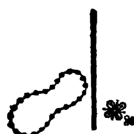
ও ভাই বলতে স্বরূপ কি অপরূপ
কোনখানে ফুল ফুটেছে।
আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে

ওযে রাখাল বেশে গোষ্ঠে গিয়ে রয়েছে,
ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্বত্যাগী হয়েছে ॥
ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়,
ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথি জন্মগ্রহণ লয়,
তাই নদে এসে কাল ঘুচে নিতাই গৌর হয়েছে ॥



॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণ প্রেমের মশারী, যতন করি
খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
সামনে মশকের বাসা,
সব দুরাশা ভেঙ্গে যাবে,
একেবারে পেতে তুই ধর্মগদি
নিরবধি থাকরে শুয়ে মজা করে
পূণ্য বালিশে মাথা দিলে, ব্যথা থাকবে না
তোর ত্রি-সংসারে।
দেখবি তুই বসে মশা এসে
বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে।
সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারিতে
আপশোষে পালাবে ফিরে ॥



॥ ৬৫ ॥

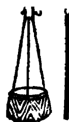
শুধু সময় কাটে ঘাটে পটে, ধর্ম হয়না ভাই।
তীর্থশ্রম মনের ভ্রম তাতে কিছুই নাই ॥

কেউ বা করে কালী কালী,
কেউ বা বলে বনমালী,
কেউ খাড়া কেউ ধরে ধুলো, তায় না মেলে ভাই ॥
কলিতীর্থ না জানিলে ফল হবে না ফুলে ফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নইলে ছাই মাখিলে হবে ছাই ॥
কামনায় কামনা বৃদ্ধি, ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্ব সিদ্ধি,
কার কার ফেরে বুদ্ধি দেখিবারে পাই।
ঘটে কিছু না থাকিলে ছোটে না চড় চাপড় দিলে
কথায় লোকে বলে, মুলে সুধা হলেও ক্ষুধা চাই ॥



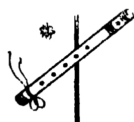
৬৬ ॥

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে।
ওরে ও ভাই ওরে ও ভাই, ও ভাই প্রেম রসিক নেয়ে ॥
চল কিনারা ঘেঁসে হাল ধর ঠেসে,
দেখ যেন উলটো স্রোতে যায় নাক ভেসে,
চালাও দিবানিশি জীবন তরী আর থেক না অলস হয়ে ॥
তুলে প্রেমের বাদাম বদনে বল হরিনাম,
আনন্দে খেপনী ফেলে চল অবিশ্রাম।
যখন ভক্তি জোয়ার আসবে বেগে
তখন সহজে যাবে লয়ে ॥
শোন শোন মন কুসঙ্গে করনা ভ্রমণ,
ভরাডুবি করে তারা করবে পলায়ন,
থেক সাধু মহাজনের সঙ্গে সদা অকপট হৃদয়ে ॥



॥ ৬৭ ॥

তোরা বনে করবি কি, মরি হায় রে,
আমি সংসারের সার ব্রহ্ম প্রেমহার হৃদে পরেছি।
আমি ব্রহ্ম প্রেমে পাগল হয়ে আপনারে হারায়েছি ॥
পাগলের মান অপমান বোধ আছে কি,
পাগলের জাতিভেদ জ্ঞান আছে কি,
আমি নিন্দা প্রসংশার ধার ধারি কি,
আমি ব্রহ্ম কৃপার অক্ষয় কবচ প্রাণে ধরেছি ॥



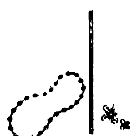
৬৮ ॥

শোন মনরে আমার কপাল মন্দ
পরকে মন্দ বলো না।
অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে,
সেই নামে সে বনে যাইবে,
জানকীর সঙ্গে করিয়ে
কপালে বিধি লিখিলে
তারে খণ্ডাইতে কেউ পারে না ॥
ধর্ম কার্য করে নল রাজা,
কপাল গুণে পেল সাজা,
বনে ভ্রমণ ক'রে মরে বলি তোমারে
তুমি কুভাবনা ভেবনা ॥



॥ ৬৯ ॥

মনরে দিনান্তরে গৌর বলে ডাকলে নারে।
চেয়ে দেখরে মন শমন এসে ঘেরলো তোরে ॥
গৌর তন্ত্রের নয় মন্ত্রের নয়,
বেদের নয় বিধির নয়,
যে জন তার জন্য মাতাল হয়,
নয়নে ধারা বয়, দয়াল তারে দয়া করে
গৌর ধনীর নয় মানীর নয়,
জ্ঞানীর নয় গুণীর নয়,
যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,
তেমনি প্রায় হলে গৌর তাদের দয়া করে ॥



॥ ৭০ ॥

এতদিন কার বেগার দিলাম
এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবছি তাই ॥
এ দেহ পাতন হবে দেহের মালিক চলে যাবে,
উপায় কি হবে একে একে চলে যাবে
দেহের পঞ্চ ভাই ॥

ভেবে ভেবে হলেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া,
ডুবলো রে ভরা এ দেহ, পতন হলে পুড়ে করবে ছাই ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে,
গেলাম ভূতের বেগার খেটে,
ছিলাম আমি কার মুটে,
ভব নদীর পার হইতে কিছু সম্বল নাই ॥



৭১

যার ফুল নকল করে গহনা গড়ে
দিচ্ছ রে মন কত বাহার।
তিনি যে জগৎগুরু, কল্পতরু
তারে ভোল একি ব্যাভার ॥
কখন হয়ে অন্ধ বল গুরুমারা বিদ্যা তোমার।
ওরে যার আকাশের রং দেখে,
রং করতে শেখে জগৎ সংসার ॥
আবার তার সং সাজিয়ে ঢং করিয়ে,
নাচাও তুমি কি অহংকার ॥
কাঙ্গাল কয় যাকে দেখে লোকে শিখে,
না করে যে নামটি তাহার।
ওরে তার পদে প্রণাম, নেমকহারাম।
তার মত কে আছে রে আর ॥



॥ ৭২

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে

মনের মানুষ যেখানে।

আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি

দিবারাত্রি নাই সেখানে॥

যেতে পথে কাম নদীতে

পাড়ি দিতে ত্রিবেণী,

ভোলা মন মনরে আমার

কত সাধুর ভরা যাচ্ছে মারা

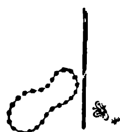
পড়ে নদীর ঘোর তুফানে॥

যত রসিক যারা পার হয় তারা

কাম নদীর ঐ ধারটি দিয়ে।

দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে

যারা স্বরূপ সাধন জানে॥



৭৩

যদি এসে থাক হরি নিয়ে নামের তরী

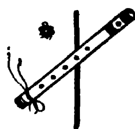
আমারে নিও পার করিয়া

আমার নাই কোন সম্বল,

নাই কোন ভক্তি বল,

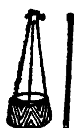
পড়েছি দুর্বল হইয়া॥

তরীর মধ্যে আছে গো যারা,
একটু বলে কয়ে দেখ্‌গো তোমরা,
আমায় নেয় যদি তরীতে তুলিয়া
কিনারা ধরি যাচ্ছে এ তরী,
আমি ওপার হতে ডেকে মরি,
আমায় তরীখানা দাও ধরাইয়া ॥
যদি না দাও তরী ধরাইয়া
আমি দাঁড় ধরে যাব ভাসিয়া।
রামকৃষ্ণ দাস বলে আমি অধম রইব পড়িয়া,
আমারে নিও পার করিয়া ॥



॥ ৭৪ ॥

এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জন্মে দেখিলাম না তারে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে তুই নয়নে ॥
হাতের কাছে যার, ভবের হাট-বাজার,
হাত বাড়াইয়া ধরতে পাইনে তারে ॥
কৃষ্ণ বলে প্রাণপাখী, শুনে চুপে থাকি,
জল হুতাশন মাটি কৃপবন
কেউ বলেনা একটা নির্ণয় করে ॥
আপন ঘরের খবর হয়না,
বহ্নি-বারি-পরকে চেনা,
লালনের পর পরম ঈশ্বর
সে কেমন রূপে আসে কি রূপেরে ॥



৭৫

তপ জপ যাগ যজ্ঞ কার তরে মন উপবাস।
কার তরে তের পার্বন করিসরে তুই বারমাস॥
রুক্ষ চুলে রুক্ষ মাথে, লম্বা নখে উর্ধ্ব হাতে,
ধুনি জেলে বৃষকাষ্ঠে, গাছতলাতে করিস বাস।
কেন ধুনি জ্বেলে বৃষকাষ্ঠে গাছতলাতে করিস বাস॥
ছাই মেখে চিমটে কাঁধে, গাঁজা টেনে নেকৃড়া পিনে,
এমন শ্রী ছন্ন ছাঁদে পাবি কি তুই শ্রীনিবাস।
ভেবেছিস এমন শ্রী ছন্ন ছাঁদে পাবি কি তুই শ্রীনিবাস
তুমি মানুষের ছেলে সে মানুষ ভুলে গেলে
মানুষ কি মাটিতে মেলে রঙ দিয়ে করলে তরাস॥



॥ ৭৬ ॥

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এমনি রত্নধন কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যেজন,
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে,
হৃদয় জুড়ে সুধাকর।

প্রেমিক চায় না কোন জাতি চায়না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়না,
ক্ষুণ্ণ, রটলে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবী
থাকবে কেন অন্য ডর ॥



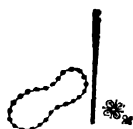
॥ ৭৭

দেখনা মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারী।
পরিয়ে কোপনী ধ্বজা কি মজা
উড়ালে ফকিরী ॥
বড় দরদের ভাই বন্ধু জনা
পরে সাথের সাথী কেউ হবে না,
মন তোমারি, আবার একা পথে খালি হাতে
বিদায় করে দেবে তোরে সেই দিনে,
তুমি যা কর তা কর রে মন,
কিন্তু শেষের কথা রেখ স্মরণ বরাবরি
ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন,
ওরে কখন হাতে দেবে দুড়ি, মন তোমারে।
বড় আশায় বাসা এ ঘর
কোথায় পড়ে রবে
তোমার ঠিক নাই তারি।
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো
তুই করিসরে কার এন্তেজারি ॥



৭৮ ॥

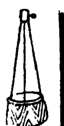
দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা, রসে ঢাকা
রসিক জনার অন্তরে ॥
রসিকের পাগল দশা
দেখে জীবের নেক নজরে না ধরে।
তাতে রতি মাসা তফাৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে
ওরে বেদ বিধি গড়ে রত্ন
সেদিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে।
আবার গ্রন্থকর্তা রাখলে কলম
সহজ লিখতে না পেরে ॥



॥ ৭৯

তোর মত মন বোকা চাষী
আর ত দেখি না।
তোর দেহ জমি রৈল পড়ে
আবাদ করলি না ॥
শমনের পেয়াদা এসে,
(যখন) করবে তশীল, ধরবে কেশে,
মালগুজারি করবি কিসে কিছু ভাবলি না ॥

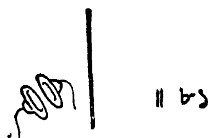
থাকতে ঘরে ছটা এড়েঁ,
(তুই) করলিনা চাষ ওরে কুড়ে,
সামনে তোর পাচজনায় পরে তাও বুঝলিনা ॥
কি দশা হবে তোর শেষে,
তুই সর্বস্ব খুইয়া চাষে, কাল কাটালি বসে বসে
কথা শুনলি না ॥



৮০

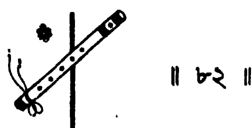
আজব ইংরেজের মুলুক বিলাত সহর
ভাই এমন দেখি নাই আর দুনিয়ায় ।
চলে জলের তলে কলের গাড়ি
উপর দিয়ে জাহাজ যায় ॥
ওরে সাবাস মরি কারিকুরি
দেখে বিশ্বকর্মা লজ্জা পায় ।
কাচের ঘরে বিবি নাচে
সাহেবরা টপ্পা গায় ॥
কত বিদ্যাধরী আহা মরি
রঙ্গ দেখে মুর্ছা যায় ।
তথায় রাজা প্রজা সবাই সমান
হুজুর মজুর চেনা দায় ॥
তথায় ঠাকুর কুকুর ম্যাথর মুচি
এক টেবিলে খানা খায় ।
যে জন কালাপানি পার হয়ে যেতে পারে লোহার নায় ।
সেই গৌরাঙ্গের দেশে গিয়ে সে স্বশরীরে স্বর্গে যায় ॥

পথিক বলে কলির বৃষ রেখ তোমার রাঙ্গা পায়
নইলে ভাত খেগো বাঙ্গালী আমি
মারব তোমায় খুরের ঘায় ॥



॥ ৮১

ওরে অবোধ মন
আলুনা ডাল রাঁধবি কতক্ষণ।
ও তুই জনম ভোর ডাল রাঁধিবি
তবু ভুলে যাস তুই দিতে লবণ
গুরু লবণ ওজন করিয়া,
(মন) মুসুরী ডাল রাঁধবি গিয়া,
আবার গুরুমন্ত্র মশলা দিয়া
দিবি ডালের ফোড়ন ॥
ডাল রাঁধবার সন্ধান জান,
গুরুমন্ত্র মনে মনে বল
ডালগুলি সব জলে দিয়া,
পাপ কাষ্ঠে আগুন দিয়া,
ডাল কররে তুই দহন ॥



॥ ৮২ ॥

এখন আর ভাবলে কি হবে।
কৃতকর্মের লেখাপড়া আর কি করিবে ॥

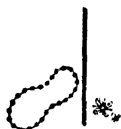
তুষে যদি কেউ পারও দেয়,
তাতে কি চাল বাহির হয়,
বস্তুহীন ভাবে ॥
কর্পূর উড়ে যায়রে যেমন,
গোলমরিচ মিশায় তার কারণ,
মন হত যদি গোলমরিচ এমন,
তখন বস্তু কি আর উড়ে যাবে ॥
হাওয়ার চিড়ে কথার দধি,
ফলার দিচ্ছে নিরবধি,
লালন বলে তেমন প্রাপ্তি
কখন আর হবে ॥



। ৮৩ ॥

প্রেম প্রেম সবাই করে
আসল প্রেম তো কেউ জানে না।
কলির কালের বাবুরা সব
করছে প্রেমের উপাসনা ॥
প্রেমের বড়াই করে সবাই
প্রেমের মানে কেউ বোঝে না।
আর ভক্তি ভাবে ডুবে গিয়ে
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মন মজে না ॥
আসল প্রেম ধর্মে সেবায়
আর বিরহেতে ভরা।
বিরহ না এলে প্রাণে
প্রেমের স্বাদ মেলে না ॥

ও ভাই বাউল সেযে নেচে বলে,
প্রেমের স্বর্গ জানতে হলে,
জয় রাধে জয় রাধে বলে
মনে রাধা কৃষ্ণ জপনা ॥



॥ ৮৪ ॥

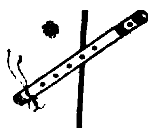
ডাকরে মন পতিতপাবন
দীন সখা দয়াল বলে।
দিনান্তে তারে একবারো তুই
ডাক নারে ভাই পরাণ খুলে ॥
শোকের তাপে রোগের জ্বালায়, হ'না কেন যতই জ্বালাতন
তারি মধ্যে একবার তুই হরি বলে ডাকরে মন।
সকল জ্বালা সকল শোকের, অন্ত হবে সে ভাব হলে ॥
এ সংসারই স্বর্গের সমান, স্বর্গসুখ তোর সংসারেই মেলে,
যে রূপে হয় তাই বলি মন
ডেকে নেরে দয়াল বলে ॥



৮৫

আমায় দাওহে বনমালী।
সাগর তরঙ্গে নাচিয়ে রঙ্গে
আপনারে দিচ্ছি ডালি ॥
কে জানি সে জলে দিল টান,
ঢেউয়ে চলে বিষাদ গান,
সঙ্গে সঙ্গে আকুল প্রাণ যাবে দূর দূর চলি

এখন আঁধারে পড়েছি ঢলি,
গিয়াছে সন্ধ্যা গিয়াছে সকাল,
গেছে আজ গেছে কাল
আমার হয়েছে শেষ হাল
আছে শুধু শেষ অবশেষ
ফিরে দাওহে প্রভু আমার বেশ
লওহে আমায় তুলি ॥



॥ ৮৬ ॥

যমুনা এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী ।
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাতো নীলকান্ত মণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা,
গোলক হতেও মনলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম
সুবল সুদাম ।
কোথা সে সুনীল তনুর বেণু ধেণু
মা যশোদা আর রোহিণী ॥
কোথা নন্দ উপানন্দ,
মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধড়া চূড়া পরা কোথা ননীচোরা
কোথা সে বসন চুরি,
ব্রজনারীর পুজিতা মা কাত্যায়ণী ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা তার জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ॥

কোথা সেই বংশীধারী রাসবিহারী
বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সেই নুপুর ধ্বনি
মধুর হাসি মধুর বাঁশি নাহি শুনি।
যার মোহন স্বরে উজান ভরে মোহন তুমি আপনি ॥
তোমারি তটে তটে, তোমারি মাঠে ঘাটে,
তোমারই সন্নিকটে কই সে ধনী।
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটায় দিল ধরণী ॥

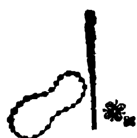


॥ ৮৭

হরি নামের সারি গেয়ে চল বেয়ে।
শুনে বোম্বেটে যম পালিবে যাবে ভয় পেয়ে ॥
রিপুর তুফানে কি ডর, পাকা মাঝি পীতাম্বর,
পাপীর ভরা পার করা তার পেশা নিরন্তর,
যদি ভক্তি দাঁড় ভাই টানতে পার,
তবে মুক্তির পুর যাই পার হয়ে ॥
গাঙে মায়ার ঘুর্ণিপাক,
ও তায় ঘটায় ঘোর বিপাক,
লোভের বাঁকে কলুষ কুমীর থাকে লাখে লাখ,
কিন্তু অভয় পদে ঝিঁকে মেরে
মাঝি কাটিয়ে নে যায় পাশ দিয়ে ॥
নামের পাল তুলে সুখে,
শান্তি বাতাসের মুখে,
মোহ দহ পারে যাব মনের কৌতুকে।

একাশি

নাই শংকা যাব ডংকা মেরে
ও সেই কালের মুখে ছাই দিয়ে ॥
হ'ল ভবের হাট করা, পারে যাবি কে তোরা,
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'লো আয় সবে ত্বরা,
ও ভাই এমন সুদিন আর পাবিনে
ভবের নেয়ে ডাকছে ছাখ চেয়ে



৮৮

(ভাই সব) দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে
আসছে যে মাল বিদেশ হতে।
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে ॥
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতেম কলার পাতে।
এখন এনামেলে মাথা খেলে,
কলাই করার ব্যবসাতে ॥
এখানে পরশ পাথর পায়না আদর
চটা উঠছে পেয়ালাতে।
যত ঠুন্‌কো পল্‌কা দরে হালকা
দ্বিগুণ মুল্যে পাল্টে নিতে ॥
ঘরে নাইক আহার বেশের বাহার
যাহার তাহার ঘাটে পথে।
হায়রে নিজের দেশে যায় না অভাব
অশন বসন সব বিলাতে ॥

ছেড়ে পরের ঠাকুর, ঘরের কুকুর
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ ছাড়তে নারে, কেঁদে মরে
কার্য্য সারে কোন মতে॥



॥ ৮৯ ॥

ও রাধে গো, যেন কালার সাথে কোন মতে পিরীত ক'রো না।
ও কালা কদমতলায় বাজায় বাঁশি কারো মানা মানে না॥
শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে
আছে কালা তোমার মনে।
ওগো রাধে—মনের কালো মনেই রেখ, যেন মনের বাহির ক'রো না।
শ্যাম পিরিতের ভীষণ জ্বালা, সাবধানেতে পথ চলা,
দেখো যেন লোকে জানে না।
ঘাটের পথে ঘোমটা খুলে যমুনায় জল আনতে গেলে।
কালাচাঁদে দেখে যেন এসো না॥
কলির কবির অনুশোচনা, কৃষ্ণ প্রেমে মন মজে না,
লজ্জা ভয় মনের ঘৃণা তিন থাকিতে প্রেম হ'লোনা
ওরে মনে দৃঢ় সম কৃষ্ণ প্রেমে দাওরে মন
কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণনিশি ভোর হবে না॥



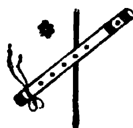
॥ ৯০

ধনে প্রাণে প্রজার মরণ।
একে তো রোগে জ্বরা ট্যাক্সে মরা
মামলায় সারা—সারা জীবন ॥
দেশে নাই লাঠালাঠি কাটাকাটি
চোর ডাকাতি আগের মতন।
শাসক জাত করেন গর্ব্ব তারাই সভ্য
তবু এমন পর্ব্ব কেন এখন ॥
কলিতে মা শংকা করে, পাছে ধরে,
জেলে পোরে চোরের মতন।
কিন্তু মা তোরে ভিন্ন কারে অন্য
বলব মোদের হিদের বেদন ॥
দিশী লুট্ গেছে উঠে, সত্য বটে
তার বদলে ইংলিশ ফ্যাসন।
অসাড়ে জোঁকের মতন, রক্ত শোষণ,
বিলিতি লুট চলছে এখন ॥
দিশী লুট চলত যখন ভুগত তখন
বড় জোর তার রাজা ক'জন।
বিলিতি জালের কাঁটি, কাতলা পুঁটি
সব বাধে নাই কারোর মোচন ॥
প্রধান লুট দমকা কলে যারে বলে
হোম বাজি আর কনট্রিবিউশন।
তাছাড়া যোজন জোড়া লম্বা তোড়া
সাহেব পাড়ার পেন্‌সন বেতন ॥



॥ ৯১ ॥

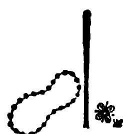
জীবন প্রদীপ জ্বলেছে যে ঘরে।
কোন দিন নিভে যাবে ফস্ করে ॥
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে
বেড়াতে হবে ঘুরে ॥
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা,
সামাল সামাল জীবন প্রদীপ, সামাল এই বেলা,
আসবে যখন কালের ঝটকা
আটকাবি কি প্রকারে ॥
দুদিন বাদে দেখবিরে নিশ্চয়,
জীবন প্রদীপ নিবলে আঁধার হবে সমুদয়,
থাকতে আলো নে এই বেলা
নিজের আসল কাজ সেরে ॥



॥ ৯২ ॥

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা।
তবে শোন আমার কাজের কথা ॥
হরি নামের ছাতা মাথায় দিয়ে
যথা খুশী যাও তথা ॥

এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছুমাত্র পাপের রৌদ্র লাগবে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে
পাবি না কোন ব্যথা।
(কেন) থাকতে ঘরে এমন ছাতা
ভিজে মরিস সর্বদা ॥



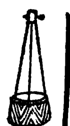
৯৩

যে জন অন্ধরাগে সাধন করে সে চিনতে নারে।
ও সে রূপ হেরে নয়ন দিয়ে
বৈসে বৈসে রূপ নেহারে ॥
গুরুবাক্য ঐক্য করে, বসে আছে হৃদয় পুরে,
পরকাল মনেতে কৈরে।
সে যে সরল হয়ে বসে আছে
সদা চিন্তামণি চিন্তা করে ॥
সচৈতন্য মানুষ পেয়ে, সদাই আছে চেতন হয়ে,
স্বরূপে স্বরূপ মিশায়ে, ও তার মনের আঁধার ঘুচে গিয়ে,
ও তার জ্ঞানের বাতি জ্বলছে ঘরে ॥
মুকুন্দ কপাট খুলে, ছাড়ান দেয় না কাল বলে
বস্তু তার সহজে মিলে,
গোঁসাই কানাইচন্দ্র বলে, ও সে অধরাতে মেলে ॥



॥ ৯৪ ॥

সংসার জলে ভাসবে বলে দশ লোক ঘাটে।
মহাজনের নৌকা নিয়ে দশে তাতে ওঠে॥
সবাই তাতে সমান হয়ে দাঁড় ফেলতে চায়,
মাঝি বিনে মাঝতুফানে নৌকা ডুবে যায়,
তখন কেহ মাঝি হ'ল, কেহ হল দাঁড়ি
মিলে মিশে সবাই তখন সুখে দিল পাড়ি,
ইহা দেখি ফুটিল আঁখি, এখন দেখি চেয়ে।
ক্ষেত খামার নৌকা মোদের, মোরা ক্ষেতের নেয়ে।
রাজা মোদের মহাজন, নৌকা জমি তার,
রাজা তার দাঁড়ী আর মাঝি জমিদার,
দাঁড়ি মাঝি বিবাদ হ'লে নৌকা ডুবে যায়॥



। ৯৫

পায়ে ধরি বলি তোমায়।
হরি চিন্তা কর মন রে,
দিন ত বৃথা যায়॥
যখন যমে বাঁধবে রে কসে
তখন করবি কি উপায়।
বাদী মনরে আমার--
হা হুতাশে প্রাণ যে যাবে
তখন বলবি হায়রে হায়॥

কুচিন্তা কুভাবনা ভেবে
বসে রইলি কার আশায়।
পাষাণ মনরে আমার
একবার আঁখি মুদিয়া দেখ
তাতে কেমন দেখা যায়
উর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে
ছিলে গর্ভ যন্ত্রণায়।
অজ্ঞান মনরে আমার—
ওরে সেখানে কি বলে এলে
এখন তা তোর মনে নাই॥



৯৬

গাঁটকাটা ছয় বেটা বড় বোম্বেটে।
ওদের লজ্জা নাইক মেয়াদ খেটে॥
মিষ্টি কথায় আগে ভুলায়
পরেতে ভাই সব লোটে।
ওদের কথায় ভুলিস নে মন
ভক্তি কপাট দে এঁটে॥
আপন বলে কথার ছলে
পথেতে দেয় গাঁট কেটে
চোখে ধূলা দিয়ে পালায়
নিমেষেতে যায় ছুটে॥

জারিজুরি চুরি সদাই
ওরা খেয়ে নায় পেটে।
যতই জমায় ততই চায়
কিছুতে কি খেদ মেটে ॥



॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্ম নামটি ধরে থাক পড়ে
দেখবিরে মন যাবি তরে।
তোর ঘরের মাঝে গুরু আছে
জেনেও কি মন জানলি নারে ॥
মিছে ভ্রমে ভুলে মরছিস ঘুরে,
এ ভ্রান্তি কি যাবে নারে।
ব্রহ্ম পাবে বলে শাস্ত্র খুলে
কি দেখিস তুই তার ভিতরে ॥
ব্রহ্ম শাস্ত্রে নাইরে বিচার করে দেখ,
আছেন হৃদ কুটিরে,
ব্রহ্ম নাম করে এ সংসারে
কত পাপী গেল তরে—
তাই ধৈর্য্য ধরে সাধন করে
চলে যাও যে ভবের পারে ॥



॥ ৯৮ ॥

দেখ জহুরা নয়ন খুলে
ভগবান কি করে রে।
কেমন আজব গলি আজব নলী
আজব গড়ন গায়েরে ॥
ও মন জল থাকেরে নিম্ন ভূমে
কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে।
দেখ সেই তুজনেরে মন
নৌকা গড়ে সদাগরি করে রে ॥
দেখ ভারতের বরাত ঘাঠে মাঠে, ক্ষুধার বরাত পেটে,
দেখ সেই তুজনে পীড়িত গুণে কত বেগার খাটেরে ॥
ও মন সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে
জোনাক দেয় চাঁদ,
বাতাস বয় মেঘ বরষে
জগৎ ভাসায় জলে রে ॥
(ও মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল
মেঘ বিনা কে জানে রে,
ওরে এই জহুরা তুচ্ছ করি
কোন জহুয়া মনেরে ॥



॥ ৯৯ ॥

মন না হলে সোজা, ফকির সাজা,
কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা।
ফকিরের সজ্জা ধরে নৃত্য করে,
করছ ধর্মের আলোচনা ॥
তুমি যে আপন কাজে বেঠিক নিজে,
পরকে কি বুঝাও বলনা।
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও,
নিজে কেন তা বোঝনা ॥
নিজে না বুঝলে পরে,
অন্য জনে বুঝবে কেন তা ভাবনা।
কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হওরে সর্বজনা,
নিজে না ভাল হলে, পরকে ভাল করতে যাওয়া
তা হবে না ॥



॥ ১০০ ॥

এসেছে এক নতুন মাতাল এই নদীয়ায়।
তোরা সব দেখ্‌সে রে আয় ॥
ওসে ভাই হরিনামের সুধা পানে
হরি বলে জগৎ মাতায় ॥
ও ভাই খায়না কো সে শুঁড়ির মদ
আপন মদ আপনি বানায় ॥

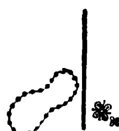
ও সে মন ভাটিতে প্রেম গুড়েতে
নয়ন জলে সে মদ চুয়ায়।
নিতাই চাঁদ অদ্বৈত এরা সবায়
তারা যায় নাচে নাচে, আর যাচে
যাদিকে সম্মুখে পায়॥
সে মদ খেয়ে খেয়ে অসাড় হয়ে যখন পড়ে ভূমে লুটায়।
তখন রাধার নামে সুধা চাট মুখে দিয়ে আবার কাঁদায়॥
সে মদ খেলে পরে এক কালে
ইহার সাথে সবে জাত ভুলে যায়।
তখন কি বা ব্রাহ্মণ কি হাড়ি ডোম,
চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই,
সে মদ খেয়ে তারা চোখের তারা কপালে পাঠায়
ভাই, প্যারিমোহন বলে মোর কপালে
এক ফোঁটা না মিল্‌ল রে হায়॥



॥ ১০১

এই হরিনাম খাসা অম্বরি।
(ও মন) টান দেখি ধীরে ধীরে
নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা তারি।
বসায়ে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ি গড়গড়ায় টান রে তামাক
ভক্তি নল যুড়ি,
প্রেমের কলকে লাগিয়ে
তাতে দাওরে দম যতন করি॥

বিচার করে দেখ মনে মনে
এমন ধারা মিঠে কড়া আর ত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে প'রে
একেবারে যাবি তরি ॥



। ১০২ ॥

ভুগছো মিছে পাপের বিকারে।
কোন দিনে অক্কা পাবি ফস্ করে ॥
ভাল দেখে চিকিৎসকে
এই বেলা ডাক চট করে।
ওরে ডেকে গুরু নেটিভ ডাক্তারে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ দাও যতন করে,
মন্ত্র করা মিক্সশ্চারে রোগ তিনদিনে যাবে সেরে ॥
মিছে কেন মরবি বেঘোরে
হরিনামের কুইনাইন তোর থাকতে যে ঘরে,
এমন ওষুধ আর পাবি না
ভেবে দেখ না অন্তরে ॥
দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়
হাতুড়েদের হাতে পাছে মারা যেতে হয়।
তারা শুনবে না ধর্ম্মের কাহিনী
পট করে দেবে মেরে ॥

॥ ১০৩ ॥

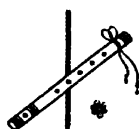
দেহের মাঝে কৃষ্ণপ্রেম ছবি।
যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি ॥
কোন চিন্তা থাকবে না তোর
নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি ॥
ছজন ডাকাত ফিরছে রে ঘুরে
ফাঁক পেলে তোরে ফাঁকি দিয়ে
টেনে নেবে দলে তোরে
(ভাই) এই বেলা সামাল
নৈলে হাতে নাতে ফল পাবি ॥
ঘ'রে হল পঞ্চ ভূতের বাস,
এরা ফিকিরে তোর করবে ফকির
ক'রে সর্ব্বনাশ,
(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে
আসল কর্ম্ম কাঁচাবি ॥



॥ ১০৪ ॥

কলি কালের আচার চমৎকার।
কোলে ঝোল মাখে সব আপনার ॥
জুয়াচুরী বাটপাড়ি ভিন্ন অন্য কথা নাই,
মনের কথা আর না পাই।
প্রবঞ্চনা প্রতারণার কথায় চলে এ সংসার

মদ্য মাংস খাচ্ছে কিছু বিচার করে না,
কেউ কারো কথা শোনে না,
সবার ঘরে সদাই করে
কিছুতেই আর নাই বিচার ॥



॥ ১০৫ ॥

ভবের শোভা ফক্কিকার।
এ ভবের চটক ভারি
ভিতর ফোঁপরা নাইক সার ॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি
সখের বস্তু কতই আর,
সে সব থাকবে পড়ে, রাখবে কেবা,
দেখবে কি আর বাহার তার ॥
তুমি যাদের জন্য খেটে খেটে
অস্থি চর্ম্ম কর সার।
বৃদ্ধ হলে মরবে জ্ব'লে
দেখবে তাদের ব্যবহার ॥
এ ভবে কত গেল, কেবা গোণে সংখ্যা তার,
জীবের জন্মে ঠিক, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার।
আসবে কত যাবে কত এই এক খেলা চমৎকার ॥



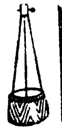
॥ ১০৬ ॥

হরি বল, বলবি আর কোন কালে।
বাল্য আর যৌবন কাল
রসে রঙ্গে কাটালে॥
বিষয় বাড়ী করে কেবল
গোঁপ দাড়ি সব পাকালে।
পরের জমি লয়ে তুমি
সকল লোককে ঠকালে॥
নানা রকম ভেক ধরিয়ে
অনিত্য কাজ সাধিলে।
শিকড় মাকড় তুলিয়ে সব
টাকার পুঁটলি বাঁধিলে॥
যত্ন করে অর্থ দিয়ে
পাপের ভরা কিনিলে॥
নালা কাটিয়ে বনের জল সব
ঘরের ভিতর ভরিলে॥
না জেনে তত্ত্ব, খুড়ে গর্ত্ত
কাল ভূজঙ্গ ধরিলে।
তুমি কাল বলে আপনার জালে
আপনি বদ্ধ হইলে।
সব বিপরীত ভরিয়ে হিত
বড়ই সুহৃত জোটালে॥



॥ ১০৭ ॥

হরি হরি বলে ভাসাওরে তরণী।
ভবের হাটে এই হল বিকিকিনি॥
শ্রীগুরু কাণ্ডারী করি,
ভব নদী দাও পাড়ি।
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে
তোমার পরকালের ভাবনা কি।
ছয় জনে গুণ টেনে যায়,
মন মাঝি তার বৈঠা বায়,
রাধার নামে বাদাম দিওরে.
মাঝি শুকনায় ডোবে তরী॥
মন মাঝি তোর পায়ে ধরি
জলে ডুবাও না তরী,
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে
গঙ্গা জলে যেন ডোবে তরী



॥ ১০৮

হরি বল মন রসনা।
মানব জনম আর হবেনা
হরি বল মন রসনা॥

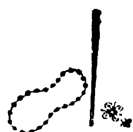
জননী জঠরে যখন,
ঊর্দ্ধপদে ছিলে তখন,
বলে এলে করবে সাধন,
সেই কথা মনে পড়ে না ॥
যখন শমন আসবে হাতে,
কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ এক চিতে,
শমন তোমায় পাবে না ॥



॥ ১০৯ ॥

চল দেখি মন দুজনে যাই
হরি তল্লাসে।
সোজা পথে না গেলে মন
পস্তাবি শেষে ॥
সনাতনের এমন ধারা,
খুঁজে খুঁজে হবি সারা,
পথশ্রান্তে হলে আলা,
হরিনাম শেষে ॥
যদি এ পথ ধরতে পারো,
তবে ভয় করিসনে কারো,
শমন বেটা দমন কালে
ভাববে যে বসে ॥

দ্বিজ কেদার এই ভবে
মিছে মায়ার বশে,
কেনে হরিনামের ঝুলি
তাই নিয়ে সে বেড়ায় প্রবাসে ॥



॥ ১১০ ॥

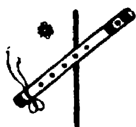
বহুদিন পরে এসেছি
চিনিনাকো শ্বশুর বাড়ী।
কোন পথে যাইব মাগো
বিশ্বনাথ রায়ের বাড়ী ॥
যারা ছিল ছেলে পিলে,
তাদের হ'ল ছেলে,
বিয়ে করেই গেলেম ফেলে
রয়ে গেল বছর কুড়ি ॥
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি,
কেবল শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি
সুপুরি গাছ সারি সারি ॥
বাড়ীর মধ্যে এক এক চালা
তারি মধ্যে হাঁড়ি কুঁড়ি,
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা
বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী ॥

দ্বিজ রাসবিহারী বলে
আর তো হাসি চাপতে নারি।
তুমি যাকে মা বলিলে
সে বটে তোমারি নারি॥



॥ ১১১

হরিহে আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ যত সাক্ষীগোপাল
মিছে আমি, আমার বলে॥
ছায়াবাজীর পুতুল যেমন
জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হতে পারে যদি
তোমার পথে চলে॥
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী
আত্মরথে তুমি রথী
জীব কেবল পাপের ভাগী
নিজ স্বাধীনতার ফলে॥
সর্ব্ব মুলাধার তুমি প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী,
পাপীকে উদ্ধার কর তুমি, নিজ পুণ্য বলে॥



১১২ ॥

প্রজাদের রক্ত শুষে রঙ্গ রসে
ঘোর বিলাসে লিপ্ত যে মন ॥
এদিকে দে কর, দে কর, রব ভয়ঙ্কর,
কর্ম্মে নিরন্তর কালেক্টারগণ ॥
অষ্ট মাস কৃষ্ণ লীলায়, রসের খেলায়
উছলে যেন শ্রীবৃন্দাবন ॥
সঙ্গে সব বিড়ালক্ষ্মী সত্য লক্ষ্মী
রাসলীলায় মন করেন হরণ ॥
অপূর্ব্ব কুঞ্জকানন, বিহার ভবন
মর্ত্ত্যে যেন ইন্দ্র ভুবন,
বঁধুয়া বধু সনে মধুপানে
নিধুবনে মধুর মিলন ॥



১১৩ ॥

সইলো শোন লো হুজুগ ভারি
বিলিতী জিনিষ বন্ধ হোল।
সিকেয় উঠল মোদের সাজা সাজি।
মোম গড়া ফুল, মোহন ফিতে,
কোথায় পাবি লো সই মোহন খোঁপায় দিতে,

রাঙ্গা মুখের রুজ কোথা আর
পাবি না লো সই আর, এই রঙ্গের বাহার,
খোসবাই ভরা খাসা সাবান
বাজারে লো সই আর পাবে না স্থান ॥
এইবার খোল বেসনে অঙ্গ জুলুস
করতে হবে ফুল কুমারী ॥
এসেন্স দিয়ে বিবিয়ানা
মন মজানো সই লো সই আর হবে না ॥

গান | ১১৪

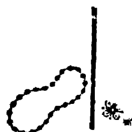
সবাই চায় শুধুই টাকা
টাকা নইলে সবই ফাঁকা
এই টাকা নইলে সংসারেতে
থাকা বড় দায় ॥
বলে মা মাস পোহাইলে
একশো টাকা নাহি দিলে
সংসারের মাঝে তোমার
হবে না তো ঠাঁই ॥
টাকা, টাকা, টাকা, করি
এখানে ওখানে আমি যে ঘুরি,
নদীর কুলে গিয়ে উঠি
ভাবি প্রাণ হারাই ॥

—মঞ্জু দাস



॥ ১১৫ ॥

পাগলা মনরে আমার
আনন্দে হরি গুণ গাও।
ভাই বল বন্ধু বল কেহ কার নয়
অমনি বলিলে তারা কেবা কোথা রয়॥
কোথায় রবে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোড়া জুড়ি,
মরণকালে ছেঁড়া চেটা কলসী বিচেল দড়ি,
প্রাণের প্রেয়সী তোমার নাইকো যার বাড়া,
সেই ত তোমায় দিবে বিদায় দিয়ে গোবর ছড়া,
কাঁদবে তোমার তরে দুদিন ভাসবে নয়ন জলে,
তার পরেতে দেখবে তোমার বাক্স পেঁটরা খুলে,
যদি কিছু রেখে থাক তবেই পাবে পার।
নৈলে তোমার চৌদ্দ পুরুষ সেইখানেই উদ্ধার॥



॥ ১১৬ ॥

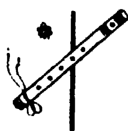
তারা নিজ বলে গেল চলে
অকূল পারাবারে॥
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে॥

আমি দীন ভিখারী, আমার নাইকো কড়ি
তুমি দেখ ঝুলি ঝেড়ে।
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল
তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে॥
তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে,
ফকির কেঁদে আকুল
পড়ে আকুল পাথারে সাঁতারে॥



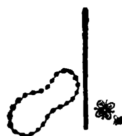
১১৭॥

বলরে কৃষ্ণ বুলি ও ময়নাপাখী
বলরে কৃষ্ণ নাম।
এ নাম নিলে ও পাখী তোর
পুরবে মনের মনস্কাম॥
দেব তোরে ছাতু ছোলা
যারে পাখী উড়ে,
কোথায় আমার নিঠুর কালা
পাখী বলে দে আমারে,
কোথায় আমার বংশীধারী
নয়ন অভিরাম॥
দেখা হলে বলিস তারে,
কি দোষে রেখেছে আমায়
একাকিনী করে।
আমি যে তার শ্রীরাধিকা
সে যে আমার শ্যাম॥



॥ ১১৮ ॥

ললিতা গো করিস মানা
মোহন বাঁশী বাজাতে।
আর যে গৃহে মন রহে না
ঘরের কাজে মন লাগে না,
শ্যাম কি এলো কুলবালা ছলিতে ॥
এই বাঁশি কি যাত্ব জানে,
সদাই মন বাহিরে টানে,
পারবো না গো, মান কুলমান খোয়াতে।
ললিতা গো এই বলিও,
শ্যামকে তুমি বুঝাইও,
ঘরে আছে পাপ ননদী
আমি পারবো নাকো লোক হাসাতে ॥



॥ ১১৯ ॥

ঘরের মাঝে অনেক আছে
কোন ঘরামী ঘর বেঁধেছে।
এক পাড়ে ত্বই থাম্ দিয়েছে,
সেই ঘরের ছাওনা ছাওনী আছে

চামের এক বেড়া আছে
আর একটা বাতি আছে।
নিবায় বাতী কুবাতাসে
ঘরের মাঝে খুপরী আছে ॥
তার খোপে খোপে মানুষ আছে
তারা কেহ না যায় কারো কাছে
যার যার ভাবে সে সে আছে ॥



॥ ১২০

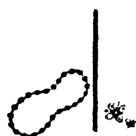
কথা কও বদন তুলে হও সদয় এই ভিক্ষা চাই ॥
রাধার অধৈর্য্যে এলাম অপার্য্যে
তোমার কংস রাজ্যের অংশ লইতে আসি নাই ॥
সঙ্গীনি প্রধানা রঙ্গিনা সে জনা
ভক্তি ক্রমে কৃষ্ণ কয়
দিলে নব্য রাখাল,
হলে ভব্য ভূলাল,
এবে সভ্য এই কংসালয়, আমার এই দশা দেখছে ॥
আমি ব্রজের সেই বৃন্দে
পার কি চিনতে
তোমার চিন্তা কী চিন্তামণি, কেন সচিন্তে চিন্তা নাই
অধোবদনে রবে যদি বাঁকা মদনমোহন
তোমার কুব্‌জার দোহাই,
তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য
কিসে এত ঔদাস্য



॥ ১২১

ও আমার সোনার বাংলা রে—
ও আমার বন্ধু চাষী ভাই রে—
ওরে ও চাষী ভাই।
তোমার সোনার ফসল পেয়ে
মোদের জীবন বাঁচে তাই ॥
গ্রীষ্মে, বর্ষায় শরৎ শীতে
তুমি সে দেশের সকলের মতে
সর্ব্ব দেশে তোমায় বিনে
বাঁচার উপায় নাই ॥
তোমার কর্ম্মে, তোমার ধর্ম্মে
তুমি যে মহান
তোমায় দেখে আমরা সবাই
হই যে আগুয়ান ॥

কথা—মঞ্জু দাস



॥ ১২২ ॥

পীত বসন কুসুম ভূষণ,
যুবক যুবতী-রঞ্জন।
কোকিল ভ্রমর মধুর মধুর
করয়ে কুজন গুঞ্জন ॥

ধীরে ধীরে বহে মলয় বায়,
পীত বসন উড়িছে তায়,
ফু'ল ফুল-কলি ফু'টিয়া যায়।
প্রেমিক-নয়ন-শোভন ॥
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়ায়ে পাশে,
অপরূপ চ্ছটা বিকাশে,
উরে ফুলধনু মদন ॥



॥ ১২৩ ॥

নদি! বল রে বল, আমায় বল রে।
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে
পাষাণে জন্ম নিলে, ধরলে নাম হিম শিলে,
কার প্রেমে গ'লে আবার হইলে তরল রে?
ওরে যে নামেতে তুমি গলো
ওরে সেই নাম আমায় একবার বল,
দেখি আমার হৃদিস্থল।
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে ॥
ভক্তি জ্ঞান পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে ॥
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও,
(মরি হায়, হায় রে নদী)
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও
উচ্চ রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে ॥

যে সৃজন করে তোরে, তার স্বরূপ তোমার নীরে।
তাই নদী তোমার তীরে দেখি শ্মশান স্থল রে॥
ওরে তোমার তটে যাপন করে,
হয়ে থাকে তোমায় হেরে হৃদয় নিরমল রে॥



১২৪

ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখি,
গাও নারে, সদা সত্যং শিব সুন্দরং
ও নাম প্রাণভরে গাওনা রে।
পড় পড় আত্মারাম ডাক ডাক প্রাণারাম,
আমার হৃদয় মাঝে রে॥
(প্রাণবিহঙ্গ) ডাক অবিরাম ডাক :
তৃষিত চাতকের মত,
পাখি অলস থেকোনা রে॥
ব্রহ্ম কল্পতরুশাখে বসে রে পাখি,
বিভূ গুণ গাও দেখি গাও গাও রে
আবার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সুপক্ক ফ'ল খাও না রে॥
ওকি বলরে পাখি বল, তোর নয়নে কেন জল,
বুঝি হরি নামামৃত পানে হয়েছে বিহ্বল,
আহা কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়
পাখি নীরব হয়ো নারে॥

একশ' নয়

অসার বিহঙ্গ জনম কর রে সফল।
করি কোলাহল সুবিমল
গেয়ে অবিরাম আত্মারাম
মোক্ষধামে উড়ে চল্ না রে ॥



১২৫ ॥

হেথা সেথা করে রে মন,
তারে খোঁজ কেন তবে।
তোমার সাত্ তালা ঘরেতে দেখ,
পরম তত্ত্ব ঘরেই পাবে ॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ক্রমে জান।
অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা, এই ছয় তাহা যাবে ॥
মূলাধার হতে সিঁড়ি, মধ্যগা সুষম্না নাড়ী,
বহিয়া ষষ্ঠেতে চড়ি, তার ঊর্দ্ধে নিরখিবে ॥
দেখিবে সপ্তম তল, রহেছে সহস্র দল
অধোমুখে সে কমল, অতি কমণীয় ভাবে ॥
আছে রে উদরে তার স্ফটিকাভ দ্বাদশেরে।
মৃণালে মণ্ডিতাকার, হেরে তোর মোহ যাবে।
তাহে সে পরম ধন, যারে কর অন্বেষণ,
হবে সুধা বরিষণ নয়নে হেরিবে যবে ॥
গলিবে রে প্রাণমন, পেয়ে তোর হারাধন,
পুনঃ পুনঃ বিচরণ, আর না করিবি ভবে ॥
গোপালে কহিছে তায় গুরু বিনা কে দেখায়,
ধররে গুরুর পায়, তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ॥



॥ ১২৬ ॥

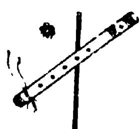
মন ছাড় রে অসার ভোগ বাসনা,
কর প্রেমতত্ত্ব সাধনা ॥
স্বার্থ লোভে অন্ধ হয়ে কত কাল করিবে ভ্রমনা
হৃদয় উন্মুক্ত করে, আগে ভালবাস তারে,
যাঁর প্রেমকোলে সুখে করিছ প্রাণধারণ ॥
পবিত্র প্রেম নয়নে, দেখ নর-নারীগণে,
সুমিষ্ট বচনে সবে কর প্রতি সম্বোধন ।
জীবন মধুময় হবে, কঠোরতা দূরে যাবে,
উদার ভাবে দেখ্‌বে সবে আপনার হতে আপন
সংসারের সারধন, প্রেম অমূল্য রতন,
করে যেই উপার্জন, চিরসুখী তার জীবন ॥



॥ ১২৭ ॥

সাধ করে কি পাগল হই ।
যত সহজ লোকের কায়দা দেখে,
জবু স্থবু হয়ে রই ॥
(বাইরে) ধর্ম্ম চাপা, কেটে ছাপা,
মালা জপছে যত ঐ ।
(ভিতরে) গোলক ধাঁধা, বাহির সাদা
ধর্ম্মের দফার চেরা সই ॥

কেটে ন্যায় মন্ত্র তন্ত্র বিচারে
কেন আমি কে।
(বেড়ায়) দিয়ে ফাঁকি পেতে চাকি
খাওয়ায় কেবল ট'কো দই ॥
(ওরা) করে আবার কাজির বিচার,
দেহ মন আমি নই।
তবে ভোগ লালসা সংসার আশা,
তোদের এখন গেছে কই ॥



॥ ১২৮

প্রেম পিঞ্জরে রাখ হে নাম
বন্দি করে চিরদিন।
পোষা পাখী হয়ে থাকি,
ডাকি তোমায় অনুক্ষণ ॥
ধন আমার প্রেমের জালে,
বেঁধে রাখ প্রেম শৃঙ্খলে,
বশ কর সুকৌশলে।
যেন পলাইতে না চায় মন ॥
নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আবার,
প্রেমভরে কর তায় শুনাও সুমিষ্ট বচন
কর মোরে শিক্ষা দান,
খাইতে তোমার নাম করে তব গুণগান।
সার্থক করি জীবন।
চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে,
মগ্ন হব নাম গানে তুমি করিবে শ্রবণ ॥



॥ ১২৯ ॥

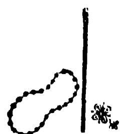
ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা।
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা ॥
কেহ লয়ে প্রেমের পসরা,
বলে আয় রে ভাই শুদ্ধ প্রেম,
কে নিবি তোরা —
করে অপরূপ মহাভাবের বিচিত্র রসলীলা ॥
কেহ হরিভক্তের সাজায়ে ডালি,
দেখায় নাসা ভাবকলী,
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় দেয় করতালী,
দু'নয়নের জলের সঙ্গে
ভাবে প্রেমরসেতে মাতোয়ালা ॥
যোগী ঋষি তপোধন তারা ধ্যানেতে মগন,
পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ,
আবার কর্ম্মী যত সেবায় রত, ভাবনায় হয়ে ভোলা ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস,
তাতে দিয়ে নব রস,
কেহ বা বিলায় প্রেম কলসে কলস,
ডাকে কে নিবি আয়, প্রেমের ছবি ত্বরা করে এই বেলা ॥
প্রেম দাসের বড় সাধ মনে,
হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে,
সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে ঘুচাই জঠর জ্বালা ॥

একশ' তেরো



॥ ১৩০ ॥

ওরে যার হবার হয়, তার প্রেম উথলে ওঠে দুর্ব্বাঘাসে ।
হরি নামের জন্যে
প্রহ্লাদ নয়ন জলে ভাসে ॥
প্রেমে নদেবাসী গৌর ভুলাইল চোখে,
মাতাইল গৌর সেই বয়সে ॥
ওরে বেলা গেল বাসনায় আগুন দে,
তাই শুনে লালা আমার—
ওরে লালা আমার রইল না দেশে ॥
কত কথা শুনি এখন ঠেকে না কো মন,
সদাই অচেতন মোহ বশে ।
আমার হয়েছে প্রাণ আশন পাষাণ
ভোলেই না সহস্র উপদেশে ॥



॥ ১৩১ ॥

আজ আমার প্রেম সাগরে ;
জীবন তরি ডুবে গেছে ।
এ তরি ভাসবে না আর, ভাসবে না আর
মাঝ কোঠাতে জল উঠেছে ॥

ডুবেছে জীবন তরী উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে।
ভয় পেয়ে জ্ঞান কাণ্ডারী দশ জন দাঁড়ী
অবাক হয়ে বসে আছে ॥
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
আমার দশটা মাঝি ছয়টা চাকর,
সাঁতার দিয়ে পালায়েছে ॥
পথিক কয় ভাল হল, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আর কেন হাবার মত ভাবিস মিছে।
এখন ঝাঁপ দিয়ে পড় গুরু বলে
যা হবার তা হয়ে গেছে ॥



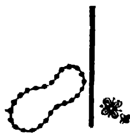
॥ ১৩২ ॥

হরিবল বলরে ভাই আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতায়ের ঘাটে।
ছেড়ে সব খুটি নাটি, দরগা মাটী
পড় গিয়ে চরণ নিকটে ॥
কেন মন কর দেরী প্রাণের হরি
শমন এসে বাঁধবে কসে,
নিতাই দু' বাহু তুলে আচণ্ডালে
ডাকছে রে সব পাপী জুটে ॥
পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে
আমরা দু' ভাই হ'লেম মুটে।
হলি মন খোঁড়া কাণা পথ চিন না।
সোজা হয়ে যাওনা হেঁটে ॥



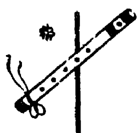
॥ ১৩৩ ॥

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ কিবা অদ্ভুত,
ছুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ বাদশা হয়ে, দোস্ত লয়ে,
রং মহলে করছে খেলা॥
কাল আবার সব হারায়ে, ফকির হয়ে,
সার করিছে গাছের তলা॥
আজি কেউ ধন গরিমায় লোকের মাথায়,
মারবে জুতো এড়ি তোলা।
কাল আবার কোপ্‌নি পরে
টুক্‌নি ধরে কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা॥
আজ রে যেখানে সহর, কত লহর
রয়েছে সব বাজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করবে যে তার তরঙ্গ খেলা॥
কাঙ্গাল কয় বাদশা উজীর কাঙ্গাল ফকির,
সকলি ভাই ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও
ধর্ম্মকে কর না হেলা॥



॥ ১৩৪ ॥

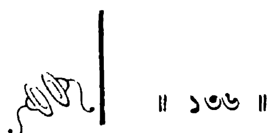
কে আমায় ডাকে বিদেশী সাধু,
মধুর ভাবে যেতে স্বদেশে।
আমার ধন জন পরিজন কাজ নাই গৃহ বাসে ॥
আমি অভাগা দীন পরাধীন।
আছি রোগে শোকে, পাপে তাপে পিতা মাতা হীন।
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ॥
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী,
সেই মায়ের কোল ছেড়ে।
আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে ॥
এবার পাইলে যে হারান রতন,
রাখ্‌ব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন,
যাবে জন্ম দুঃখীর
সকল দুঃখ প্রেমবারি পরশে ॥



॥ ১৩৫ ॥

হদ্দ মজা কলিকালে কল্লে কলকাতায়।
মাগীতে চড়লো গাড়ী, ফেটীং জুড়ী,
হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায় ॥

ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না,
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায় ॥
এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোছলখানায় খানসামাতে,
তোয়ালে দিয়ে গা মোছায় ॥



॥ ১৩৬ ॥

গৌরাঙ্গ কলঙ্কের মালা পরেছি গলে।
ও গো সখি কাজ কি আমার ছার কুলে ॥
ডুবেছে প্রাণ ডুবেছে, আমার কুল
ডুবতে কি বাকি আছে,
ডুবে ডুবে যাব গো সখি,
কুল কিনারা না পেলে ॥



১৩৭ ॥

আমি সেই গৌর বলে ডাকি, প্রাণ সখি।
যারে দেখলে হিয়া জুড়ায়, জুড়ায় তাপিত আঁখি ॥
মনে এই লয়, গৌর রাঙ্গা পায়,
জড়িত হইয়ে থাকি ॥ (গো)

সে যে ব্রজ গোপীসনে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে,
সবার প্রাণ হয়েছে চাতক পাখী ॥
যদি কঙ্কুম চন্দন হইত গৌর
রাখিতাম অঙ্গেতে মাখি। (গো)
আমার মনে এই লয় শুধু গৌর নয়,
রাই অঙ্গ আছে মাখা মাখি ॥



॥ ১৩৮ ॥

আমি অচল পয়সা হলেম রে
ভবের বাজারে।
ও মন মাঝিরে—
ওরে ঘৃণা করে ছোঁয় না আমায়
রসিক দোকানদারে ॥
অচল পয়সা চালানোর আর এক
সন্ধান আছে,
ওরে অচল পয়সা চালাও গিয়ে
গুরু গোঁসাইর কাছে,
ঘরে একটি মানুষ আছে দাম উঠে
কসেরে মন।
দামে ওঠে কসে ওরে
গুরু গোঁসাই বলে দিছেরে।
তালাস কর তারে ॥



॥ ১৩৯ ॥

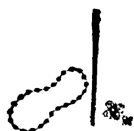
দেখ এক তুলসীর সব মালা।
ভিতরের গাঁথনি ছিঁড়ে হয়েছে ছালাবালা ॥
দেখ এক রকম কাট কাটনি,
কাটা এক রকমের গোল,
এক রকমের হৃদয় ভেদি
সুতা দিবায় খোল,
দেখ এক চরকে সকল তৈয়ার,
কেউ নয় মন্দ কেউ ভালা ॥
দেখ এক রকমের রংয়ে গড়ে একই কারিকর
ছোট বড় লহর গাঁথা আছে থরে থর।
এসব মাথায় মাথায় জোড়া দিলে
হয়ে যাবে এক মালা ॥



॥ ১৪০ ॥

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা।
ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না ॥
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয় ভাব বই
নাথ! আমি তোমায় ভুলে থাকি,
কিন্তু তুমি আমায় ভুল না ॥

নাথ !   আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চক্ষের আড় তিলেক কর না,
তুমি আমায় রাখতে চাও সুখে,
কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥



১৪১

আমারে পাগল করে যে জন পালায়,
কোথায় গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে,
হিয়া আমার ফেটে যে যায় ॥
আমি সযতনে, যে রতনে,
রাখিলাম পুরে হিয়ায়।
আমার ঘুমের ঘোরে চুরি করে,
সে রতন কে নিল রে হায় ॥
সে যে ছিল হৃদে, নয়ন মুদে,
দেখিতে তাই আঁখি যে চায়।
সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে,
জলে যে আঁখি ভেসে যায় ॥
আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন সুহৃদ,
বল কেবা আছে কোথায়।
ও সই হারাধনে, ধরে এনে,
দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায় ॥

সে ধন হয়ে হারা, পাগল পারা,
প্রাণপাখি মোর উড়ে বেড়ায়।
ওরে জলে স্থলে, আকাশ তলে,
কোথায় দেখিতে না পায়॥
আমি সব হারায়ে যে ধন লয়ে,
বাস করিতাম এ ধরায়।
যদি গেল সে ধন, তবে এখন,
বল কাঙ্গাল কোথা যায়॥



॥ ১৪২ ॥

মোক্ষধন তুই বন্ধ কর মন বাক্সেতে।
জগৎ আলো হবে যাহাতে॥
অচিরাৎ তুই পাবি ফাইন সুতা
তাঁত কাটিলে তাঁতিতে॥
গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,
সতের সঙ্গে সঙ্গ কর
পরিণামে তরবি অবহেলাতে॥



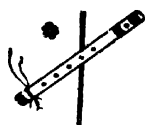
॥ ১৪৩ ॥

কালী কৃষ্ণ গড খোদা,
কোন নামে নাহি বাধা।
বাদীর বিবাদ দ্বিধা।
তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কালী গড খোদা বলোরে।



॥ ১৪৪ ॥

স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোনরে ক্ষেপা বেড়াস একা,
চিন্তে নারবি ধরবি কি ॥
কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়,
কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে,
তার মর্ম্মকথা বলবো কি ॥
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,
জেয়ান্তে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়,
সে মড়া নয়'কো রসের গোড়া,
তার রূপেতে দিয়া আঁখি ॥



॥ ১৪৫

তোমার উপমা কেবল মা তুমি।
মুদিলে নয়ন ভূবন মোহন হেরি ॥
তোমার অসীম রূপ নিরুপম চরাচর গামী।
বেদাঙ্গে বেদান্তে তুমি ॥
নিরাকার উপমা কেবল নিরাকার,
সাকারেতে আবার প্রসার সংসার,
তোমাতেই তুমি ॥

মা উপমা সে
তোমার করিব ভ্রান্ত চিতে,
উমার আর উপমায় কি ভেদ জগতে,
তুমি বিশ্বময়ী শিবে শিবের মতে ॥
সোহং বেদে অহং ভেদে ;
চিন্ময় শরীরে চিন্ময়ী ।
জননী হিরন্ময়ীরূপে মহিষমর্দ্দিনী,
নিশুম্ভ সংহারে নৃমুণ্ডমালিনী,
তোমাতেই তুমি ॥

ভৈরবী ॥ ১৪৬

বুঝবে কে পাগলের খেলা ।
পাগলে করছে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা।
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সবাই,
নাচে গায় সঙ্কীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ ।
নিতাই পাগল অদ্বৈত পাগল রে,
পাগল রে তার সঙ্গের চেলা ॥
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না ।
এক পাগল, রূপ সনাতন আদি ছয় জনা ।
তারা স্বর্গ-শয্যা ত্যজ্য করে রে
ভূমি শয়ন গাছের তলা ॥

পাগলের হাট বাজার পাগল সকল দোকানদার।
কেউ করে দুনো ব্যাপার, কেউ হারায় মুলে।
গোঁসাই স্বরূপচাঁদে বলে রে,
হেলায় হেলায় গেল বেলা॥



॥ ১৪৭

কেন দাবা খেলতে এলি বল।
ক্রমে কমে যে তোর এলো বল॥
ছি ছি না জেনে চাল হলি বেচাল রে,
ও তোর বিপক্ষ হল প্রবল॥
যে তুই বড়ের লোভে চাল্লি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা,
পড়ে উঠনা কিস্তী মলো কিস্তী রে,
ঐ দেখ হাসছে তোর বিপক্ষ দল॥
যে ঘোর ছয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসো বল্লে যেতে যায় সে যে,
আর কি পথ আছে,
শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে,
দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল॥
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হল না, জোর পেলে না, এল না ফিরে,
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজা যে হল পাগল॥

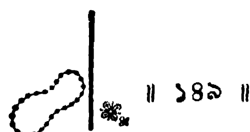
এবার বাঁচবি কিসে পঞ্চ পক্ষের
যখন শত্রু এসে ধরবে ঠেসে করবে কিস্তি মাৎ,
এ দীন বাউল বলে কল কৌশলে রে।
ও তুই এই বেলা চাল মাতে বল ॥



১৪৮

বৃথা ভবে খেলতে এলি তাস।
ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ ॥
এমন কাগজ পেয়ে, অলপ্পেয়ে রে
কেন ডাকলিনে ইস্তক-পঞ্চাশ ॥
হাতে রং থাকতে তুই খেল্লি একি রূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মারতেছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পাবি আর,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ ॥
হেসে কিস্তী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে গোছ
কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলা হারালি হেলায় রে,
করিস হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ॥
ও যে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস দশ দিলি ঘুস
গোলাম না মেরে,
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে,
শেষে পাবি নে আর অবকাশ ॥

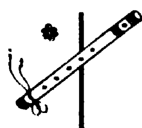
যখন তিন কুড়ি সাত দেখাতে কবে,
তখন কি দেখাবি খাবি খা-বি চক্ষু স্থির হবে।
এ দীন বাউল বলে চল্
হরি বলে রে,
শেষে পুরবে যে তোর বুকে বাঁশ॥



॥ ১৪৯ ॥

আর কি এবার ভাবনা রে আছে।
নথী ফুল-বেঞ্চ পেশ হয়েছে॥
যাবে লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে,
আছে যে সহায় আমার পাছে॥
যারে মাল মহলের কল্লেম ম্যানেজার,
করে জবর দখল, সোনার মহল, করলে ছারখার,
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে
তাইতে অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল,
আপনি গ্রাউণ্ড লিখে
দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল,
করবেন মিত্র জজে বিচার নিজে রে;
কিসের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে॥
হাকিম দীন দরিদ্র জানেন আমারে,
দয়াল নামে যে প্রকার নালিশ
এবার চোলবে পাপরে,
ও সে যে আদালত বুঝবে হালৎ রে,
আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে॥

আছে সব প্রিপেয়ার নৈলে আর,
ব্যস্ত শ্রীবি কৌসিলের সে নজীর এসে রে,
আমার তমাদি দোষ কেটেছে ॥
বলে দীন বাউলে ভাবছো কিরে মন,
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীল নট
নাই তোমায় মোচন,
বসলে খরচার দাবী পয়মাল হবি রে,
আবার দায়সনে চার্জ রয়েছে ॥



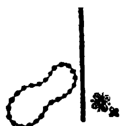
॥ ১৫০

মন না হলে সোজা, ফকির সাজা
কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা।
ফকিরের সজ্জা ধরে, নৃত্য করে,
করছ ধর্ম্মের আলোচনা ॥
তুমি যে আপন কাজে বেঠিক নিজে
পরকে কি বুঝাও বল না ॥
তুমি যে কত গান গাও পরকে বুঝাও,
নিজে কেন তা বোঝ না ॥
নিজে না বুঝলে পরে অন্য পরে
বুঝবে কেন তা ভাবনা ॥
কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর
ভাল হও রে সর্ব্বজনা।
নিজে না হলে ভাল পরকে ভাল
কর্ত্তে ভাব তা হবে না ॥



॥ ১৫১ ॥

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন
আপন কাঁদন ত কাঁদ না।
টোকাহীন হলে নাড়ী যুক্তি করি,
খুঁজবে দড়ি পাট বিছানা॥
শুনলে তোর ঘরঘড়ী বোল, বলবে সকল,
শীঘ্র ধরে বাইরে নেনা।
মন রে তোর আত্মজনে বাইরে এনে,
দেখবে কিছু আছে কি না॥
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,
বলবে আছে নাম ডাক না।
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে,
খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি জনা॥
ফিকির চাঁদ ফকির বলে, এদিন পেলে,
ঘোচে তার ভব ভাবনা।
অন্তিমে কলসী কাচা, বাঁশের মাচা,
বুঝিবা রে তাও মেলে না॥



॥ ১৫২ ॥

দোকানি ভাই দোকান সার না।
কত করবি বেচা কেনা॥

ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশালা চোর ছ'জন নিল। (দোকানি)
ও তোর ঘরের মাঝে, (ও রে ও দোকানি)
ও তোর ঘরের মাঝে সিঁধ কেটেছে,
তাও কি একবার দেখ না ॥
পরেরে ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি,
(দোকানি) ও তোর মহাজনের ; (ওরে ও দোকানি)
কি করিবি, তাগাদার দিন বল না ॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যথা,
দোকানি তিনি বড় দয়াল—
তার মত আর দয়াল নাই রে,
শুনলে আওহাল, তোরে নিদয় হবে না ॥



॥ ১৫৩ ॥

কার হিসাব লিখছিস বসে মনের খোসে,
আপনার কাজ মুলতুবি রেখে।
ও রে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চোখে দেখছিস চোখে ॥
তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস রে ঠিক,
আপনার বেঠিক দেখ ঠিকানা ॥

লিখছিস পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে ॥
পাগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল
আপনার ভাল না বোঝে কে,
শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে,
নিকেশে ঠেকবি যেদিন, বুঝবি সেদিন,
সরবে না তোর বাক্য মুখে ॥
ফিকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে,
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,
তবেই নিকেশ দিবি সুখে ॥



॥ ১৫৪ ॥

ভাইরে কে তুমি এই শ্মশান শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে হায় কে তোমায় দিল বিদায়
ভাইরে যদি হও মুলুকের বাদ্‌শা,
তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল কল কৌশল,
সে সকল এখন কোথায় ॥
ভাইরে তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
সে সকল এখন কোথায় ॥

ভাইরে তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
এখন কারে দিয়ে তুমি সাজলে সন্ন্যাসী,
তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী জুড়ি এখন কে হাঁকায় ॥
ভাইরে যদি হও তুমি মান্যমান,
কুল মর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান,
তোমার সে মান্য কৌলিন্য প্রাধান্য এখন কোথায় ॥
ভাই রে যদি হও দীন হীন কাঙ্গাল,
তবে ধনীর ঘরে যত খেয়ে গাল,
ভিক্ষা করেছ, কেঁদেছ, এখন কে জ্বালা নিবায় ॥
কাঙ্গাল বলিছে কাঙ্গাল ধনবান,
শুন শ্মশানে হয় সকলে সমান,
জাতি কুল বিচার অহঙ্কার কোন বিচার নাই তথায় ॥



॥ ১৫৫ ॥

পাখী মোরে সেই কথাটি বল না।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা,
করব করতে পারি না ॥
অতি প্রভাত কালেতে বসে গাছের ডালেতে,
তুই উর্দ্ধমুখে ডাকিস কারে মনানন্দেতে।
তারে না ডাকিলে, প্রভাতকালে
সুধা পেলেও গিলিস না ॥
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন, কোথা বল না আমারে ;
যে জন এমন দাতা বল সে কোথা,
শুনব তা আজ ছাড়ব না ॥

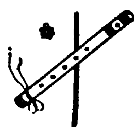
তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে ;
আবার ডিম্ব হলে তায় তা দিলে
কে বলে হবে ছানা ॥
ফিকিরচাঁদ কয় মাদিরে
অশেষ পাখী বলিরে,
বল্লে না সে কোথা পাখী গেল উড়িয়ে,
তবে কোথায় যাব কায় ডাকিব
কেউ যে কথা বলে না ॥



॥ ১৫৬ ॥

বাড়ীর গিন্নি আজ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে জাত বেহারার কাঁধে চড়ে খাটুলীতে শুয়ে ॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কলসী পাকাইলে তেলে আর ঘিয়ে ॥
সোনা রূপার গয়না গাঁটি,
বাসন কোসন ঘটী বাটি,
এই যে খাট বিছানা শীতলপাটী,
রেখেছে সাজায়ে ॥
রেখে হাঁড়ি কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো, ডালা, খৈচালা,
রেখেছ টাঙ্গাইয়ে ॥
গৃহস্থালীর যত আসবাব,
কিছুর তো রাখ নাই অভাব,
আহা ক্রমে ক্রমে করেছ সব কত কষ্ট সয়ে ॥

ঘরকন্নার জিনিষ যত, রাখতে ধরে প্রাণের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাতো অপচয়ের ভয়ে ॥
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি থাকতে বলতে সব বাড়ন্ত
চক্ষুলজ্জা খেয়ে ॥
সদাই বলতে আমার আমার,
আজ কিছুই তো হলো না তোমার,
আহা কেবল ম'লে পন্ দুই চার
চাবির বোঝা বয়ে ॥
পাগল বলে হরি হরি,
সব ফেলে যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ী,
যাও না দুটো নিয়ে ॥



॥ ১৫৭

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই ॥
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি,
যে খেলে সে ঝুরছে তাই ॥
কানে কানে দোকান ভরা.
হরিনাম-মনোহরা, তাপিত প্রাণ শীতল করা,
সুধাপারা যত খাই ॥

যাতায়াত সহজ সোজা,
বইতে নাম ভার বোঝা,
হরে শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে ছাই ॥
ভাব রসের কারবারী,
না জানে দোকানদারি,
যে খায় একার তারি,
প্রেমের বলিহারি যাই ॥
সম্মুখে সাজান মাল,
ধরতে ছুঁতে নাই বেমাল,
দোকানী এমনি সামাল,
খুঁজলে হাতে পাতে নাই ॥



॥ ১৫৮ ॥

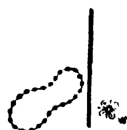
সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা ভাঙ্গলো নাকো ঘুমের ঘোর ॥
মিছে দেহের গুমোর করোনা,
কোন দিন পাখি পালিয়ে যাবে
তাওতো জান না, (রে ক্ষেপা)
ওরে তখন খাঁচা পড়ে রবে।
থাকবে না তার ঠিকানা তোর ॥
যখন খাঁচার পত্তন করেছে,
পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত করেছে,
রে ক্ষেপা, ওরে সিঁধ কাটিতে ছুয়ার কাটে,
ঘরের ভিতর ঢুকবে চোর ॥

ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে,
বৈদ্য এনে বসাইবে চারিভিতেতে, (রে ক্ষেপা)
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা,
তখন হবে বাজী ভোর ॥



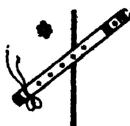
॥ ১৫৯ ॥

আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর
আগুন বার কর ছাই নেড়ে।
যদি দৈবযোগে জন্মালে,
আগুন কেউ কেউ বলেরে ভাই
পোড়া শোলার গুণ মজুত আছে পাথরে ॥
রয়না আগুন পাকা দালানে,
মাটির ঝিক তার নড়ে আগুনে,
আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে রে ভাই,
আগুন নামে সব হরে ॥



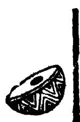
১৬০ ॥

মানে না আসল নামা,
আমায় বাতিল করে তাড়িয়ে দেছে।
মহলের ছ'জন প্রজা,
তারা কেউ নয়কো সোজা,
মানে না ব'লে রাজা,
বেড়ায় কেবল কথা বেচে ॥
যে সব জমি ছিল তাজা,
গায়ের জোরে বেড়ায় নেচে ॥



॥ ১৬১ ॥

বানিয়েছে পাঁচ ভুতে এই বাংলাখান।
খাড়া রয় চৌদ্দ পোয়া পরিমাণ ॥
বেঁধেছে ঘর, কাটকুট তার কে করে গনন,
ঘরের সহস্র বন্ধন, (হায় রে হায়)
আবার দুই খুঁটিতে ঘর তুলেছে
করবে কত ফুলবাগান ॥ (ভোলা মন)
এক ছাওনে কাজ সেরেছে এমনি কারিকর,
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর, (হায়রে হায়)
গৃহী নয়রে ইতর, ঘরের ভিতর
পরম পুরুষ, বিরাজমান ॥ (ভোলা মন)
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা মনোহর,
ঘরের কারচুপি বিস্তর ;
এ ঘর বাঁধে যারা ভাবে তারা ; (এ ঘরের)
মানুষ যখন পালিয়ে যান ॥



॥ ১৬২ ॥

ঠক বাছতে হয় গ্রাম উজোড়।
এখন কলি যে হয়েছে ঘোর ॥
মনে মনে সঙ্গোপনে ভেবে দেখ সবাই চোর
খুঁজলে পরে দেখতে পাবে
সকল ঘরে নেশাখোর ॥

দোষ করিলে হয় নাকো দোষ
যাদের আছে টাকায় জোর,
হিন্দুতে গোমাংস খাচ্ছে,
যবনেতে খাচ্ছে শোর ॥
জাতি ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম
পাপে সব হয়েছে ভোর ॥
জাতি রাখতে চাচ্ছ কি মন
জাতি কি আর আছে,
হরির চরণ কররে সাধন
সর্ব্ব ধর্ম্ম এবাব হয়েছে,
যমের শির খাটবে না জোর,
মানুষেই মানুষ আছে,
হরির চরণতলে জানটা গেলে,
ঘুচবে জ্বালা সকল তোর ॥



॥ ১৬৩ ॥

কলিকালে সবাই হলো নেশাখোর
(ও মন) ঠক বাছ্তে হয়
গ্রাম উজোড় ॥
টাকাকড়ি বেশ্যাবাড়ী
সকল গে পরে ॥
ঘরে অন্ন জোটে না তায়
ঘরের মটকা দিয়ে
কাক গলে যায় ॥

ঘরের তার নাই দরজা নাই আগড় ॥
বাবু ছড়ি হাতে বোরোয় পথে,
আতর দে গায় ফিট বাবুটি হয়ে,
মায়ের মাথায় তেল জোটে না,
খেতে পায় না যেন চোর ॥



॥ ১৬৪

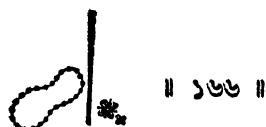
শক্তি পূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হত, চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না ॥
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়,
শক্তিপূজা হয় না।
এক মনোবিল্বদল,
ভক্তি গঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা ॥
দিলে আতপ অন্ন কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলে না।
কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে একান্ত ধুপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা ॥
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি-লন-না।
যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস্ বাসনা ॥

কাঙাল কয় কাতরে
জাত বিচারে শক্তি পূজা হয় না,
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না॥ (ও ভাই)



॥ ১৬৫ ॥

তোরা আয় রে পুরবাসীগণ।
আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে
এসেছে পতিতপাবন॥
ভবের মেলায় ধূলা খেলায়,
কাটাস্‌নে জীবন-রতন।
তোদের পাপ তাপ দূরে-যাবে
সফল হবে জীবন॥
তোদের কাঙাল হেরে রৈতে নারে,
এসেছেন কাঙ্গাল শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভব পারে
সবে করিগে গমন॥
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে
পুজি ঐ অভয় চরণ॥



॥ ১৬৬ ॥

মা তোরে আর ডাকব কত।
আমার কষ্টে প্রাণ হল ওষ্ঠাগত ॥
কানের মাথা খেয়ে শুনিস না মা তা কি,
পাষাণ নন্দিনী ভুল্লি মমতা কি,
পাসরি সন্তান পাষাণের মত ॥
যে তোর শঙ্করি হয় আশার দাস,
সর্ব্বনাশী তার কর সর্ব্বনাশ,
হরিশ দীনহীন পরাস তায় কোপীন,
এই তো মা তোর করুণা যত ॥
যাবে দিন, দিন রবে না তারা,
জানা গেল কেবল তারা নামের ধারা,
দুর্গা নামে মুক্তি এই শিব উক্তি,
হরিশের ভাগ্যে হল তা হত ॥



॥ ১৬৭

কি শোভা শ্যামের বামে-
রাধা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী ॥
আ মরি কি অপরূপ,
নিরখি যুগল রূপ,
কি কব তার স্বরূপ,
তুলনা না জানি ॥

মদনমোহন অঙ্গ ললিত কাল ত্রিভঙ্গ,
রাধা রূপে আভা অঙ্গ হলো গোরা,
রামচন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস,
থাকি দিবা রজনী ॥



১৬৮

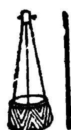
বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদ
সংসার বনেরি মাঝে,
ভয়ে প্রাণ করে কেমন ॥
মায়ায় ভুলে আছ মন,
চিনলাম না গো তুমি কি ধন,
নাহি জানি ভজন পূজন ॥
বৃথা গো ধরি জীবন,
আমরা তুর্বল মেয়ে,
আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার প্রিয় দেখা দিয়ে,
কর গো সাধ পূরণ ॥



॥ ১৬৯ ॥

নিমাই কোন প্রাণে আমায়
ছেড়ে হরি সর্ব্বত্যাগী।
উদাসীন বৈরাগী-নিদারুণ,
কথা শুনে প্রাণ বিদরে।

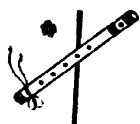
একে বিশ্বরূপের বিরহ, অনলে
চিরদিন আমার
শোকে অঙ্গ জ্বলে,
তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে,
বাঁচব কেমন করে ॥
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা রবে,
সোনার সংসার মোর ছারখার হবে,
অনাথিনী মায়ে পাথারে ভাসায়ে,
যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে ॥



॥ ১৭০ ॥

মন কবে তুই যাবি ঢাকা
ও তোর কামানলে জ্বলছে হিয়া
রবে না কৌপীনে ঢাকা ॥
যখন ঢাকায় এসেছিলে,
ঢাকাই কথা শিখেছিলে,
এখন কটাক্ষে কলিকাতা আসি
কথা বলিস বাঁকা বাঁকা ॥
হয়েছ হৌসের ব্যাপারী,
ছয়জনা তার ওজন দাঁড়ি,
ও মন চিনলি না তুই কাঁটা দাঁড়ি,
কঠিন হলো তবিল রাখা ॥

পাকা বস্তু ঢাকা রেখে,
তুলেছ কোন বস্তা দেখে
গোলমালে ডেকে,
আসল বস্তুর পাই না দেখা ॥

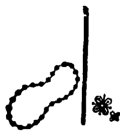


॥ ১৭১ ॥

কোথায় গেলে রামমোহন ওহে ভারতভূষণ
স্মরিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন ॥
ধর্ম্মবীর শুদ্ধচিত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
জ্ঞান প্রেমে বিভূষিত
সুকবি তুমি স্বজন ॥
সতী-দাহ নিবারিতে, অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে,
করেছিলে প্রাণপণ ॥
ধর্ম্ম সাধনের আশে,
পার হলে অনায়াসে,
পদব্রজে হিমগিরি করে অসাধ্য সাধন ॥
করিতে ধর্ম্ম প্রচার,
গেলে সপ্ত-সিন্ধু পার,
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন ॥
এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয় নাম উচ্চারণ ॥

 ॥ ১৭২ ॥

হলে কেন ভ্রান্ত, ওহে প্রাণকান্ত
রামকান্ত গোলক বিহারী।
ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র,
চন্দ্রচূড় যাঁর লাগি জটাধারী ॥
দয়াসিন্ধু রামের চরণ পরশিলে,
পাষাণ মানব হয়, জলে ভাসে শিলে,
তুমি নাথ কীর্ত্তি লঙ্কাতে রাখিলে,
বংশ নাশ তার সীতা করলে চুরি ॥
নারী হয়ে আমি দেই উপদেশ,
রামের প্রতি ত্যজ বিষম বিদ্বেষ,
নইলে নাথ তোমার হল আয়ু শেষ।
কালরূপী রাম স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥

 ॥ ১৭৩ ॥

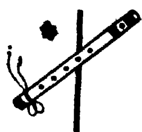
তোমারই মধুর রূপে ভরেছে ভুবন।
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন ॥
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাশি ;
রূপরাশি বিকশিত কুসুম বন ॥

তোমা পানে চাহি সকলি সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমায় হেরিয়া ফিরি নিরন্তর।
তোমারি প্রেম চাহি।
সঙ্গীত তোমারি পানে।
গগনপূর্ণ প্রেম গানে,
তোমারি চরণ করেছে বরণ,
নিখিল জনে॥



১৭৪॥

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ।
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত॥
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হ'য়ে ক্ষুদ্র
এই কণ্ঠ ল'য়ে আমিও
দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥
কিছু নাহি চাহি দেব
কেবল দর্শন মাগি তোমারে শুনাতে গীত॥
এসেছি তাহারি লাগি,
গাহে যেথা রবি শশী,
সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥



॥ ১৭৫ ॥

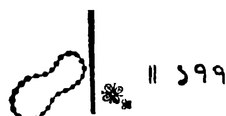
সে আমায় পাগল ক'রেছে প্রাণে।
আর কি পাইব আমি সে বিধুবদনে ॥
যদি কোনক্রমে দেখা হয় তারি সনে,
বলিব হাতে ধরি মিনতি বচনে ॥
যদি না শুনে তায়,
ধরিব তাহারি পায়,
রাখিব না এ জীবন
তখনি মরিব প্রাণে ॥



॥ ১৭৬ ॥

দেখা হ'লে তারি সনে
আমার কথা বলো বলো।
যে যাহারে ভালবাসে,
তারে কি কাঁদান ভাল ॥
আমি মরি যার তরে,
সে ভাল বাসে না মোরে,
তথাপিও আমি তারে
এখনও যে বাসি ভাল ॥

যার লাগি সর্ব্বত্যাগী
সে স্মরে কি মম লাগি ;
ব'লো তারে তারি তরে ;
ত্বরায় ঘেরিবে কাল ॥
ব'লো তারে আমার কথা,
শুনে যেন পায়না ব্যথা,
আমি মরি কারাগারে
সে আমার থাকুক ভাল ॥



॥ ১৭৭

ও গো ললিতে গো, তোরা দেখে যা গো,
রাই কেন এমন হল ।
কইতে কইতে কৃষ্ণকথা,
এলোথেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আছে কি ম'লো ॥
ডুবে শ্যাম সাগরে যদি প্যারি মরে,
রাই বধের ভাগী কে হবে,
ধরা-ধরি করে তোল ।
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরিধ্বনি শুনে ধনী উঠে দাঁড়াবে ॥



॥ ১৭৮ ॥

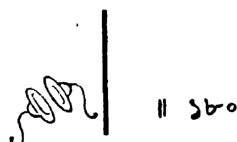
প্রাণের প্রাণ পড়লো ধরা
বলে গেল সোনার পাখী
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা
চোখে চোখে রইল বাকি ॥
নয়ন কোণে চাবি যত,
বাণ খাবি বাণ হানবি তত,
নীরবে প্রাণের কথা
আঁখির সনে করে আঁখি



॥ ১৭৯ ॥

শুন শুন গুণবতী রাই।
তোহে বিনু আকুল কানাই।
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফট যামিনী জাগি ॥
ক্ষীণ তনু মদন হুতাশে,
তেজই উতপত শাসে,
চিত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝএ কেহ ॥

পুছিতে কহএ আধ ভাখি,
নিঝরে ঝর এ দুন আঁখি
জ্ঞান কহএ তোহে সার।
করহ গমন উপচার ॥

 ॥ ১৮০

শ্রীরাধিকা নামে নারী,
কে আছে বৃন্দাবনে।
সেই সাধ্বী আদ্যাশক্তি মুক্তি তার দরশনে ॥
সেই নারী রমণীর শিরোমণি রুদ্রের রুদ্রাণী,
রক্তবীজ রণস্থলে আরক্ত রূপিনী,
তিনি রামায়ণের রক্ষা হেতু রঘুনাথের রাণী,
রামলীলা রসে এখন রাধিকা রঙ্গিনী,
রমানাথ রামা তিনি,
রুক্মিণী রসবতী রাসেশ্বরী রজনী রাই।
তিনি রমাবতী, যারে ঋষিতে
রসনা হৃদে রাধা রাধা রটে,
রাজার নন্দিনী রাই রঙ্গিণী জাপটে।
রাই ধনী বলে সবে ধনী করে ধ্বনী
ধুমাবতী ধর্ম্মবতী তিনি সুরধুনী।

যে ধ্বনী শুনিলে পরে
কোকিল ত্যজে রব
সে ধ্বনির তুলনা ধনি কে এমন
ধনী, ধরণীধরের ধনী ধ্যানধারিনী ॥
ধন্য ধন্য নাম ধরে সতী প্রেম ধনী,
যাহার অধরে হেরি শশধরে,
এ ধারায় এমন ধারা অন্যে কেবা জানে ॥



॥ ১৮১ ॥

কি কর কি কর শ্যাম নটবর
যাই সব নিজ কাজে।
আমরা গোকুলের গোপ ললনা,
তুমি মনে কি তা জেনেও জাননা,
ছলনা ছাড় না, ছু'ওনা ছু'ওনা,
মরি মরি হরি-লাজে ॥
চপল নয়ন শর বরিষণ,
ক'র নি হৃদে বাজে ॥
মিনতি করি করে ধরি হরি,
ক্ষমা কর পথমাঝে ॥
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ,
ক'রো না কখন রমণী সঙ্গ,
সর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ,
হেন কি তোমারে সাজে ॥



॥ ১৮২ ॥

নাচিয়ে গাইয়ে বংশী বাজায়ে
নটবর যদুরায়।
সহ ধেনুগণ প্রফুল্ল বদন
চঞ্চল পদে ধায় ॥
যুগল চরণ রাজীব রাজে,
মৃদুল মধুর নুপুর বাজে,
মাথায় মোহন চূড়া,
রবি করে শোভা পায়
বাজায়ে বিনোদ বিনোদ বাঁশী,
রাধিকা হৃদয় করে উদাসী,
মোহিত সব গোকুলবাসী,
গোকুল নীরব তায় ॥



॥ ১৮৩ ॥

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেম সাগরে উঠল তুফান,
থাক্‌বে না আব কুল-মান ॥
(মন মজালে গৌর হে)
ব্রজ মাঝে রাখলে সাজে চরালে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর মন,

ধরে গোবর্দ্ধন রাখলে বৃন্দাবন ;
(আবার) মানের দায়ে, ধরে গোপীর পায়ে,
ভেসে গেল চাঁদ বয়ান ॥
মন মজালে গৌর হে ॥



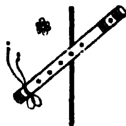
॥ ১৮৪ ॥

মন একবার হরি বল,
হরি বল হরি বল ।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল ॥
হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষ ফল ।
জলে হরি স্থলে হরি চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি বল রে ঘন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল ॥
তুর্ব্বলের বল হরি অধম তারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত বৎসল ॥
ভক্তিরস পান করি যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল ॥
হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি হরি ভরসা কেবল ॥
পাষণ্ড দলন হরি নাস্তিকের দর্পহারী ;
যাহার পুণ্য প্রতাপে কাঁপে পাপী অসুরদল ॥



॥ ১৮৫ ॥

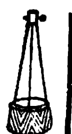
হে দে গো নন্দরাণী
(আমাদের) শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
(আমাদের) শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
(হের গো) প্রভাত হল সূর্য্য উঠে
ফুল ফুটেছে বনে ;
(আমরা) শ্যামকে নিয়ে গোঠে যাব,
আজ করেছি মনে,
(ওগো) পীত ধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়
(তার) হাতে দিও মোহন বেণু নুপূর দিও পায়,
রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচব মোরা সবাই মিলে,
বাজবে নুপূর রুনু ঝুনু বাঁশের বাঁশী
বনফুলে গাঁথব মালা পরিয়ে দিব—
শ্যামের গলে, মধু বনে ॥



॥ ১৮৬ ॥

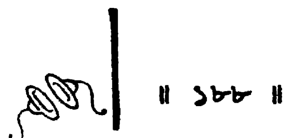
হৃদয় বন্ধু বিহনে, সকলি আঁধার রে।
লোকারণ্য মাঝে একা প্রাণ কেঁদে উঠেরে
আত্মীয় কুটুম্বগণে, চাহিনে আর চাহিনে,
কপট প্রণয়ে মন তৃপ্তি কি আর হয় রে ॥

স্বার্থের সম্বন্ধ যত, ভাই বন্ধু দ্বারা সুত,
কেউ নয় আপনার ; সব মাথায় বিকার রে ॥
মনের মানুষ পেলে, রাখি তারে হৃদ কমলে,
উভয়ে প্রেমেতে গলে, এক হয়ে যাইরে ॥
সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে তারে, ভালবাসি প্রাণ ভরে,
ইহ পরলোকে তার সঙ্গে বাস করি রে ॥



॥ ১৮৭ ॥

মনের মরম কথা শুনলো সজনী।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কিবা রূপে কিবা গুণে,
মন মোর বান্ধে,
মুখে না নিঃসরে বাণী
দুটি আঁখি কান্দে,
চিতের আগুনি কত,
চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ,
কারে কি বলিব ॥
কোন বিধি সিরজিল, কুলবতী বালা,
কেবা না করে প্রেম ক'রে এত জ্বালা।
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব ॥



॥ ১৮৮ ॥

আসবো বলে গেছে চলে,
আসা তো আর হ'লো না।
চখের জল দেখে গেল,
মুছে তো আর গেল না॥
জীবন-কূলে সারারাতি,
জ্বালিয়ে বসে আশার বাতি,
কত তরী বয়ে গেল,
আমার সুখের তরী এলো না



॥ ১৮৯ ॥

মন বুঝে না মনের কথা,
বুঝায়ে দেয় লো আঁখি।
হৃদয় খোলে অমনি ভোলে,
শিকল পরে আপনি পাখী॥
হৃদিচাঁদ হৃদে ফেরে,
রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশী মন পিয়াসী,
হয় লো সুধীর মাখামাখি॥

কমল বড় ভালবাসি
তাইতে বলে কমলিনী,
আদরিনী যার আদরে
তারি তরে বিদেশিনী,
পতি মোর বনমালী
গাঁথেন হার ঘুমায় থালি,
দেয় গো দেয় ভাসিয়ে আমায়
তাই ত থাকি একাকিনী ॥



॥ ১৯০ ॥

মন চল যাই শীকার করি,
দুর্গানাম স্মরণ করি।
যাইতে হইবে ওরে
ব্রহ্মপুত্র দিয়ে পাড়ি ॥
শুনেছি তথায় নাকি
বন্যজন্তু ভুরি ভুরি।
বিবেক বন্দুক ধরি,
সাবধানে দৃঢ় করি ॥
ভক্তি নিশানা করে,
মার গুলি লক্ষ্য করে,
মন বাঘ, কাম ভল্লুক
এই দুটা হয় শত্রু ভারি ॥

এটাকে বধ করতে লাগে
গুরুদত্ত বন্দুক আট নম্বরী ॥
হিংস্র জন্তুর বিভীষিকাতে
পেওনা ভয় সাবধান করি ।
রেখ বিপদ কালে সূর্য্যকান্তে
ওগো মা দিগম্বরী ॥



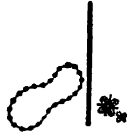
॥ ১৯১ ॥

ওহে তোমার নাম বিনে,
ভরসা আর দেখিনে ।
কিবা সুমধুর নাম, আনন্দ রসের ধাম,
নামে পূর্ণ মনস্কাম জীবে যম জিনে ।
নাম দুর্ব্বলের বল,
নিঃসম্বলের হয় সম্বল,
নামে তরে যায় কেবল অধম দীন হীনে ॥
নাম রসের রসিক যারা,
নাম রসপানে মত্ত তারা,
হয়ে বাহ্য জ্ঞানহারা, রয় নিশি দিনে ॥
মিত্র কয় যা অসম্ভব,
নামের মহিমা কিবা কব, কইতে জানিনে ॥



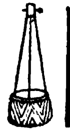
॥ ১৯২ ॥

গুলি হাড় কালী, মা কালীর মত রং।
টানলে চিটে, বেচায় ভিটে,
বানায় যেন, চুঁচড়োর সং ॥
থেলো হুঁকো কল্কে ভাঙ্গা,
পাঁচপো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা,
কলসীর কাণায় হুকোর সেঙ্গা
মরি কি বৈঠকের ঢং ॥
হাত পা সরু পেটটা ফোলে,
কালী পড়ে ঠোঁটের তলে,
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথে চলে,
বাত বলে সব জবড় জং ॥
মুখে মারে মালসাট,
অর্থাভাবে মুড়ীর চাট,
নানা ভঙ্গি ঠমক ঠাট,
কথায় কথায় রেগে টং ॥
এই নেশাটি সর্ব্বনেশে,
ছিল ইহা চীনের দেশে,
চণ্ডু গুলির বড় পিসে,
জন্মস্থান এদের হংকং ॥
মগ বরেতে বর্ণয়ে ; নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে ;
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে,
সাহাজাদার সোনার পালং ॥



॥ ১৯৩ ॥

বল তুমি কার তরে ভূমে পড়ে কাঁদ।
উঠ উঠ ত্যজ ধরা পাষাণে পরাণ বাঁধ ॥
না শুনে আমার বাণী,
তুমি এ যন্ত্রণা পেলে রানী,
কেন হও বিষাদিনী,
পুরিল ত মনোসাধ ॥
ফিরে চল বৃন্দাবনে,
আকুল উদাস প্রাণে,
ঘুচেছে আমাদের সনে,
কৃষ্ণের সব সম্বন্ধ ॥



॥ ১৯৪

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে,
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন,
তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন ॥
মনে নাই দুখিনীর বেদন,
হয়ে যশোদার ছেলে ॥
জনকে যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছে জনক,
গোকুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে বেঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে ॥

বল তারে ভাল করে,
গিয়াছে খুব ভাল করে,
সুদন বলে ও দেবকি,
ওর কথা আর বলব কি ;
চিরকাল ত এমনি দেখি,
পাতকী তোমার ছেলে ॥



॥ ১৯৫ ॥

মুখের হাসি চাপলে কি রয়,
প্রাণের হাসি চোখ মেলে।
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়,
প্রেমের তুফান ঢেউয়ের ছলে ॥
লাজের শাসন মানে কি মন,
সরম ভূষণ নারীর বলে,
(ওলো) ব্যথার ব্যথী হয় লো যে জন
তারে কি ভুলাবি ছলে ॥



॥ ১৯৬ ॥

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মোহ ঝড়ে মায়া-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ॥

একশ একষট্টি

একে মন মাঝি আনাড়ি,
তাতে ছজন গোঁয়ার দাড়ী,
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি,
হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল,
ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হল বানচাল বল কি করি ॥
উপায় না দেখি আর ; অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার
দুর্গা নামের ভেলা ধরি ॥



১৯৭

আমি তারে চোখের দেখা দেখে আসি।
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি ॥
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশি,
না হেরে তার মুখশশী ॥
একে অবলা নারী
না পারি সহিতে আর
সখি একবার,
পারে না আসিতে,
চাঁদমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি ॥

বাউল গানের স্বরলিপি

বাউল গান

কথা ও সুর : গোপাল গোবিন্দ

॥ ১ ॥

এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল ন'দের মাঝে দ্যাখ্
সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, হেরবো রসের নব গোরা ॥
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা,
কৈলাসের শিব পাগল খেয়ে পাগল, ওরে সার করেছে ভাঙ্-ধুতুরা ॥
নিতাই পাগল, গৌর পাগল ; চৈতন্য পাগলের গোড়া।
অদ্বৈত পাগল হয়ে, (ভোলা মন) রসে ডুবে প্রেম এনেছে
জাহাজ ভরা ॥
গোপাল গোবিন্দের বচন-গোপালে শোন্ রে ক্ষ্যাপা, পাবি চরণ
জিয়ন্তে মরা জ্যান্তে মরা।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক নিয়ে, (ভোলা মন) নাম ভাঁড়ালে
বাউল ন্যাড়া ॥
ইমান পাগল, হোসেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা ;
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে মক্কায় করলে নমাজ পড়া ॥

[০ ০ স | নি ধ নি]
[০ ০ এ | সে এ ক্]

০ ০ স | স নি - স গ - | ম প - মপ গ - ম প -
০ ০ এ | সে এ ক্ র সি ক্ | পা গ ল্ বাঃ ধাঃ লে গো ল্

— ম মগ - | রে স - — নি - নি | স সগ রেগ — রে স -

— ন' দেঃ র্ | মা ঝে ঃ — ঝা থ্ সে | তো রাঃ ঃঃ — ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ

০ ০ প | গ গ ম — ম প - | প প - — প প নি | ধ নিস নি

০ ০ পা | গ লে র্ — স ং গে | যা ব ঃ — পা গ ল্ | হ বঃ ঃ

— ধ প - | - - - — প প ধ | প ম প — গ ম ম | পম গ স

— ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ — হে র্ বো | র সে র — ন ব গো | রাঃ ঃ ঃ —

০ ০ ম | গ রে স — নি নিগ গ | গ রে গ — রে স - | - - -

— ০ ০ ন' | দের মা ঝে — ঝা ঃথ্ সে | তো রা ঃ — ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ —

— ০ ০ ধ | ধ ধ নি — নি স - | নিস স -

— ০ ০ ব্রম্ | তা পা গল্ — বি ষ্ স্তু | পাঃ গ ল্

— সগ গ - | রে স - | নি নি - স সগ রেগ | রে স -

— আর্ এ ক্ | পা গ ল্ | না দে য়্ | ধ রাঃ ঃঃ | ঃ ঃ ঃ

— ০ ০ নি | নি নি - — নি স - | স স - — নি স নি | পানি ধপ -

— ০ ০ কৈ | লা সে র্ — শি ঃ ব্ | পা গ ল্ — খে য়ে ঃ | পাঃ গঃ ঃ

- - - | - প প — নি - নি | ধ প ধ — ম প গ | ম প - —

— ঃ ঃ ঃ | ল্ ও রে — সা র্ ক | রে ছে ঃ — ভা ঙ্ ধু | তু রা ঃ —

০ ০ ম | গ রে স — নি নিগ গ | গ রে গ — রে স - | - -

— ০ ০ ন' | দের্ মা ঝে — ঝা ঃথ্ সে | তো রা ঃ — ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ

॥ o o নি | স ধ নি | নি স - | স স - |
॥ o o নি | তাই পা গল্ | গো উ র | পা গ ল্ |

| o o গ | গ রে স | নি নি গ | গ রে গ |
| o o চৈ | তন্ ন্য পা | গ লে র্ | গো ড়া ঽ |

| রে স - | - - - | o o নি | নি নি - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | o o অদ্ | দ্বৈ ত ঽ |

| নি সঁ - | সঁ সঁ নি | নি নি ধ | নি ধপ - |
| পা গ ল্ | হ য়ে ঽ | র সে ঽ | ড় বেঽ ঽ |

| - - প | প প - | পানি - নি | ধ প - |
| ঽ ঽ ভো | লা ম ন্ | প্রেঽ ম এ | নে ছে ঽ |

| প মগ - | মপ প - | o o ম | গ রে স |
| জা হাঽ জ্ | ভঽ রা ঽ | o o ন' | দের্ মা ঝে |

| নি নিগ গ | গ রে গ | রে স - | - - - ॥
| ত্মা ঽথ্ সে | তো রা ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ॥

॥ o o ধ | ধ ধ নি | নি সঁ - | রেঁ সঁ - |
॥ o o গো | পা ল গো | বি ন্ দের | ব চ ন্ |

| o o সঁ | গঁ গঁ রেঁ | গঁ - - | - - রেঁ |
| o o গো | পা লে ঽ | শো ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ |

| মঁ - - | - - গঁ | গঁ - রেঁগঁ | রেঁ সঁ - |
| শো ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ | শো ন্ রেঽ | ক্ষ্যা পা ঽ |

| গ্ গ্ - | রে্ স - | নি্ - সগ্ | গ্ রে্ গ্ |
| পা বি ঽ | চ র ণ্ | জ্যা ন্ তেঽ | ম রা ঽ |

| রে্ স - | - - - | ০ ০ নি | নি্ নি্ - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ০ ০ য | ত স ব্ |

| নি্ স স | স স - | নি্ নি্ - | ধ্ প - |
| বৈ রা গী | বৈষ্ ন ব্ | ভে ঽ ক্ | নি য়ে ঽ |

| - - প | প প - | নি্ - নি্ | ধ্ প - |
| ঽ ঽ ভো | লা ম ন্ | না ম্ ভাঁ | ড়া লে ঽ |

| মপ গ - | মপ প -, | ০ ০ ম | গ্ রে্ স |
| বাঽ উ ল্ | ন্যাঽ ড়া ঽ | ০ ০ ন’ | দের্ মা ঝে |

| নি্ নিগ্ গ্ | গ্ রে্ গ্ | রে্ স - | - - - ||
| ন্যা ঽখ সে | তো রা ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ||

| ধ ধ্ - | ধ্ নি্ - | স গ্ - | রে্ গ্ - | - - - | - - - |
| ঈ মা ন্ | পা গ ল্ | হো সে ন্ | পা গ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| রেগ্ মগ্ - | রে্ স - | রে গ্ - | রে্ স - | নি নি - |
| ঽঽ ঽঽ ঽ | ঽ ঽ ল্ | আর এ ক্ | পা গ ল্ | না দে য় |

| স সগ্ রেগ্ | রে্ স - | - - - | নি্ - স | স স - |
| ধ রাঽ ঽঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | তি ন্ পা | গ লে ঽ |

নি	-	নি	ধনি	ধ	প	নির্স	নি	-	ধ	প	-
যু	ক্	তি	কোs	রে	s	মক্	কা	য়্	কর্	লে	s

মপ	গ	-	মপ	প	-	০	০	ম	গ	রে	স
নs	মা	জ	পs	ড়া	s	০	০	ন'	দের	মা	ঝে

নি	নিগ	গ	গ	রে	গ	রে	স	-	-	-	-
স্থা	sখ্	সে	তো	রা	s	s	s	s	s	s	s

॥ ২ ॥

পদ ও সুর : নবমী দাস ক্ষ্যাপা

হৃদয়-পিঞ্জরে বস পাখি,
রাধা-কৃষ্ণের নাম বলো না।
আমি বলি নাম, তুমি শোন না ;
তুমি বলো নাম, আমি শুনি না ॥
হৃদয়-পিঞ্জরে বসি'...
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে
আঠাশ অক্ষরে দাও না ছেড়ে।

রাধা কৃষ্ণ চার অক্ষরে
সাধু জপে নাম, জীব জানে না ॥
হৃদয়-পিঞ্জরে বসি'…
ও-নাম জপ কর-জোড়ে,
পশু-জনম যাবে দূরে,
তবে মানব-আত্মা বসবে ঘটে,
স্বভাব যাবে—কিছুই অভাব রবে না।
হৃদয়-পিঞ্জরে বসি'…
ক্ষ্যাপা কহে মনের দুখে,
ও-নাম বলেই বা কে শোনেই বা কে ?
অজপা নাম পাবিরে কিসে,
মন মেলে, মনের মানুষ মেলে না ॥
হৃদয়-পিঞ্জরে বসি'…

প্রিয়ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

| ০ ০ স রেগ | - রে স - | - নি নি স | পস স স - | - - - - |
| ০ ০ হৃ দS | S য় পি S | S ন্ জ রে | SS ব সি S | S S S S |

- - প ধ | প -ম ম -গ | রেগ - রেস - | - - স রে | গ স রেগগ
S S পা খী | রা ৪S ধা ৪S | কৃS ষ্ নে৪ S | S র্ নাম্ ব | S লো নাS

- - | - - গারে রেগ | - - - - | - - রে স | - - স রেগ
S S S S | S S SS SS | S S S S | S S S S | S S হৃ দS

-রে স - । - নি নি স । পস স স - । ম ম ম গ । রেগ - রেস -
ঽ য় পি ঽ । ঽ ন্ জ রে । ঽঽ ব পি ঽ । হা ঽ ধা ঽ । রুঽ য্ নেঽ ঽ

- - স রে । - গ রে - । - - - - । - - - স । - - স রেগ
ঽ র্ নাম্ ব । ঽ লো না । ঽ ঽ ঽ ঽ । ঽ ঽ ঽ ঽ । ঽ ঽ হৃ দ্ঽ

-রে স - । - নি নি স । পস স স - ॥
ঽ য় পি ঽ । ঽ ন্ জ রে । ঽঽ ব সি ঽ ॥

॥ প ম গম গরে । রেগ - রেস - । স স রে গ । রে - - -
॥ আ মি বঽ লিঽ । নাঽ ঽ ঽঽ ম্ । তু মি শো ন । না ঽ ঽ ঽ

- - - - গরে রেগ -রে স । স স রেগ- রেস । স স রেস নি ।
ঽ ঽ ঽ ঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽ । তু মি বঽ লোঽ । না ঽ ঽঽ ম্ ।

- নিস স স । স - - - । ০ ০ ম প । নি ধ পধ প । মপ পম ম গ
ঽ আমি শু নি । না ঽ ঽ ঽ । ০ ০ হৃ দ । ঽ য় পিঽ ন্ । জঽ ঽঽ রে ঽ

গ রে রেগ - রেস । - - স রেগ । -রে স- । - নি নি স
ব ঽ সিঽ ঽ ঽঽ । ঽ ঽ হৃ দ্ঽ । ঽ য় পিঽ । ঽ ন্ জ রে

পস স স - ॥
ঽঽ ব সি ঽ ॥

০ ০ ম গ | রে রে গ রে — স - রে - | - স রেগ -
০ ০ যো ল | s না ম্ ব — ত্রি শ্ অ s | কৃ থ রেs s

- - গরে রেগ | - - গরে স — স স রে গ | - রে স - — - নি নিস স
s s ss ss | s s ss s — আ ঠাশ্ অ s | ক্ থ রে s — s s দাও না

- স স - — - - ম প | - প ধ - — - - প ধ | র্স নি নির্রে র্রেস
s ছে ড়ে s — s s রা ধা | s কৃষ্ ন s — s s চার্ অ | ক্ থ রেs ss

নিধ ধস সনি ধপ | ধনি ধপ প -ম — - নি ধ প | ম গ রেগ রে
ss ss ss ss | ss ss s ss — s সা ধু জ | পে s নাs s

স সস রে গ | রে - - স — রেগগ - রেস - — - - স রেগ |
ম্ জীব্ জা নে | না s s s — ss s ss s — s s হৃ দs |

- রে স - — - নি নি স পস স স -
s স্ পি s — s ন্ জ রে ss ব সি s

০ ০ ম গ | রে গ রে স — - - স রে | গ স রে -
০ ০ ও না | ম্ জ পো s — s s ক র | s জো ড়ে s

— - - - - | সরে গম মগ রেস — - - স রে | গ রে সরে স
— s s s s | ss ss ss ss — s s প ত্ত | s জ নs s

| নি স স স - স স - | - - - - | - - ম ম |
| ঽ ম্ যা বে | ঽ দূ রে ঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ত বে |

| ম প পধ সনি | - ধ প - | প নি নি ধ | ধ প ধপ ম |
| মা ন ঽঽ ঽঽ | ব্ আত্ তা ঽ | ব স্ বে ঽ | ঘ ঽ টেঽ ঽ |

| রে রে - রে | স স স - | - সস- রে গ | রে - - - |
| স্ব ভা ব যা | বে কি ছু ই | ঽ অভাব র বে | না ঽ ঽ ঽ |

| - - - - | সরে গম মগ রেস | - - স রেগ |
| ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ | ঽ ঽ হ্ দঽ |

| - রে স - | - নি নি স | পস স স - ||
| ঽ য় পি ঽ | ঽ ন্ জ রে | ঽঽ ব সি ঽ ||

|| ০ ০ ম গ | রে গ রেস - | - - স রে | ম গ রে - |
|| ০ ০ ক্ষ্যা পা | ঽ ক হেঽ ঽ | ঽ ঽ ম নে | বৃ ড় খে ঽ |

| রেগ মগ গরে স | - স স - | - - স রে |
| ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽ | ঽ ও না ঽ | ঽ ম্ ব লে |

| রেগ রে স - | - নি নি নি | নিস স স - | - - ম প |
| ঽই বা কে ঽ | ঽ ঽ শো নে | ঽই বা কে ঽ | ঽ ঽ অ জ |

- প প - | প র্স নি ধ | প পধ নির্স র্রের্স | নিধ ধর্স নিধ ধনি
ঽ পা না ম | পা ঽ বি রে | কি সেঽ ঽঽ ঽঽ | ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ

| ধপ ম - - | - পনি ধ প | ম গ রেগ রে | স - স স |
| ঽঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ মন্ মে লে | ম ঽ নেঽ ঽ | ঽ র্ মা মু |

| - রে গ রে | রে - - স | রেগ - গরে স | - - স রেগ |
| ষ্ মে লে ঽ | না ঽ ঽ ঽ | ঽঽ ঽ ঽঽ ঽ | ঽ ঽ হৃ দঽ |

| - রে স - | - নি নি স | পস স স - ‖
| ঽ য় পি ঽ | ঽ ন্ জ রে | ঽঽ ব সি ঽ ‖

॥ ৩ ॥

পদঃ গোপাচাঁদ

ভাল ক'রে পড়্‌গা ইস্কুলে।
নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে॥
সদর ইস্কুল জেলা নদিয়ায়,
হেড্‌ মাষ্টার দয়াল নিতাই
যেচে প্রেম বিলায়।
অধম ছাত্র জগাই মাধাই
(ভোলা মন) তা'দি'কে পাশ করালে॥

সেই ইস্কুলের নতুন পোষাক, ভাই,
তাতে পয়সা-কড়ি কিছুই খরচ নাই।
(ভোলা মন) চায় না চাদর ছাতা ছড়ি
ডোর-কৌপিন মালা গলে ॥
সেই ইস্কুলের দুষ্টু ছাত্র আছে ছয় জনা,
বারে বারে নিষেধ করি,
কাউরি কথা শোনে না ;
তাদের বশীভূত হ'লে পরে,
(ভোলা মন) 'প্রথম ভাগ' যাবি ভুলে ॥
আমার গোসাঁই ক্ষেপাচাঁদ বলে,
জ্ঞান-অঞ্জন দিয়ে পড়্ মন,
সাধুর ইস্কুলে।
ওরে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল—
ও ভাই, একবার নারায়ণ ব'লে ॥

॥ ০ ০ স | গ্ ম প । পম - গ্ | রে্ - গ্ম । গ্রে্ স - ¦
॥ ০ ০ ভা | ল ক রে । প ড়্ গা | ই স্ কুঽ । লেঽ ঽ ঽ ¦

- - । - - - | - প প । প - ধ্ | প ম -প । ম - ম |
ঽ ঽঽ । ঽ ঽ ঽ | ঽ নই লে । ক ষ্ ট | পা বি ঽ । শে ষ্ কা |

পম গ্ স । - - স | গ্ ম প । ম - গ্ | স - রে্ । গ্ম গ্রে্ স
লেঽ ঽ ঽ । ঽ ঽ ভা | ল ক রে । প ড় গা | ই স্ কু । লেঽ ঽঽ ঽ

। - - - ॥
ঽ ঽ ঽ

তাল ছাড়া ঃ

ধ্ ধ্ ধ্ নি্ নি্স সরে্ গ্ রে্ স— ।
স দর্ ইস্ কুল্ জেলা নs s দি য়া—য়

স স স রেগ্ রেগ্ স
হেড্ মাষ্ টার দয়াল্ নিতা ই |

নি্ স ধ্নি্ ধ্ প —
যে চে প্রেম্ বি লা —য়্

‖ ০ ০ ধ্ | ধ্ ধ্ নি্ — নি্ স - | সরে্ গ্ র্ — স - - |
‖ ০ ০ স | দর্ ইস্ কুল্ — জে লা s | নs s দি — য়া s s |

- - - — - - স | স স - — রে গ্ - | রে গ্ - — - - - |
s s য়্ — s s হেড্ | মাষ্ টা র্ — দ য়া ল্ | নি তা s — s s s |

| - রে্ স — নি্ স - | ধ্ নি্ ধ্ — প - - | নি্ নি্ - — নি্ স - |
| s s ই — যেঁ চে s | প্রে ম্ বি — লা s য়্ | ও তা র্ — অ ধ ম্ |

| স - স — নি্ নি্ - | ধ্নি্ নি্স নি্ধ — গ - - | - - - — ০ ০ প |
| ছা s ত্র — জ গা ই | মাs ধাs ss — s s s | s s ই — ০ ০ ভো |

| প প - — নি্ - ধ্ | প ম - — ম - ম | পম গম গরে্ — স - - |
| লা ম ন্ — তা s দি | কে পা শ্ — ক s রা | লেs ss ss — s s s |

- - - - ‖
| s s s ‖

তাল ছাড়া ঃ

পধ্ নির্সা রের্গা রের্সা—রে- গার্ম গারে স—
ওs ss ss ss—ss ss ss s—

॥ ধ্ - ধ্ | - ধ্ নি | নি র্স - | র্গ রে - |
॥ সে ই ই | স্ কু লের | ন তু ন্ | পো ষা ক্ |

| র্স - - | - - - | - - - | - প প |
| ভা s s | s s s | s s s | ই তা তে |

| প - প | ধ্ নি - | ধ্ নি - | ধ্ - ধ্ |
| প য়্ সা | ক ড়ি s | কি ছু ই | খ র্ চা |

| প - - | - - - | - - নি | নি নি - |
| না s s | s s s | s ই ভো | লা ম ন্ |

| নি র্স র্স | র্স র্স - | নি নি - | ধনি ধ প |
| চা য়্ না | চা দ র্ | ছা তা s | ছs ড়ি s |

| প - ধ্ | প ম মপ | ম - ম | পম গ -স ॥
| ভো র্ কৌ | পি ন্ মা | লা s গ | লেs s ss ॥

তাল ছাড়া ঃ

ধ্ - ধ্ - ধ্ নির্স নিধ্ | নি - র্স র্স - র্স | নি র্স র্স - র্স র্স |
সে ই ই স্ কু লেs sর্ | ছ য্ টু ছা s ত্র | আ ছে ছ য়্ জ না |

নি র্স র্স র্স নি নি নি - ধপ | নি - নি ধ নি নিধ ধ প
বা রে বা রে নি ষেধ্ ক ঽ রিঽ | কা. উ রি ক থা শোঽ নে না -

o o নি | নি নি - | নি র্স - | র্স র্স -
o o ও | তা দে র | ব শী ঽ | ভূ ত ঽ

নি নি - | নি ধপ - | - - প | প প -
হ লে ঽ | প রেঽ ঽ | ঽ ঽ ভো | লা ম ন

প ধ - | প - ম | ম - ম | পম গ -স
প্র থ ম্ | ভা গ্ যা | বি ঽ ভু | লেঽ ঽ ঽঽ

তাল ছাড়াঃ

ম ম গ ম গ ম ম ম ম - | ধ ধ ধ ম ম -মগ গ গ স
আ মার্ গো সাঁই দয়া পা চাঁদ ব লে - | জ্ঞান্ অন্ জ ন দি ঽয়েঽ পড় মে ন্

রে গ ঽ রে - রে স —
সাধুর্ ই স্ কু লে —

o নি নি | নি র্স - | র্স র্স -
o ও বে | অ জা ঽ | গি ল্ বৈ

নি - নি | নি - ধপ | - - - | প প .
কু ণ্ ঠে | গে ঽ লঽ | ঽ ঽ ঽ | ও ভা ই

প - ধ | প ম -প | ম - ম | পম গ -স
এ ক্ বার্ | না রা ঽ | য় ণ্ ব | লেঽ ঽ ঽঽ

॥ ৪ ॥

পদ ঃ ব্রজদাস

সুর ঃ পূর্ণচন্দ্র দাস

প্রেম করা কি জ্বালা গো,
প্রেম করা কি জ্বালা।
(ওগো) প্রেমের জ্বালায় অঙ্গ আমার
হ'ল ঝালাপালা ॥
গলায় প'রে প্রেমের ফাঁসি, শিব হয়েছে শ্মশান-বাসী,
আবার শিব-সোহাগী গৌরী পরে গলায় মুণ্ডমালা ॥
শোন শোন ও রমণী, প্রেম ক'রো না ওগো ধনী,
কালো কালার কালিদহে ডুব দিও না বালা ॥
ব্রজদাসের এই মিনতি, প্রেমের খেলা মন না মতি,
এখন হৃদয়-দুয়ার খুলে দিয়ে মুখে মারো তালা ॥

রে	-	গ	রে	গ	রে	স	-	স	রেস	সনি	-
প্রে	ম্	ক	রা	ঽ	কি	জ্বা	ঽ	লা	গোঽ	ঽঽ	ঽ

রে	-	গ	রে	গ	রে	স	-	স	-	-	-
প্রে	ম্	ক	রা	ঽ	কি	জ্বা	ঽ	লা	ঽ	ঽ	ঽ

-	-	-	-	নি	নি	নি	র্স	-	র্স	র্ঋ	-
ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ও	গো	প্রে	মে	র্	জ্বা	লা	য়

| নি - নি | ধ নিস নি | ধ প - | - - - |
| অ ং গ | আ মাs s | s s s | s s র্ |

| নিধ - ধ | প - ধ | প - প | - ধ ধপ |
| হ্s s ল | ঝা s লা | পা s লা | s গো ss |

| পম মগ গরে | স - - ||
| ss ss ss | s s s ||

|| ধ ধ - | ধ নি - | নি র্স - | র্স র্সগ - |
|| গ লা য়্ | প রে s | প্রে মে র্ | ফাঁ সিs s |

| - - - | - র্রেস - | নি - নি | র্স স - |
| s s s | s ss s | শি ব্ হ | য়ে ছে s |

| নি নি - | নি ধপ - | - - - | - নি নি |
| শ্ম শা ন্ | বা সীs s | s s s | s আ বার্ |

| নি র্স র্স | র্স র্স - | নি র্স র্স | নি ধপ - |
| শি ব্ সো | হা গী s | গো উ রী | প রেs s |

একণ আমি

| নৃ নৃ - | ধ প ধ | প - পধ | - - প |
| গ লা য়্ | মু ণ্ ড | মা ঽ লাঽ | ঽ ঽ ঽ |

| প ম ম | গ রে স ||
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ||

|| o o নি | নি নি র্স | র্স - র্স | র্স র্রেগ - |
|| o o শো | ন শো ন | ও ঽ র | ম নীঽ ঽ |

| - - - | - র্রেস - | নি - নি | র্স র্স - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽঽ ঽ | প্রে ম কো | রো না ঽ |

| নি নি - | নি ধপ - | - - স | স স স |
| ও গো ঽ | ধ নীঽ ঽ | ঽ ঽ কা | লো কা লার |

| নি নি - | নি ধপ - | প - ধ | প ম -প |
| কা লি ঽ | দ হেঽ ঽ | ডু ব্ দি | ও না ঽ |

| ম - মর্ম | - মগ রেস ||
| বা ঽ লাঽ | ঽ ঽঽ ঽঽ ||

|| ম ম - | ম ম - | গ ম গ | ম ম |
|| ব্র জ ঽ | দা সে র | এ ই মি | ন তি ঽ |

একতাল একাশি

| গ গ - | রে গ - | গ - সরে | মগ রে স |
| প্রে মে র্ | খে লা ঽ | ম ন্ নাঽ | ঽঽ ম তি |

| - - - | - নি নি | র্স র্স - | র্স র্স - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ এ খন্ | হৃ দ য় | দু য়া র্ |

| নি নি - | নি ধপ - | প ধ - | প - ম |
| খু লে ঽ | দি য়েঽ ঽ | মু খে ঽ | মা ঽ রো |

| ম - মর্ম | - মগ রেস || ||
| তা ঽ লাঽ | ঽ ঽঽ ঽঽ || ||

॥ ৬ ॥

পদ ঃ পঞ্চানন দাস
সুর ঃ পূর্ণচন্দ্র দাস

কালো বিড়াল কে পোষে পাড়ায়,
বলি—আয় গো সখী, জেনে আয় ॥
ওরে—ভাঁড় ভেঙে দৈ খেয়ে গেল
মুখ পুছে ছেঁড়া কাঁথায় ॥
যারা বিড়াল-বিরলে পোষে,
যত্ন ক'রে বুঝিয়ে বলিস
বেঁধে রাখিতে।
যেন অন্য কা'রোই ঘর না ঢোকে,
বিড়ালকে বেঁধে রাখিস দিক্-দড়ায় ॥

সই গো, আমি কত ধকল সই,—
ঢাকা ছিল মাখন ভাণ্ড, খুলে গেল ওই।
আবার—ঘিয়ের ভাণ্ড লণ্ডভণ্ড,
দেখ কত কাণ্ড ক'রে যায়॥
দাস পঞ্চাননের বলতে ভয় করে,
রাধা যদি ইঁদুর সাজে,
বিড়াল কী ঘর ছাড়ে,
বিড়ালকে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখিস্,
ও বিড়াল যায় না যেন ঘোষ পাড়ায়

o	o	নি	স	স	স	গ	-	গ	রে	-	রে
o	o	কা	লো	বি	ড়াল	কে	s	পো	ষে	s	পা
স	-	-	-	-	-	-	-	নি	স	স	গ
ড়া	s	s	s	s	য়	s	s	কা	লো	বি	ড়া
-	-	-	-	-	-	-	-	ম	গ	রে	স
s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	ল্
-	-	নি	স	স	স	গ	-	গ	রে	-	রে
s	s	কা	লো	বি	ড়াল্	কে	s	পো	ষে	s	পা
স	-	-	-	-	-	-	প	প	ধ	-	ধ	প	ম	-
ড়া	s	s	s	s	s	য়্	ব	লি	আ	য়্	গো	স	খী	s
ম	-	গ	গরে	স	-						
জে	s	নে	আs	s	য়্						

০ নি নি | নি র্স র্স | র্স র্স -
০ ও রে | ভাঁ ড়্ ভে | ঙে দ ই

নি নি ধ | ধ নির্স নিধ | প - - | - -
খে য়ে | গে লS SS | S S | S S

ধ - ধ | প ম মপ | ম - ম | পম গ স -
মু খ্ পু | ছে S ছেঁS | ড়া কাঁ | থাS S য়্

তাল ছাড়া—

ম ম গ ম   স রে গম গ ম—
যা রা বি ড়াল্   বি র লেS পো ষে—

নি নি নি নি নি   নি স স রেগ রেস—
য ত্ ন কো রে   বু ঝি য়ে বলি Sস্—

রে গ -   রে রে স—
বেঁ ধে S   রা খি তে—

০ ০ ম | ম গ ম | স - রে | গম -
০ ০ যা | রা বি ড়াল | বি S র | লেS S পো

ম - - | - - - | নি - নি | নি নি -
ষে S S | S S S | য ত্ ন | ক রে S

| নি স স | রে গ রেস | - - রে | গ রে স |
| বু ঝি য়ে | ব লি ss | s স্ বেঁ | ধে রা খি |

| স - - | - নি নি | নি - র্স | র্স র্স - |
| তে s s | s যে ন | অ ন্ ন্য | কা রো ই |

| নি - নি | ধ নির্সনি নিধ | ধপ - - | - - - |
| ঘ র না | ঢো কেss ss | ss s s | s s s |

| - - প | প প - | ধ - ধ | প ম - |
| s s বি | ড়াল্ কে s | বেঁ s ধে | রা খি স্ |

| ম - গ | গ - রেস ||
| দি ক্ দ | ড়া s sয় ||

তাল ছাড়া—

ম - ম ম ম - গ ম - গ ম ম ম—
স ই গো আ মি s ক ত s ধ ক ল্ সই—

নি নি নি নি নিস - রেগ - —রেগ - রে - স স - - —
ঢা কা ছি ল মা খ ন্ ভাণ্ড s —খু লে s গে s ল ও s ই —

o নি নি || নি র্স - | র্স র্স - | নি - নি | নি - ধপ |
o আ বার্ || ঘি য়ে র | ভা ণ্ ড | ল ন্ ড | ভ ণ ডs |

| নি সং - | সং সং - | নি - নি | ধ নিসংনি নিধ |
| ঘি য়ে র | ভা ণ্ ড | ল ন্ ড | ভন্ ডss ss |

| ধপ - - | - প প | নি - ধ | প - ম |
| ss s s | s দে খ | ক s ত | কা ণ্ ড |

| ম - ম | পম গ স ||
| ক s রে | যাs s য়্ ||

তাল ছাড়া—

ম - গ - ম ম ম - গ - ম গম ধপ পম মগ
দা স্ প ন্ চা ন নে র্ ব ল্ তে ভয়্‌ক রেs ss ss

গরে স - || o o নি | নি নি - | নি স - | রে গ - |
ss s - || o o রা | ধা য দি | ই ন্দু র্ | সা জে s |

| রে গ - | রেগ রে - | স - ম | - - - |
| বি ড়া ল্ | কিs ঘ র্ | ছা s ড়ে | s s s |

| - - নি | নি নি - | নি - সং | সং - সং |
| s s বি | ড়াল্ কে s | শ ক্ ত | ক s রে |

| নি নি - | ধ নিস নি | ধ প - | - - - |
| বেঁ ধে s | রা খিs s | s s s | s s s |

| - - প | প প - | ধ - ধ | প ম |
| ঽ স্ ও | বি ড়া ল্ | যা য়্ না | যে ন |

| গ - গ | গ রেস - ‖ ‖
| ঘো ষ্ পা | ড়া ঽঽ য় ‖ ‖

॥ ৬ ॥

কথা : মনমোহন দত্ত
সুর : অমর পাল (কুমিল্লা)
স্বরলিপি : কমলেশ বসু

অচেনা এক পাখী আমার,
খাঁচার ভিতর করে খেলা।
ধরতে পারলে মন-বেড়িতে
বেঁধে ফেলতাম এই বেলা ॥
পাখী কেম্‌নে আসে, কেম্‌নে যায়,
টের পাওয়া বিষম দায়,
ভাত জুটে না দুই বেলা তার,
খেতে চায় সে দুধ কলা ॥
পাখী আড়ালে লুকিয়ে থাকে,
কত মধুর ডাক ডাকে ;
স্বভাবের ছবি আঁকে

ব'সে ব'সে সারা বেলা ॥

জ্ঞান-ধনুতে ভক্তি-বাণে

বিঁধতে পারলে পাখীর প্রাণে,

মিশে যায় প্রাণে-প্রাণে,

বদল হয় প্রাণের মালা ॥

০ ০ ধ	প ম গ	ম ম -	ম ম -
০ ০ অ	চে না এক্	পা খী আ	মা ঽ র্
০ ০ ধ	প ম গ	ম ম -	ম ম -
০ ০ অ	চে না এক্	পা খী ঽ	আ মা ঽ
- - ম	প নি নি	ধ প ম	পধ নিধ পম
ঽ র খা	চার্ ভি তর্	ক রে খে	লাঽ ঽঽ ঽঽ
- - ধ	প ম গ	ম মপ ধ	প ম -
ঽ ঽ অ	চে না এক্	পা খীঽ ঽ	আ মা ঽ
- - -	- ম ম	প নি নি	নি - নি
ঽ ঽ ঽ	র্ তা রে	ধ র্ তে	পা র্ লে
র্স - র্স	নি ধ -	ধ ধ -	প ধ প
ম ন্ বে	ড়ি তে ঽ	বেঁ ধে ঽ	ফে ল্ তাম্
ম - ম	পধ নিধ পম	- - ধ	প ম গ
এ ই বে	লাঽ ঽঽ ঽঽ	ঽ ঽ অ	চে না এক্
ম ম -	ম ম - ‖		
পা খী ঽ	আ মা র্ ‖		

ম ম ‖ রে ম ম | ম ম - I প নি নি | র্স - - I
পা খী ‖ ক্যা ম্ নে | আ সে ঽ I ক্যা ম্ নে | যা ঽ ঽ I

I - - র্গ | র্রে র্স নি I নি ধ - | ধপ পধ প
I ঽ য়্ টে | র্ পাও য়া I বি ষ ম্ | দাঽ ঽঽ ঽ

I ম - - | - - - I প নি নি | নি নি -
I ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ য়্ I ভা ত্ জু | টে না ঽ

I র্স - র্স | নি ধ - I ধ ধ - | প ধ প I
I দু ই বে | লা তা র্ I খে তে ঽ | চা য়্ সে I

I ম - প | ধনি ধপ ম ‖
I দু ধ্ ক | লাঽ ঽঽ ঽ ‖

ম ম ‖ রে - ম | ম - ম I প নি - | নি র্স - I
পা খী ‖ আ ঽ ড়া | লে ঽ লু I কা য়ে ঽ | থা কে ঽ I

I - - - | - - - I - - র্সর্গ | র্রে র্স নি I
I ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ I ঽ ঽ কঽ | ত ম ধুর্ I

I নি ধপ - | ধ পম - I - - নি | নি নি নি I
I ডা ঽঽ ক্ | ডা কেঽ ঽ I ঽ ঽ ষ | ভা বে র্ I

নি নি - | স নি স — নি ধ - | ধ পম -
ছ বি s | আঁ কে s — ব সে s | ব সেs s

ম ম প | ধনি ধপ ম ||
সা রা বে | লাs ss s ||

|| রে ম ম | ম ম - — গ নি নি | স স - —
|| জ্ঞা ন্ ধ | নু তে s — ভ ক্ তি | বা ণে s —

- গ - রে | র্স - নি — ধ প ধ | প র্ম - —
- বিঁ ধ্ তে | পা র্ লে — পা খী র্ | প্রা ণে s —

- - - নি | নি নি - — নি নি - | র্স নি - —
- s s মি | শে যা য়্ — প্রা ণে s | প্রা ণে s —

- নি ধ ধ | - প ম — ম ম - | প ধনি ধ —
- ব s দ | ল্ হ য় — প্রা ণে র্ | মা লাs s —

- প ম - | - - - || ||
- s s s | s s s || ||

॥ ৭ ॥

পদ ঃ প্রাচীন

সুর ঃ শ্রীমতী মঞ্জু দাস

হরি, তোমায় ডাকবার আমার সময় হ'ল কই !
আমি যাতে তাতে ভুলে রই ॥
মনে করি ভোরের বেলায় করবো তোমার স্তব,
ক্ষুধার জ্বালায় খোকা উঠে লাগায় কলরব ;
আবার সেই অবসরে গিন্নী এসে (হরি হে আমার)
চাঁদ বদনে ফোটান খই ॥
সকাল বেলায় জপের মালা যে-ই নিয়ে বসি ;
বলে চাল বাড়ন্ত, লক্ষ্মীকান্ত,
অম্‌নি মালা ঝুলায় সই ॥
খাবার সময় পঞ্চ গ্রাসে ডাকবো হে তোমায়,
পাওনাদারের সাড়া পেয়ে খাবারটি হারাই ;
মাখাই শুক্তানিটা ডালের সাথে (হরি হে আমার),
তরকারীতে মাখাই দই ॥

o o- গ | গ গ ম ⌐ ম প প | ধপ ম প I
o o হ | রি তো মায়্ ⌐ ডা ক্ বা | ঽর্ আ মার্ I

ম ম গ | রের্স - স ⌐ স - - | - - - II
স ম য়্ | হ্ঽ ঽ ল ⌐ ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ই II

I - - গ | গ গ গ ⌐ ম প প | ধপ ম প I
I ঽ ঽ হ | রি তো মায় ⌐ ডা ক্ বা | ঽর্ আ মার I

| ম ম গ | র্সে - স | স - - | - প প |
| স ম য় | হঽ ঽ ল | ক ঽ - | ই আ মি |

| প - ধ | র্স র্স নি | নি - ধপ | পধ নিধ পম |
| যা ঽ তে | তা তে ঽ | ভু ঽ লে | রঽ ঽঽ ঽঽ |

| গ - - | - - - | - - গ | গ গ ম |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ই হ | রি তো মায় |

| ম প প | ধপ ম প | ম ম গ | র্সে - স |
| ডা ক্ বা | ঽর্ আ মার্ | স ম য়্ | হঽ ঽ ল |

| স - - | - - - ||
| ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ই ||

|| o o স | স স রে | গ গ ম | প ম প |
|| o o ম | নে ক রি | ভো রে র্ | বে লা য়্ |

| গ - গ | গ গ ম | ম প - | - - - |
| ক র্ বো | তো মা র্ | স্ত ঽ ঽ | ঽ ঽ ব্ |

| প প ধ | ধ ধ নি | ধ ধপ - | ম ম প |
| ক্ষু ধা র্ | জ্বা লা য় | থো কাঽ ঽ | উ ঠে ঽ |

| ম ম গ | র্সে - স | স - - | - প প |
| লা গা য় | কঽ ঽ ল | র ঽ ঽ | ব্ আ বার্ |

| প - ধ | স স স | স নি নি | ধ নি ধ |
| সে ই অ | ব স রে | গি ন্ নী | এ সে ঽ |

| ধ প - | - - - | নি নি র্স | - র্সরে র্স |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | হ রি হে | ঽ ঽঽ ঽ |

| র্স নি ধনি | ধ ধ প | প - ধ | র্স র্স র্স |
| আ ঽ মাঽ | ঽ ঽ র্ | সে ই অ | ব স রে |

| র্স নি নি | ধ নি ধ | ধ প - | - - - |
| গি ন্ নী | এ সে ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| ধ - নি | ধ প ধ | প প ম | ধপ ম গ |
| চাঁ দ্ ব | দ নে ঽ | ফো টা ন্ | থুঽ ঽ ঽ |

| - - গ | গ গ ম | ম প প | ধপ ম প |
| ঽ ই হ | রি তো মায় | ডা ক্ বা | ঽর্ আ মার্ |

| ম ন প | রস - স | স - - | - - - ||
| স ম য়্ | হঽ ঽ ল | ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ই ||

|| ০ ০ স | স স রে | গ গ ম | প ম প |
|| ০ ০ স | কাল্ বে লায় | জ পে র্ | মা লা ঽ |

| গ - গ | গ - ম | ম প - | - - - |
| যে ই নি | য়ে ঽ ব | শি ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| প প ধ | ধ ধ নি | ধ ধপ - | ম ম প |
| অ ম্ নি | দী র্ ঘ | বা জাঽ র্ | ফ র্ দ |

| ম ম গ | রেস - স | স - - | - প প |
| উ দ য়্ | প্রেঽ ঽ য় | সী ঽ ঽ | ঽ ব লে |

| প - ধ | র্স - র্স | র্স নি নি | ধ - নি |
| চা ল্ বা | ড় ন্ ত | ল ঽ ক্ষ্মী | কা ন্ ত |

| ধ প - | - - - | ধ - নি | ধ প - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | অ ম্ নি | মা লা ঽ |

| প প ম | ধপ ম গ | - - গ | গ গ ম |
| ঝু লা য় | সঽ ঽ ঽ | ঽ ই হ | রি তো মায় |

| ম প প | ধপ ম গ | ম ম গ | রেস - স |
| ডা ক্ বা | ঽর্ আ মার্ | স ম য়্ | হ্ঽ ঽ ল |

| স - - | - - - ||
| ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ই ||

|| ০ ০ স | স স রে | গ - ম | প ম প |
|| ০ ০ খা | বার্ স ময় | প ন্ চ | গ্রা সে ঽ |

| ম গ - | - - - | গ - গ | গ - ম |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ডা ক্ বো | হে ঽ তো |

| প - - | - - - | প - ধ | ধ ধ নি |
| মা ঽ ঽ | ঽ ঽ য়্ | পা ও না | দা রে র্ |

ধ ধপ - | ম ম প | ম ম গ | রেস - স |
সা ড়াঃ ঽ | পে য়ে ঽ | খা বা র | টিঽ ঽ হা |

স - - | - প প | প - ধ | র্স র্স - |
য়া ঽ ঽ | ই মা খাই | শু ক্ তা | নি টা ঽ |

| র্স নি - | ধ ধ নি | ধ প - | - - - |
| ডা লে র্ | সা থে ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| নি নি র্স | - র্সরে র্স | র্স নি ধনি | ধ ধ প |
| হ রি হে | ঽ ঽঽ ঽ | আ ঽ মাঽ | ঽ ঽ র্ |

| প - ধ | স স - | স নি - | ধ ধ নি |
| শু ক্ তা | নি টা ঽ | ডা লে র্ | সা থে ঽ |

| ধ প - | - - - | ধ - নি | ধ প ধ |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ত র্ কা | রী তে ঽ |

| প প ম | ধপ ম গ | - - গ | গ গ ম |
| মা খা ই | দঽ ঽ ঽ | ঽ ই হ | রি তো মায়্ |

| ম প প | ধপ ম প | ম ম গ | রেস - স |
| ডা ক্ বা | ঽর্ আ মার্ | স ম য়্ | হঽ ঽ ন |

| স - - | - - - || ||
| ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ই || ||

॥ ৮ ॥

পদ : ভবা পাগলা

সুর : পূর্ণদাস বাউল

বলে কয়ে মানুষকে কি সাধু করা যায়।
মানুষ নাই পটে নাই ফটে,
মন ছবি বাঁশী বাজায়॥

শুধু নেংটি পরলে হয় না সাধু,
ও যার অন্তরে নাই প্রেমের মধু,
আবার মানুষ হয়ে সদাই বেহুঁশ
চিরদিন তার থেকে যায়॥

সোনার মানুষ দেশ-বিদেশে,
ঘুরে বেড়ায় পাগল-বেশে,
আবার অবশেষে চিনলি তারে
দেশ ছেড়ে যেদিন পালায়॥

ভবা পাগলার সাধন ভজন
ওরে জন্মের মতন হয় বিসর্জন, ভোলা মন,
রইল আপন গাছ-তলায়॥

|| ০ ০ গ | গ গ গ | ম প - | প ম প
|| ০ ০ ব | লে ক য়ে | মা নু ষ্ | কে কি ঽ

| ম মগ - | রেস - স | স - - | - -
| সা ধুঽ ঽ | কঽ ঽ রা | যা ঽ ঽ | ঽ ঽ য় ||

। - - - | প প - । প প ধ | র্স র্স - ।
। ঽ ঽ ঽ | মা নু ষ্ । না ঽ ই | প টে ঽ ।

। র্স নি - | ধ নি ধ । ধ প - | - - - ।
। না ঽ ই | ফ টে ঽ । ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ।

। ধ - নি্ | ধ - প । প ম - | প ম গ ॥
। ম ন্ ছ | বি ঽ বাঁ । শি বা ঽ | জা ঽ য়্ ॥

০ স স ॥ প স · স | স - রে । গ - প | প ম প ।
০ শু ধু ॥ নে ং টি | প র্ লে । হ য়্ না | সা ধু ঽ ।

। ম গ - | - - - । - - - | - ধ নি্ ।
। ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ । ঽ ঽ ঽ | ঽ ও যার্ ।

। প - প | ম ম প । ম গ - | রে রে গ ।
। অ ন্ ত | রে না ই । প্রে মে র্ | ম ধু ঽ ।

। রে স - | - - - । - - - | - নি নি ।
। ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ । ঽ ঽ ঽ | ঽ আ বার্ ।

নি র্স - | র্স র্স র্রে । র্স নি - | ধ ধ নি
মা নু ষ্ | হ য়ে ঽ । স দা ই | বে হুঁ ঽ

। ধ প - | - - - । ধ - নি্ | ধ - প ।
। ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ শ্ । চি ঽ র | দি ন তার্ ।

। প - ম | ধপ ম গ ॥
। থে ঽ কে | যাঽ ঽ য় ॥

॥ স স - | স স রে I গ - প | প ম প I
॥ সো না র্ | মা নু ষ্ I দে শ্ বি | দে শে ঽ I

I ম গ - | - - - I - - - | - ধ নি I
I ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ I ঽ ঽ ঽ | ঽ ও রে I

I প প - | ম ম প I ম গ - | রে রে গ I
I ঘু রে ঽ | বে ড়া য় I পা গ ল্ | বে শে ঽ I

I রে স - | - - - I - - - | - নি নি I
I ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ I ঽ ঽ ঽ | ঽ আ বার I

I নি র্স - | র্স র্স র্রে I র্স নি নি | ধ ধ নি I
I অ ব ঽ | শে ষে ঽ I চি ন্ লি | তা রে ঽ I

I ধ প - | - - - I ধ - নি | ধ - প I
I ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ I দে শ্ ছে | ড়ে ঽ যে I

I প - ম | ধপ ম গ ॥
I দি ন্ পা | লাঽ ঽ য় ॥

॥ ০ ০ স | স স রে I গ গ প | প ম প I
॥ ০ ০ ভ | বা পাগ্ লার্ I সা ধ ন্ | ভ জ ঽ I

I ম গ - | - - - I - - - | - ধ নি I
I ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ I ঽ ঽ ঽ | ঽ ও রে I

I প - প | - ম প I ম - গ | রে - গ I
I জ ন্ মে | র্ ম তন I হ য়্ বি | স ঽ র্ I

| রে স - | - - - | - - - | - নি নি |
| জ ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ | ঽ ঽ ঽ | ঽ আ মি |

| নি র্স - | র্স র্স র্রে | র্স নি নি | ধ ধ নি
| দে খা ঽ | বো না ঽ | এ ছা র্ | ব দ ঽ

| ধ প - | - - - ||
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ ||

তাল পরিবর্তন (মাতান)

গ ম | ম প প প | - প প - | প নি নি
আ মি | ঽ ঽ দে খা | ঽ বো না ঽ | এ ঽ ছা র্

| র্স - র্স র্রে | র্স নি নি প | প - প ম | গ ম - প
| ব ঽ দ ন্ | র ই ব ঽ | আ ঽ প ঽ | ন্ গা ছ ত

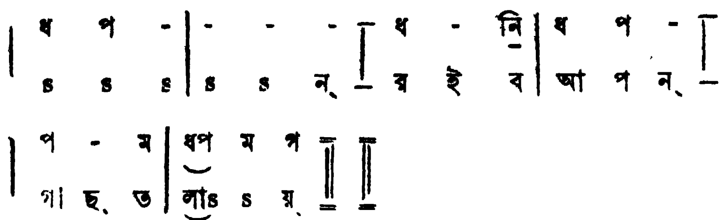
| প - গ ম | ম প প প | - প প - | প নি নি -
| লা য়্ আ মি | ঽ ঽ দে খা | ঽ বো না ঽ | এ ঽ ছা র্

| র্স - র্স র্রে | র্স নি নি প | প - প ম |
| ব ঽ দ ন্ | র ই ব ঽ | আ ঽ প ঽ |

| গ ম - প | প - - - |
| ন্ গা ছ ত | লা ঽ ঽ য়্ |

তাল ফেরা :

| নি র্স - | র্স র্স র্রে | র্স নি নি | ধ ধ নি |
| দে খা ঽ | বো না ঽ | এ ছা র্ | ব দ ঽ |

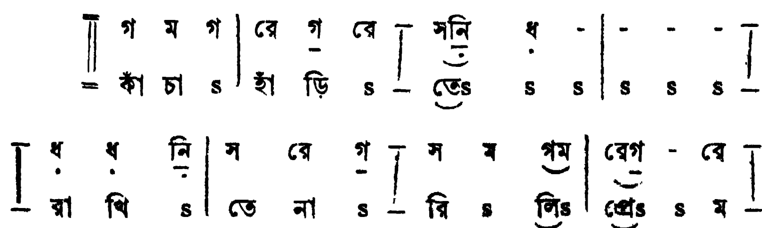


॥ ৯ ॥

কথা ও সুর : ক্ষ্যাপা মনোহর
(স্বামী বিরজানন্দ)

ও কাঁচা হাঁড়িতে রাখিতে নারিলি প্রেম-জল।
কাঁচা হাঁড়ি জলে দিলে তখনি যাইবে গলে গো,
তখন তোর জীবনে লাগবে গণ্ডগোল ॥
ওরে মন, হবি যদি পাকা হাঁড়ি,
যাও গুরু কুমারের বাড়ী,
তখন তোর রূপেতে করবে টলমল ॥
গুরু সদানন্দ ভেবে আউল,
ক্ষ্যাপা মনোহর কি হবি বাউল !
ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ ছ্যাখ্—
ধান কুটিলে হবে চাউল,
তুঁষ কুটিলে কিবা ফল ॥

[মধ্যলয়]



ছু'শ

। স - - | - - - । - - ধ | ধ ধ - ।
। জ ঽ ঽ | ঽ ঽ ল্ । ঽ ঽ ও | কাঁ চা ঽ ।

। প - ম | গরে স - । রে গ রে | স নি ধ্ - ।
। হাঁ ঽ ড়ি | তেঽ ঽ ঽ । হাঁ ড়ি ঽ | তে ঽ ঽঽ ।

। ধ্ ধ্ নি | স রে গ । রে মগ - | রেগ - রে ।
। রা খি ঽ | তে না ঽ । রি লিঽ ঽ | প্রেঽ ঽ ম ।

। স - - | - - - । প ধ - | ম প - ।
। জ ঽ ঽ | ঽ ঽ ল্ । কাঁ চা ঽ | হাঁ ড়ি ঽ ।

। ধ র্স - | র্স র্রের্গ র্রে । র্রের্স - - | - - - ।
। জ লে ঽ | দি লেঽ ঽ । ঽঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ।

। র্স - নি | ধপ ম রে । রে - ম | প পর্স নি ।
। ত ঽ খ | নিঽ ঽ ঽ । যা ই বে | গ লেঽ ঽ ।

। নিধ ধনি ধ | প - - । - - - | ম ম - ।
। গোঽ ঽঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ । ঽ ঽ ঽ | ত খ ন্ ।

। ম প প | প প - । প - ধ | নি - ধ ।
। তো র জী | ব নে ঽ । লা গ্ বে | গ ণ্ ড ।

। পধ প - | ম গ - । রে গ রে | সনি ধ্ - ।
। গোঽ ঽ ল্ | কাঁ চা ঽ । হাঁ ড়ি ঽ | তেঽ ঽ ঽ ।

| ধ্ ধ্ নি্ | স রে গ্ | স ম গম | রেগ - রে |
| রা খি ঽ | তে না ঽ | রি ঽ লিঽ | প্রেঽ ঽ ম |

| স - - | - - - ||
| জ ঽ ঽ | ঽ ঽ ল্ ||

|| ০ ০ প | প প - | প ধ - | ম প - |
|| ০ ০ ও | রে ম ন | হ বি ঽ | য দি ঽ |

| ধ র্স - | র্স র্রেগ রে | র্রেস - - | - - - |
| পা কা ঽ | হাঁ ড়িঽ ঽ | ঽঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| র্স - নি্ | ধ প - | রে ম - | প - নি্ |
| যা ঽ ও | গু রু ঽ | কু মা ঽ | রে র্ বা |

| নি্ধ ধপ - | - - - | - - - | ম ম - |
| ড়ীঽ ঽঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ত থ ন্ |

| মপ - প | প প - | প - ধ | নি্ ধ - |
| তোঽ র্ রু | পে তে ঽ | ক র্ বে | ট ল ঽ |

| পধ প - | ম গ - | রে গ্ রে | সনি্ ধ্ - |
| মঽ ঽ ল্ | কাঁ চা ঽ | হাঁ ড়ি ঽ | তেঽ ঽ ঽ |

| ধ ধ নি | স রে গ | স ম গম | রেগ - রে |
| রা খি ঽ | তে না ঽ | রি ঽ লিঽ | প্রেঽ ঽ ম |

| স - - | - - - ||
| জ ঽ ঽ | ঽ ঽ ল্ ||

|| o o প | প প - | প ধ - | ম - প |
|| o o ও | গু রু ঽ | স দা ঽ | ন ন্ দ |

| ধ সঁ - | সঁ রেঁগঁ - | রেঁমঁ গঁরেঁ সঁনি | সঁগঁ গঁরেঁ রেঁগঁ |
| ভে বে ঽ | আ উঽ ঽ | ঽঽ ঽঽ ঽঽ | ঽঽ ঽঽ ঽঽ |

| রেঁসঁ - - | - সঁ রেঁ | সঁ নি - | ধ - প |
| ঽঽ ঽ ঽ | ল্ ক্ষ্যা পা | ম নো ঽ | হ র্ কি |

| রে ম - | প পসঁ নিধ | ধনি ধপ - | - - - |
| হ বি ঽ | বা উঽ ঽঽ | ঽঽ ঽঽ ঽ | ঽ ঽ ল্ |

| - - নি | নি নি - | নি সঁ সঁ | সঁ সঁ রেঁ |
| ঽ ঽ ত্যাথ্ | ত্যাথ্ ত্যা থ্ | ধা ন্ কু | টি লে ঽ |

| সঁ নি - | ধ প - | প - ধ | নি ধ - |
| হ বে ঽ | চা উ ল্ | তুঁ ব কু | টি লে ঽ |

প	ম	-	গ	ম	গ	ঋে	গ	ঋে	সনি	ধ	-
কি	বা	ঽ	ফ	ঽ	ল্	হাঁ	ড়ি	ঽ	তেঽ	ঽ	ঽ

ধ	ধ	নি	স	ঋে	গ	স	ম	গম	ঋেগ	-	ঋে
রা	খি	ঽ	তে	না	ঽ	রি	ঽ	লিঽ	প্রেঽ	ঽ	ম

স	-	-	-	-	-
জ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ল্

॥ ১০ ॥

রচনা : ফটিক গোঁসাই

সুর : সুরেন্দ্রদাস বৈরাগী

যদি উল্টা ডাঙ্গা যাবি।
নিজের রতন কর গে যতন, সে রতনে যতন পাবি ॥
আছে হৃদ্-ভাণ্ডারে সপ্ত তালা, খুঁজে নে তার চাবি ;
ও সে তালা খুলে যাও রে চলে, মনের মানুষ দেখতে পাবি ॥
নৌকা কর নিজ চালানী, সুখে কাল কাটাবি,
ও তোর মালের জোরে গুদাম ঘরে গদীর পরে যত্ন পাবি ॥
দাঁড়ী ছ'টা বিষম ঠেঁটা, সৎপথে রাখিবি ;
এ দীন ফটিক বলে, অসৎ হলে, জ্ঞান-খড়্গেতে বলি দিবি ॥

[দ্রুত লয়]

ধ	নি	স	গ	গ	ম	গ	ঋে	স	-	নি	স	-	-
য	দি	উ	ল্	টা	ঽ	ঽ	ডা	ঙ্গা	ঽ	যা	বি	ঽ	ঽ

		ধ	নি	স	গ	গ	ম	গ	ঋে	স	-	স	-	গ	ঋে
ঽ	ঽ	য	দি	উ	ল্	টা	ঽ	ঽ	ডা	ঙ্গা	ঽ	যা	ঽ	বি	ঽ

রে স - - | - - ম প | - প প - | নি - নি - |
ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ নি জে | র্ র ত ন্ | ক র্ গে ঽ |

- ধ প - | নি ধ ধ প | প ম ম গ | গ - গ - |
ঽ য ত ন্ | সে ঽ র ঽ | ত ঽ নে ঽ | য ঽ ত ঽ |

- ম ধ প | প ম ম গ | গ রে, স স ||
ন্ পা বি ঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ, য দি ||

ধ ধ || ধ - ধ - | - ধ নি - | নি - স - |
আ ছে || হৃ ঽ দ্ ভা | ন্ ডা রে ঽ | স প্ ত ঽ |

- নি র্স - | র্ম - র্গর্রে র্গ | - র্রে র্স - | র্স - র্গ র্রে |
ঽ তা লা ঽ | খুঁ ঽ জেঽ ঽ | ঽ নে তা র্ | চা ঽ বি ঽ |

র্রে র্স - - | - - - - | - - নি নি | নি - র্স - |
ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ও সে | তা ঽ লা ঽ |

- র্স র্স - | নি - নি - | - ধ নির্স নি | ধ প - - |
ঽ খু্ লে ঽ | যা ও রে ঽ | ঽ চ লেঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ |

- - - - | নি ধ ধ প | প ম ম গ | গ - গ - |
ঽ ঽ ঽ ঽ | ম ঽ নে র | মা ঽ নু ষ্ | দে খ্ তে ঽ |

- ম ধ প | প ম ম গ | গ রে, স স ||
ঽ পা বি ঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ, য দি ||

ধ - ধ - | - ধ নি - | নি - র্স - | - নি র্স -
নৌ ঽ কা ঽ | ঽ ক রো ঽ | নি জ্ চা ঽ | ঽ লা নী ঽ

র্গ - র্গর্ম র্গ | - র্রে র্স - | নি র্স - - | - - নি নি
সু ঽ খেঽ ঽ | ঽ কা ল্ কা | টা বি ঽ ঽ | ঽ ঽ ও তোর

নি - র্স - | - র্রে র্স - | নি - ধনি - | - ধ প -
মা ঽ লে ঽ | র্ জো রে ঽ | গু ঽ দাঽ ঽ | ম্ ঘ রে ঽ

নি ধ ধ প | প ম ম গ | গ - গ - | - ম ধ প
গ ঽ দী র্ | প ঽ রে ঽ | য ত্ ন ঽ | ঽ পা বি ঽ

প ম ম গ | গ রে, স স
ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ য দি

ধ - ধ - | - ধ নি - | - - র্গ র্রে | র্গ র্রে র্স -
দা ঽ ড়ী ঽ | ঽ ছ টা ঽ | ঽ ঽ বি য | ম ঠেঁ টা ঽ

- - র্ম র্গ | - র্রে র্স - | নি র্স - - | - - নি নি
ঽ ঽ সৎ প | ঽ থে রা ঽ | খি রি ঽ ঽ | ঽ ঽ এ দীন্

নি - র্স - | - র্রে র্স - | নি - নিধ নি | - ধ প -
ফ ঽ টি ঽ | ক্ ব লে ঽ | অ ঽ সুঽ ঽ | ৎ হ লে

নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	-	গ	-	-	ম	ধ	প
জ্ঞা	ন্	থ	ড়	গে	ঽ	তে	ঽ	ব	ঽ	লি	ঽ	ঽ	দি	বি	ঽ

প	ম	ম	গ	গ	রে,	স	স
ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ,	য	দি

॥ ১১ ॥

রচনা—শরৎ গোঁসাই

সুর—সুরেন্দ্রদাস বৈরাগী

গুরু, আমায় লও গো টেনে তোমার সেই দেশে,
যে-দেশে নাই জন্ম মৃত্যু, মন চলেছে সেই দেশে ॥
যে-দেশের গাছের নাইক পাতা,
ফুল ধরে না, ফল ধরে,
সেই ফলে কয় কথা ;
ফলের মধ্যে কোন্ দেবতা,
সে যে মরার মাংস ভালবাসে ॥
যে-দেশে কলসীর নাইক তল,
কোন্ সন্ধানে টেনে উঠায় উবুত্ নদীর জল ;
সে নদীতে বোঁটাশূন্য কমল ভাসে,
ভ্রমর বেড়ায় মধুর আশে ॥
ময়ুর-সাপের আশ্চর্য্য খেলা,
একটি হংসের ডিম্বের উপর খেলছে দু'বেলা।
আছে নিত্য দেশের নিত্য মানুষ,
অধম শরৎ পেলো না দিশে ॥

[মধ্যলয়]

স	গ	-	গ	গ	-	ম	প	প	প	ম	প
গু	রু	ঽ	আ	মা	য়	ল	ও	গো	টে	নে	ঽ

দু'শ সাত

| ম গ - | রেস - স | স - - | - - - |
| তো মা র্ | সেঽ ই দে | শে ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| ম - প | প প - | নি - নি | ধ - প |
| যে ঽ দে | শে না ই | জ ন্ ম | মৃ ঽ ত্যু |

| প - ধ | প ম গ | গ - ম | পধ পম গ ||
| ম ন্ চ | লে ছে ঽ | সে ই দে | শেঽ ঽঽ ঽ ||

|| ০ ০ নি | নি নি - | স গ - | গ - ম |
|| ০ ০ যে | দে শে ঽ | গা ছে র্ | না ই ক |

| ম প - | ম গ - | - - - | - - - |
| পা তা ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| স - গ | গ গ - | মপ - প | প ম প |
| ফু ল্ ধ | রে না ঽ | ফঽ ল্ ধ | রে সে ই |

| ম গ - | রেস - স | স - - | - নি নি |
| ফ লে র | কঽ য় ক | থা ঽ ঽ | ঽ আ ছে |

| নি র্স - | র্স - র্গ | র্রের্স - - | - - - |
| ফ লে ঽ | ম ঽ ধ্যে | ঽঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| নি র্স - | র্স - র্রে | র্স - নি | নি ধপ - |
| ফ লে র | ম ঽ ধ্যে | কো ন্ দে | ব তাঽ ঽ |

| - - - | - প প | প প নি | ধ - প |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ সে যে | ম রা র | মা ং স |

| ম প ম | গ - - ||
| ভা ল বা | সে ঽ ঽ ||

|| ০ ০ নি | নি নি - | নি - স | - স গ |
|| ০ ০ যে | দে শে ঽ | ক ল্‌ সী | র্‌ নাই ক |

| গরে রেগ - | রে স - | ধ - ধ | নি ধ প |
| তঽ ঽঽ ঽ | ঽ ঽ ল্‌ | কো ন্‌ সন্‌ | ধা নে ঽ |

| ধ প - | প ম প | ম গ - | রেস স - |
| টে নে ঽ | উ ঠা য় | উ বু ত্‌ | নঽ দী র্‌ |

| স - - | - - - | নি স স | স গ রে |
| জ ঽ ঽ | ঽ ঽ ল্‌ | সে ঽ ন | দী তে ঽ |

| রে স - | - - - | নি স স | স রে স |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | সে ঽ ন | দী তে ঽ |

| স নি - | ধপ - প | স নি - | ধপ প - |
| বোঁ টা ঽ | শূঽ ঽ ন্য | ক ম ল্‌ | ভাঽ সে ঽ |

| প প নি | ধ প - | গ গ - | ম প ম |
| ভ্র ম র্‌ | বে ড়া য়্‌ | ম ধু র | আ শে ঽ |

| ম গ - | - - - ||
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ||

হুঁশ নয়

‖ নি় নি় - | নি় নি় - I নি় - স | - স গ I
‖ ম য়ূ র | সা পে র I আ শ্ চ | র্ য খে I

I গরে রেগ - | রে স - I ম - প | প - পনি I
I লাs ss s | s s s I এ ক টি | হ ং সের্ I

I নি় - নি় | ধ প - I ম - গ | রেস - স I
I ডি ম্ বের | উ প র I খে ল্ ছে | ছুs s বে I

I সঁ - - | - নি নি I নি - র্স | র্স র্গ র্রে I
I লা s s | s আ ছে I নি s ত্য | দে শে s I

I র্রে র্স - | - - - I নি - র্স | র্স র্স র্রে I
I s s s | s s র্ I নি s ত্য | দে শে র I

I র্স - নি | ধ প - I - - - | প প - I
I নি s ত্য | মা নু s I s s ষ্ | অ ধ ম্ I

I প - নি | ধ প - I ম গ - | ম প ম I
I শ s র | ৎ পে s I লো না s | দি শে s I

I ম গ - | - - - ‖ ‖
I s s s | s s s ‖ ‖

কথা : ফকির পাঞ্জ শাহ্‌
সুর : সংগ্রহ

ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর,
ভবের হাটে খুঁজে দেখে
ভালো এক ঘরামী ধর ॥
অনুরাগের আড়া কর, ইষ্ট নামে খুঁটি গাড়ো,
রূপের পেলা মারো,— ঝড়-ঝটিকা কি করবে তোর,
মহাসুখে বসত কর ॥
ধর রে ঘরামীর চরণ, হৃদি-পদ্মে কর ধারণ,
চিন্তা নাহি আর ;
দুষ্ট যত আপন হবে, কেউ রবে না পর ॥
পঞ্চবানের ছিলে ধরে ক্ষান্ত কর কাম-অসুরে,
মাল যাবে না আর ।
ঘরামীকে স্বামী ক'রে মহাসুখে বিলাস কর ॥
ঘরের মালেক মট্‌কায় আছে, মনুরায় তাইরি কাছে
রাখ হুঁশিয়ার,
হীরুচাঁদ কয়, পাঞ্জ, যাবি চরণ ধ'রে ভব-পার ॥

[মধ্যলয়]

স - ‖ স - গ | গ গ - | গ ম - | প নি
ঠি ক ‖ রা খ বি | য দি ঽ | সা ধে র্‌ | ঘ ঽ ঽ |

//

| প ম প | ম গ - | ধ ধ - | নি ধ - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ র্‌ | ভ বে র | হা টে ঽ |

দু'শ এগারো

| প প - | ম প - | ম - গ | রেস - - |
| খুঁ জে ঽ | দে খে ঽ | ভা ঽ লো | এঽ ঽ ক্ |

| নি̣ স - | স গ রে | রে স - | -, স - - |
| ঘ রা ঽ | মী ধ ঽ | ঽ ঽ ঽ | র, ঠি ক্ |

|| ম ধ - | ধ নি - | নি স̇ - | স̇ গ̇ রে̇ |
|| অ নু ঽ | রা গে র্ | আ ড়া ঽ | ক রো ঽ |

| রে̇ স̇ - | - - - | নি - স̇ | স̇ স̇ - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ই ষ্ ট | না মে ঽ |

| স̇ নি - | ধ প - | - - নি | স̇ স̇ রে̇ |
| খুঁ টি ঽ | গা ড়ো ঽ | ঽ ঽ রূ | পে র ঽ |

| স̇ নি - | ধ প - | স̇ - গ̇ | গ̇ গ̇ রে̇ |
| পে লা ঽ | মা রো ঽ | ঝ ড়্ ঝ | টি কা ঽ |

| রে̇ রে̇ - | স̇ রে̇ - | স̇ নি - | ধ প - |
| কি ক র্ | বে তো র্ | ম হা ঽ | সু খে ঽ |

| ম প - | ধ প ম | গ - - | -, স - ||
| ব স ত্ | ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | র, ঠি ক্ ||

|| স গ - | গ ম - | ম প - | প ধ প |
|| ধ রো ঽ | রে ম ঽ | রা মী র্ | চ র ঽ |

| ম গ - | - - - | ধ ধ - | নি - ধ
| s s s | s s ণ্ | হৃ দি s | প s দ্মে

| প প - | ম প - | ম - প | গ - ম
| ক রো s | ধা র ণ্ | চি ন্ তা | না s হি

| গ - - | - - - | র্স - র্গ | র্গ র্গ র্রে
| আ s s | s s র্ | দু ষ্ ট | য ত s

| র্রে র্রে - | র্স র্রে - | নি - নি | র্স র্রে র্স |
| আ প ন | হ বে s | কে উ র | বে না s |

স - - | -, স - - ||
প s s | র্, ঠি ক্ ||

|| ম - ধ | ধ নি - | নি র্স - | র্স র্রের্স নি
|| প ন্ চ | বা নে র | ছি লে s | ধ রেs s

| র্স - র্স | র্রে র্স - | র্স - নি | ধ প - |
| ক্ষা ন্ ত | ক র s | কা ম্ অ | সু রে s |

| প - নি | নি ধ প | প - - | - - -
| মা ল্ যা | বে না s | আ s s | s s র্

| র্স র্গ - | র্গ র্গ র্রে | র্রে র্রে - | র্স র্রে - |
| ঘ রা s | মী কে s | স্বা মী s | ক রে s |

| স নি - | ধ প - | ম প - | ধ প ম |
| ম হা ঽ | সু খে ঽ | বি লা স | ক ঽ ঽ |

| গ - - | -, স - ‖
| ঽ ঽ ঽ | র্, ঠি ক্ ‖

‖ স গ - | গ গ - | ম - প | প ধ প |
‖ ঘ রে র্ | মা লে ক্ | ম ট্ কায় | আ ছে ঽ |

| ম গ - | - - - | ধ ধ - | নি ধ প |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ম ধু ঽ | রা ঽ য়্ |

| ধ প প | ম প প | ম প - | গ ম - |
| তা ই রি | কা ছে ঽ | রা খো ঽ | হুঁ শি ঽ |

| গ - - | - - - | স̇ গ̇ - | গ̇ গ̇ - |
| য়া ঽ ঽ | ঽ ঽ র্ | হী রু ঽ | চাঁ দ কয় |

| রে̇ রে̇ - | স̇ রে̇ - | সঁ̇ নি - | ধ প - |
| পা ন্ জ | যা বি ঽ | চ র ণ | ধ রে ঽ |

| ম প - | ধ প ম | গ - - | -, স - ‖
| ভ ব ঽ | পা ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | র্, ঠি ক্ ‖

॥ ১৩ ॥

রচনা : অনন্ত গোঁসাই

সুর : মনোহর বৈরাগী (ঢাকা)

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর।
তার কারিকুরির বলিহারি,
সেই কারিকরের কোথায় ঘর, ধন্য কারিকর ॥
ঘরের মূল তিনটি খুঁটি, কি পারিপাটি,
দড়িদড়া বাঁধা-ছাঁদা সাড়ে তিন কোটি,
ও ঘরের দরজা নয় খান সকলি প্রমাণ,
অসংখ্য জানালা আছে, কে করে সন্ধান ;
ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া, চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥
ঘর বেশ আঁটা-সাঁটা, ছ'তালা কোঠা,
তার উপরে আর এক তালা— নাম মণি কোঠা,
সেথা দিবানিশি মণি জ্বলে, কর্ত্তা আছেন তার ভিতর ॥
মিস্তিরির এমনি কৌশল, ধন্য বুদ্ধিবল,
ও ঘর 'চল্' বলিলে আপনি চলে, এম্‌নি ধারা কল ;
এ কথা মিথ্যা কভু নয়, ঘরের মাটি কথা কয়,
ঘরের ভিতর আগুন জ্বলে, এক মিশালে রয় ;
সেথা সাধু-চোরে রাক্ষস-নরে বিষামৃতে একত্তর ॥
অনন্ত ভাবছে বসে তাই, ঘরের অন্ত কিসে পাই,
ঘরে থেকে কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ হ'ল কই।
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই না জেনে ঘরের খবর ॥

‖	নি়	-	নি়	|	নি়	নিস	-	I	স	স	-	|	স	রে	ম
‖	কে	s	গ	|	ড়ে	ছেs	s	I	এ	ম	s	|	ন	ঘ	র

| ম - গ | রেগ - রে | স - - | - - - |
| ধ ঽ ন্য | কাঽ ঽ রি | ক ঽ ঽ | ঽ ঽ র্ |

| নি - নি | নি নিস - | স স - | স রে ম |
| কে ঽ গ | ড়ে ছেঽ ঽ | এ ম ঽ | ন ঘ র্ |

| ম - গ | রেগ - রে | স - - | - ম - |
| ধ ন্ ন্য | কাঽ ঽ রি | ক ঽ ঽ | র্ তা র্ |

| ম প - | প প - | ম প - | প নি ধ |
| কা রি ঽ | কু রি র্ | ব লি ঽ | হা রি ঽ |

| ধ প - | - ম - | ম প - | ম গ - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ সে ই | কা রি ঽ | ক রে র্ |

| রে স - | রে গ - | - - ম | গ রে স |
| কো থা য়্ | ঘ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ র্ |

| গ - গ | রেগ - রে | স - - | - - - |
| ধ ঽ ন্য | কাঽ ঽ রি | ক ঽ ঽ | ঽ ঽ র্ |

|| ম প - | প প - | প - ধ | নি র্স - |
|| ঘ রে ঽ | র মূ ল্ | তি ন্ টি | খু টি ঽ |

| র্স - নি | ধ নি ধ | প - - | - - - |
| কি ঽ প | রি ঽ পা | টি ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| ম প - | প প - | প ধ - | প ধ - |
| দ ড়ি ঽ | দ ড়া ঽ | বাঁ ধা ঽ | ছাঁ দা ঽ |

হুঁশ বোলো

| প ম - | গ - রে | স - - | - - - |
| সা ড়ে ঽ | তি ন্ কো | টি ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| - - নি | নি নি - | নি নি স | স গ রে |
| ঽ ঽ ও | ঘ রে র্ | দ র জা | ন ঽ য়্ |

| স - - | - - - | ম ম গ | রে গ রে |
| থা ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ | স ক ঽ | লি ঽ গ্র |

| স - - | - - - | র্স র্স - | র্স - র্রে |
| মা ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ | অ স ং | খ্য - জা |

| র্স নি - | ধ প - | র্স - নি | ধ নি ধ |
| না লা ঽ | আ ছে ঽ | কে ঽ ক | রে ঽ সন্ |

| প - - | - - - | ম প - | প প - |
| ধা ঽ ঽ | ঽ ঽ ন্ | ঘ রে ঽ | র মা প্ |

| প - ধ | প ম - | প - ধ | প ম - |
| চৌ দ্ দ | পো য়া ঽ | চৌ দ্ দ | ভু ব ন্ |

| গ - রে | স - - ||
| তা র্ ভি | ত ঽ র্ ||

|| ম - প | প - - | প ধ - | নি র্স - |
|| ঘ ঽ র্ | বে ঽ শ্ | আঁ টা ঽ | সাঁ টা ঽ |

| র্স - নি | ধ নি ধ | প - - | - - - |
| ছ ঽ তা | লা ঽ কো | ঠা ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

ম প প | প প - | প ধ - | নি স -
তা র্ উ | প রে ঽ | আর্ এ ক্ | তা লা ঽ

স̇ - নি | ধ নি ধ | প - - | ম ম -
না ম্ ম | ণি ঽ কো | ঠা ঽ ঽ | সে থা ঽ

ম প - | প প - | প ধ - | প ম -
দি বা ঽ | নি শি ঽ | ম ণি ঽ | জ্ব লে ঽ

প - ধ | প ম - | গ - রে | স - - ||
ক র তা | আ ছে ন্ | তা র্ ভি | ত ঽ র্ ||

|| ম - প | প - প | প ধ - | নি - স̇
|| মি স্ তি | রি র্ এ | ম নি ঽ | কো উ শল্

স̇ - নি | ধ নি ধ | প - - | ম ম -
ধ ঽ ন্য | বু দ্ ধি | ব ঽ ল্ | ও ঘ র্

ম - প | প প - | প - ধ | নি স̇ -
চ ল্ ব | লি লে ঽ | আ প্ নি | চ লে ঽ

স̇ - নি | ধ নি ধ | প - - | - - -
এ ম্ নি | ধা ঽ রা | ক ঽ ঽ | ঽ ঽ ল্

স̇ স̇ - | স̇ রে̇ - | স̇ - নি | ধ প -
এ ক ঽ | থা মি ঽ | থ্যা ঽ ক | ভু ন য়্

| প ধ - | নি র্স - | র্স নি̱ - | ধ প - |
| ঘ রে র্ | মা টি ঽ | ক থা ঽ | ক ঽ য়্ |

| ম প - | প প - | প ধ - | নি̱ র্স - |
| ঘ রে র্ | ভি ত র্ | আ গু ন্ | জ লে ঽ |

| র্স - নি̱ | ধ নি̱ ধ | প - - | ম ম - |
| এ ক্ মি | শা ঽ লে | র ঽ য় | সে থা ঽ |

| ম প - | প প - | প - ধ̱ | প ম - |
| সা ধু ঽ | চো রে ঽ | রা ঽক্ খস্ | ন রে ঽ |

| প ধ̱ - | প ম - | গ̱ রে - | স - - |
| বি বা ঽ | মৃ তে ঽ | এ ক ঽ | ত্ত ঽ র্ |

|| ম - প | - প - | প - ধ | নি̱ র্স - |
|| অ ঽ ন | ন্ ত ঽ | ভা ব্ ছে | ব সে ঽ |

| র্স নি̱ ধ | ধ নি̱ ধ | প - - | র্স র্স - |
| তা ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ই ঽ ঽ | ঘ রে র্ |

| র্স - র্গ | র্রে র্গ র্রে | র্স - - | - - - |
| অ ন্ ত | কি ঽ সে | পা ঽ ঽ | ঽ ঽ ই |

| র্স র্স - | র্স র্রে - | র্স - নি̱ | - ধ প |
| ঘ রে ঽ | থে কে ঽ | ক র তা | র্ সং গে |

র্স	নি	-	ধ	প	-	ম	গ	রে	গ	রে	স
আ	লা	প্	হ	ল	ঽ	ক	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ই

ম	-	প	প	প	-	প	ধ	-	প	ধপ	ম
দে	শ্	বি	দে	শে	ঽ	ঘু	রে	ঽ	বে	ড়াঽ	ই

প	-	ধ	প	ম	-	গ	-	-	রে	স	-
না	ঽ	জে	নে	ঘ	ঽ	রে	ঽ	র্	থ	ব	র্

॥ ১৪ ॥

রচনা : মাতান চাঁদ গোস্বামী
(ফরিদপুর, চরকাশিমপুর)
সুর : হৃষীকেশ বর, (ফরিদপুর)

রসিক রস বিনে বাঁচে না।
রসিক রসে ডুবে থাকে, অরসিকে খুঁজে পায় না ॥
শ্রীরূপের ধরম মহর মারা, সহজ গুরু, সহজ ধরা,
সহজ সাধন, সহজ মরা, সহজ বিনে কেউ জানে না ॥
রস-প্রেম-সুখ-সাগরে, রত্ন ছটায় দীপ্তি করে,
রসিক মকর তার ভিতরে ডুবিয়ে পুরায় বাসনা ॥
বৈধি বিধান সাধনে রস থাকে না শুষ্ক জ্ঞানে,
মাতান চাঁদে বলে, কই হ'ল মন, উপাসনা ॥

০	ধ	নি	স	গ	মগ	রে	স	-	নি	স	-	-	ধ	নি
০	র	সিক্	র	স্	বিঽ	নে	বাঁ	ঽ	চে	না	ঽ	ঽ	র	সিক্

। স গ মগ | রে স - । নি স - | - - -
। র স্ বিs | নে বাঁ s । চে না s | s s s ।

। স স - | - স রে । ম ম - | প প -
। র সি s | ক্ র সে । ডু বে s | থা কে s

। নি নি ধ | প ম - । গ গ - | ম পধ পম
। অ র s | সি কে s । খুঁ জে s | পা -য়্ নাs

। গ গ গ | রে স - । নি স - | -, ধ নি ॥
। র স্ বি | নে বাঁ s । চে না s | s, র সিক্ ॥

॥ ০ ০ ধ | ধ ধ নি । নি সঁ - | নি সঁ গঁ ।
॥ ০ ০ শ্রী | রূ পে র । ধ র ম্ | ম হ র্ ।

। রেঁ সঁ - | - - - । সঁ সঁ - | রেঁ সঁ -
। মা রা s | s s s । স হ জ্ | গু রু s

। নিসঁ সঁ নি | ধ প - । সঁ সঁ - | রেঁ সঁ -
। সৃs হ জ | ধ রা s । স হ জ্ | সা ধ ন্

। নিসঁ সঁ নি | ধ প - । নি ধ - | প ম গ
। সৃs হ জ্ | ম রা s । স হ জ্ | বি নে s

গ	-	গ	মপ	ধ	পম	গ	গ	গ	রে	স
কে	উ	জা	নেঃ	ঃ	নাঃ	র	স্	বি	নে	বাঁ

নি	স	-	-,	ধ	নি
চে	না	ঃ	ঃ,	র	সিক্

০	০	ধ	ধ	ধ	নি	নি	র্স	র্স	নি	র্স	-
০	০	র	স	প্রে	ম	সু	খ	সা	গ	রে	ঃ

রে	-	রে	রে	রে	র্স	র্স	রে	রেগ	রে	র্স	-
র	ত্	ন	ছ	টা	য়	দী	প্	তঃ	ক	রে	ঃ

নি	র্স	-	-	রে	র্স	নি	র্স	নি	ধ	প	-
র	সি	ঃ	ক্	ম	কর্	তা	র্	ভি	ত	রে	ঃ

নি	নি	ধ	প	ম	গ	গ	-	গ	মপ	ধপ	মগ
ডু	বি	য়ে	পু	রা	য়	বা	ঃ	স	নাঃ	ঃঃ	ঃঃ

মগ	গ	গ	রে	স	-	নি	স	-	-,	ধ	নি
র	স্	বি	নে	বাঁ	ঃ	চে	না	ঃ	ঃ,	র	সিক

০	০	ধ	ধ	ধ	নি	নি	র্স	নি	র্স	-
০	০	বৈ	ধি	বি	ধান্	সা	ঃ	ধ	নে	ঃ	ঃ

। র্রে - র্রে । র্রে র্রে র্স । র্স র্রেগ র্রেগ । র্রে র্স - ।
। র স্ থা । কে না ঽ । শু ঽখ্ কঽ । জা নে ঽ ।

- - নি । র্স র্স র্স । নি র্সরে র্সনি । ধপ - -
। ঽ ঽ মা । তান্ চাঁ দে । ব লেঽ ঽঽ । ঽঽ ঽ ঽ ।

নি - ধ । পম পম গ । গ গ গ । মপ ধপ মগ
ক ই হ । লঽ মঽ ন্ । উ পা স । নাঽ ঽঽ ঽঽ

গ গ গ । রে স - । নি স - । -, ধ নি ॥
র স্ বি । নে বাঁ ঽ । চে না ঽ । ঽ, র সিক্ ॥

॥ ১৫ ॥

কথা ঃ ফকীর পাঞ্জশাহ (যশোহর)
সুর ঃ সুবোধ রায় (ঢাকা)

রসের কথা অরসিকে ব'লো না,
কারে ব'লো না, কেউতো লবে না।
যেমন কয়লাকে দুগ্ধে ডুবালে
দুগ্ধের বরণ লবে না ॥
এক মহারাজ বাঞ্ছা করলে, তিতায় মিঠা করবে ব'লে,
শত ভার চিনি দিয়ে নিম্ববৃক্ষ করলো রোপনা।
তাহে তিন গুণ তিতা বৃদ্ধি হ'ল,
মিঠা গুণ তার হ'ল না ॥

যেমন কাক-তোতায় এক খাঁচাতে,
যত্ন করো পোষ মানাতে,
বুলি ধরাইবে ব'লে খেতে দাও মাখন ছানা,
তোতা বুলি ধরে নিবে, কাকের বুলি হ'বে না ॥
রস-নগরে বিষম নদী,
ডুব্‌লি নে মন, জন্মাবধি,—
হীরুচাঁদের বাক্য ভুলে হ'লি চৌপা-পানা ;
অধীন পাঞ্জ বলে, ডুবে দেখ, মন,
পাবি রে তুই মতি-দানা ॥

[**মধ্যলয়**]

নি়	নি়	স	স	স	-	স	-	রে	ম	ম	গ -
র	সে	র্	ক	থা	ঽ	অ	ঽ	র	সি	কে	ঽ -
রেগ	-	রে	স	-	-	-	-	-	-	-	-
বঽ	ঽ	লো	না	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ
-	-	ধ	ধ	ধ	-	প	-	ম	গ	রেস	-
-	ঽ	ও	কা	রে	ঽ	ব	ঽ	লো	না	বঽ	ঽ
রে	গ	-	-	-	-	ধ	প	গ	রেগ	-	রে
লো	না	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	কে	উ	তো	লঽ	ঽ	বে
স	-	-	প	প	-	প	-	ধ	ধ	-	নি
না	ঽ	ঽ	যে	ম	ন্	ক	য়্	লা	কে	ঽ	ঽ
প	-	নি	নি	-	ধ	প	-	-	-	-	-
হ্	গ্	ধে	ডু	ঽ	বা	লে	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ

| প - ধ | র্স - নি | ধ প - | ম গ - |
| দু গ্ ধে | র্ ঽ ব | র ণ ঽ | ধ রে ঽ |

| রে - - | - - - | স - রে | ম ম গ |
| না ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | অ ঽ র্ | সি কে ঽ |

| রেগ - রে | স - - ||
| বঽ ঽ লো | না ঽ ঽ ||

|| গ - গ | প প - | প - ধ | প ধ - |
|| এ ক্ ম | হা রা জ | বা ন্ ছা | কর্ লে ঽ |

| - - র্স | নি নি ধ | - - - | - - - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| র্স র্রে - | র্স নি - | ধ - নি | নি ধপ - |
| তি তা য় | মি ঠা ঽ | ক র্ বে | ব লেঽ ঽ |

| - - ধ | ধ ধ - | প ধ - | ধর্স র্স নি |
| ঽ ঽ শ | ত ভা র্ | চি নি ঽ | দিঽ য়ে ঽ |

| ধ - প | ম - গ | গ - প | প - ম |
| নি ম্ ব | র্ ঽ ক্ষ | ক র্ লো | রো ঽ প |

| গ - - | - প প | প - ধ | ধ - নি |
| না ঽ ঽ | ঽ তা হে | তি ঽ ন্ | গু ঽ ণ্ |

দু'শ পঁচিশ

| ধ নি - | নি - ধানু | ধ প - | - - - |
| তি তা ঽ | বৃ ঽ ছিঽ | হ ল ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| প ধ র্স | র্স - নি | ধ - প | ম গ - |
| মি ঠা ঽ | গু ঽ ণ | তা ঽ র্ | হ ল ঽ |

| রে - - | - - - | স - রে | ম ম গ |
| না ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | অ ঽ র | সি কে ঽ |

| রেগ - রে | স - - ||
| বঽ ঽ লো | না ঽ ঽ ||

গ গ - || গ - প | গ প - | প - ধ | প ধ -
যে ম ন্ || কা ঽ ক্ | তো তা ঽ | এ ক্ থা | চা তে ঽ

| র্স - র্স | র্স স - | র্স - র্রে | র্রে র্স -
| য ত্ ন | ক রো ঽ | পো ষ্ মা | না তে ঽ

| - - - | - - - | - - র্স | র্রে র্রে -
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ বু | লি ধ ঽ

| র্রে - র্রে | র্গ র্রের্স - | - - র্স | নি ধপ -
| যা ই বে | ব লেঽ ঽ | ঽ ঽ থে | তে দাঽ ও

| প ধ নি | নি ধ প | প ধ - | ধর্স নি -
| মা খ ন্ | ছা না ঽ | তো তা ঽ | বুঽ লি ঽ

| ধ প - | ম গ - | রে গ - | রে স - |
| ধ রে ঽ | নি বে ঽ | কা কে র্ | বু ঝি ঽ |

| - - স | রে গ - | - - ধ | ধ ধ - |
| ঽ ঽ হ | বে না ঽ | ঽ ঽ ও | রে সে ঽ |

| প - - | ম - - | গ - - | রেস - - |
| কা ঽ ঽ | কে ঽ র্ | বু ঽ ঽ | ঝিঽ ঽ ঽ |

| - - স | রে গ - | স - রে | ম ম গ |
| ঽ ঽ হ | বে না ঽ | অ ঽ র্ | সি কে ঽ |

| রেগ - রে | স - - ||
| বঽ ঽ লো | না ঽ ঽ ||

|| গ - গ | প প - | প ধ নি | প ধ - |
|| র স্ ন | গ রে ঽ | বি ষ ম্ | ন দী ঽ |

| - - র্স | নি নি ধ | - - - | - - - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ |

| ধ - প | ম গ - | রে - গম | গ রেস - |
| ডু ব্ ল্লি | নে ম ন্ | জ ন্ মাঽ | ব ধিঽ ঽ |

| - - - | - - - | প ধ - | র্স র্স - |
| ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ | হী রু ঽ | চাঁ দে র্ |

| র্রে - র্স | নি ধপ - | প প নি | ধ নি - |
| বা ঽ ক্য | ভু লেঽ ঽ | হ লি ঽ | টো পা ঽ |

নি	ধপ	-	-	-	-	-	-	-	প	প	-
পা	নাঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	-	ঽ	ঽ	অ	ধী	ন্
প	-	ধ	ধ	নি	-	প	ধস	-	নি	-	ধপ
পা	ন্	জ	ব	লে	ঽ	ডু	বেঽ	ঽ	দে	খ্	মন্
ধ	-	প	ম	গ	-	রে	গ	ম	গ	রেস	-
পা	ঽ	বি	য়ে	তু	ই	ম	তি	ঽ	দা	নাঽ	ঽ

॥ ১৬ ॥

রচনা ঃ ক্ষেপা শ্যামানন্দ

সুর ঃ নিতাই ক্ষেপা (রামদাস)

(বর্দ্ধমান)

না হলে ভাবের ভাবি, কোথায় পাবি—
ভাবের মানুষ যায় কি ধরা।
করেছে নিগমে থানা, বাইরে হানা,
যায় না জানা সাধু কি চোরা ॥
ধরবি কি সেই রসের কল সহজে পাগল,
অনুরাগ যার অঙ্গে পোরা ;
যে ধরেছে সেই পেয়েছে,
হয়ে আছে জীয়ন্তে মড়া ॥
ধরতে সেই মানুষ রতন, কত মহাজন
ফাঁদ পেতে রয়েছে তারা ;
গোলোক নাথ গোলোক ছেড়ে
তাহার তরে ঘুরছে ভবে ক্ষেপার পারা ॥

চিরকাল সেই তো নিত্য অপ্রাকৃত,
জানে কি তত্ত্ব প্রাকৃত যারা,
আমি কে, চেনে না যে জন, করয়ে ভজন
যেমন অজ্ঞান গাভীর পারা ॥
বলছেন ক্ষেপা শ্যামানন্দ, ভজন সিদ্ধ
আমিকে চিনেছে যারা,—
মনেতে নিষ্ঠা হলে বস্তু মিলে,
তর্কেতে না পায় কিনারা ॥

‖ o o স | স স রে । গ প ধ | নি ধপ - ।
‖ o o না | হ লে ঽ । ভা বে র | ভা বিঽ ঽ ।

। প ধ নি | নি ধপ - । গম ম গ | রেস স রে ।
। কো থা য়্ | পা বিঽ ঽ । ভাঽ বে র্ | মাঽ নু ষ্ ।

//

- গ - গ | মগ রেস - । প ধ - | র্স র্স - ।
- যা য়্ কি | ধঽ রাঽ ঽ । ক রে ঽ | ছে নি ঽ ।

- র্স র্স - | র্রে র্স - । নি - ধপ | ধ প - ।
- গ মে ঽ | থা না ঽ । বা ই রেঽ | হা না ঽ ।

। গ ম গ | রে স রে । গ গ গ | মগ রেস - ‖
। যা য়্ না | জা না ঽ । সা ধু কি | চোঽ রাঽ ঽ ‖

‖ প - ধ | নি র্স - । র্স র্স - | র্রে র্স - ।
‖ ধ র্ বি | কি সে ই । র সে ঽ | র ক ম্ ।

নি ধ প | ধ প - | ম ম - | প - ধ

স হ জে | পা গ ল্ | অ নু ঽ | রা গ্‌ যায়্

নি - নি | সনি ধপ - | প - ধ | নি র্স -

অ ং গে | পোঽ রাঽ ঽ | যে ঽ ধ | রে ছে ঽ

নি ধ প | ধ প - | গ ম গ | রে স রে

সে ই পে | য়ে ছে ঽ | হ য়ে ঽ | আ ছে ঽ

গ - গ | মগ রেস - ||

জী য়ন্ তে | মঽ ড়াঽ ঽ ||

|| প - ধ | নি - র্স | র্স র্স র্স | র্রে র্স

|| ধ র্‌ তে | সে ঽ ই | মা নু ষ | র ত ন্

নি ধ প | ধ প - | ম ম - | - প

ক ত ম | হা জ ন্ | ফাঁ ঽ ঽ | দ্ পে তে

নি নি নি | র্সনি ধ প | প ধ নি | র্স - র্স

র য়ে ছে | তাঽ রা ঽ | গো ল ক | না ঽ থ

র্স র্স র্স | র্রে র্স - | নি ধ প | ধ প -

গো ল ক | ছে ড়ে ঽ | তা হা র | ত রে ঽ

গ ম গ | রে স রে | গ গ - | মগ রেস - ||

ঘু র্‌ ছে | ভ বে ঽ | ক্ষে পা র | পাঽ রাঽ ঽ ||

।। ০ ০ প । প প - । ধ র্স র্স । র্স - র্স ।

।। ০ ০ চি । র কা ল্ । সে ই তো । নি ঽ তা ।

। নি ধপ ধ । প - - । - - ম । ম ম - ।

। অ প্রাঽ কৃ । ত ঽ ঽ । ঽ ঽ জা । নে কি ঽ

। প - ধ । নি - র্স । নি নি ধপ । ধ প -

। ত ঽ ঽ । ত্ব ঽ ঽ । প্রা কৃ তঽ । যা রা ঽ

। প ধ - । নি - স । স স - । রে স - ।

। আ মি ঽ । কে ঽ চে । নে না ঽ । যে জ ন্ ।

। নি নি ধপ । ধ প - । গ গ মগ । রে স রে ।

। ক র য়ে- । ভ জ ন্ । যে ম ঽন্ । অ জ্ঞা ন্ ।

। গ গ গ । মগ রেস - ।।

। গা ভী র । পাঽ রাঽ ঽ ।।

।। প - প । - প প । ধ নি স । স - রে স ।

।। ব ল্ ছে । ন্ ক্ষে পা । শ্যা মা ঽ । ন ন্ দ ।

। নি ধ প । ধ - প । ম ম - । প - ধ ।

। ভ জ ন । সি ঽ দ্ধ । আ মি ঽ । কে ঽ চি ।

। নি নি ধপ । ধ প - । - - প । ধ ধ - ।

। নে ছে ঽঽ । যা রা ঽ । ঽ ঽ ম । নে তে ঽ ।

ধ	-	ধ	নি	ধপ	-	প	ধ	নি	নি	ধপ	-
নি	য়	ঠা	হ	লেঃ	ঃ	ব	স্	তু	মি	লেঃ	ঃ

গ	ম	গ	রে	স	রে	গ	-	গ	মগ	রেস	-
ত	র্	কে	তে	না	ঃ	পা	য়্	কি	নাঃ	রাঃ	ঃ

॥ ১৭ ॥

কথা ও সুর : বাউল প্রেমচাঁদ

যদি রূপ-নগরে যাবি।
অনুরাগের ঘরে মার গে চাবি ॥
গাছের আড়ে গাছ রয়েছে,
শিকড়ে তার ফুল ফুটেছে ;
ফুলে ফলে ঢেউ খেলিছে,
নজর করলে দেখতে পাবি ॥
শোন্, ওরে মন, তোরে বলি,
তুই আমারে ডুবাইলি,
পরের ধনে লোভ করিলি,
সে ধন রে তুই ক'দিন খাবি ॥
নিরঞ্জনের নাইক আকার,
নাইক রে তার আকার প্রকার,
বিনা বীজে উৎপত্তি তার,
তারে দেখলে পাগল হবি ॥
গোসাঁই প্রেমচাঁদ বলে,
গাছ রয়েছে অগাধ জলে,
শিকড়ে মূল, গাছ পাতালে,
তারে খুঁজলে কোথায় পাবি ॥

[মধ্যলয়]

স রে ‖ গ - ম গ | রে স স - | নি স - - | - - - - |
য দি ‖ রূ প্‌ ন ऽ | গ ऽ রে ऽ | যা বি ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ |

| ধ প প ম | ম গ রে স | গ - ম গ | রে স স - |
| ও ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ য দি | রূ প্‌ ন ऽ | গ ऽ রে ऽ |

| স - গ রে | রে স - | ম - প - | - প প - |
| যা ऽ বি ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | অ ऽ সু ऽ | ऽ রা গে র |

| নি - ধ নি | - ধ প ম | ম - প ম | পম গ, রে স ‖
| ঘ ऽ রে ऽ | ऽ মা রো গে | চা ऽ বি ऽ | ऽ ऽ, য দি ‖

‖ ধ - ধ - | - ধ নি - | নি - - র্স | - নি র্স - |
‖ গা ऽ ছে ऽ | র্‌ আ ড়ে ऽ | গা ऽ ছ্‌ র | ऽ য়ে ছে ऽ |

| - - র্গ র্গ | - র্রে র্গ র্স | র্স - র্গ র্গ | র্রে - র্গ র্রে |
| ऽ ऽ শি ক | ऽ ড়ে তা র্‌ | ফু ऽ -ল্‌ ফু | টে ऽ ছে ऽ |

| র্রে র্স - - | - - - - | র্স - র্স - | - র্রে র্স - |
| ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ফু ऽ লে ऽ | ऽ ফ লে ऽ |

| নি - - ধ | ধ - নি ধ | ধ প - - | - - - - |
| ঢে ऽ উ খে | লি ऽ ছে ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ |

দু'শ তেত্রিশ

- - নি ধ | - প ম - গ - গ - - ম ধ প
ऽ ऽ ন জ | র্ কর্ লে ऽ দেখ্ তে ऽ ऽ পা বি ऽ

প ম ম গ | গ রে, স স ||
ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ, য দি ||

|| স - -স - | - - স রে | গ - ম - | - গ ম -
|| শো ऽ ऽন্ ও | - রে ম ন্ | তো ऽ রে ऽ | ऽ ব লি ऽ

- - - | - - - - | গ ম ধ প | প ম গ -
ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ

ম গ রে স | - - - - | স - - স | - স রে -
ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | তু ऽ ই আ | ऽ মা রে ऽ

গ - গরে গ | - রে স - | ম - প - | - প প -
ডু ऽ বাऽ ऽ | ऽ ই লি ऽ | প ऽ রে ऽ | র্ ধ নে ऽ

নি - নি ধ | ধ - নির্সা নি | ধ প - - | - - -
লো ভ্ ক ऽ | রি ऽ লিऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ

নি ধ ধ প | প ম ম গ | গ - গ - | ম - ধ প
সে ऽ ধ ন্ | রে ऽ তু ই | ক ऽ দি ন্ | থা ऽ বি ऽ

প ম ম গ | গ রে, স স ||
ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ, য দি ||

‖ ধ - ধ - | - ধ নি - | নি - স - | - নি স - |
‖ নি ঽ র ঽ | ণ্ জ নে র্ | না ই কো ঽ | ঽ আ কার্ |

| গ - গ - | - রে গ স | স - স গ | রে - স - |
| না ই কো ঽ | ঽ রে তা র্ | আ ঽ কা র | প্র ঽ কা র্ |

| স - স - | রে স স নি | নি - ধ নি | - ধ প - |
| বি ঽ না ঽ | বী ঽ জে ঽ | উ ত্ প ঽ | ঽ ত্তি তা র |

| নি ধ ধ প | প ম ম গ | গ - গ - | ম - ধ প |
| তা ঽ রে ঽ | দে খ্ লে ঽ | পা ঽ গ ল | হ ঽ বি ঽ |

| প ম ম গ | গ রে, স স ‖
| ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ, য দি ‖

‖ স - স - | - স রে - | গ - ম - | ধ গ ম - |
‖ গো ঽ সাঁ ঽ | ই প্রে ম ঽ | চাঁ ঽ দে ঽ | ঽ ব লে ঽ |

| - - - - | - - - - | স - স - | - স রে - |
| ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ ঽ | গা ঽ ছ্ র | ঽ য়ে ছে ঽ |

| গ - রে গ | - রে স - | ম - প - | - প প - |
| অ ঽ গা ঽ | ধ্ জ লে ঽ | শি ঽ ক ঽ | ঽ ড়ে মূ ল |

দুশ পঁয়ত্রিশ

I নি - ধ নি | - ধ প - I নি ধ ধ প | প ম ম গ
I গা ছ্ পা ঽ | ঽ তা লে ঽ I তা ঽ রে ঽ | খুঁ জ্ লে ঽ

I গ - গ - | ম - ধ প I প ম ম গ | গ রে, স স II II
I কো ঽ থা য়্ | পা ঽ বি ঽ I ঽ ঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ, য দি II II

কয়েকটি বহুল প্রচলিত বাউল গান

॥ ১ ॥

কি চমৎকার ফলগো
গুরু ঐ গাছে ॥
কত কাঁচা হয়ে ঝরে গেছে
পাঁকা হয়ে বাঁচ্‌তেছে ॥
সেই গাছেতে হয় গো তিনটি ডাল,
তার দুই ডালেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু
আরেক ডালে কাল,
গাছের গোড়া ঊর্দ্ধদিকে
নিম্নে ও তার ডাল মেলেছে ॥
সেই গাছেতে বোঁটা ছাড়া
আলগা ফল ধরে,
ফলের কথা বলবো কি
পাগলা মন তোরে,
সেই দেশেতে অনেক লোকের বাস
লয়না কিছু মানে না তারা
নাকে নাই নিঃশ্বাস,
ও তারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে
কি খেয়ে প্রাণে বাঁচে ॥
দিন শরৎ এ কয় ডিমের নাই রে কুসুম
যায় না হংস সেই বাসাতে,
ডিমে দেয় না হুম,
হুম্‌ দিতে তার, ঘুম ভেঙে যায়
চ র যুগে এক মড়া বাঁচে ॥

॥ ২ ॥

কথা : ভূষণ

সুর : ক্ষ্যাপা বাউল নবনী দাস

সে আবার কেমন পাগল
বাধালে গোল নদের মাঝে
দেখসে তোরা ॥

হরি হরি হরি বলে নেচে নেচে যায় সখী সে
একে ত মুড়ান মাথা, গলেতে তার ছেঁড়া কাঁথা
জিজ্ঞাসিলে কয় কথা
বুক ভেসে যায় নয়ন জলে ॥

একে ত সে গৌর বরণ, রমণীর মন করে হরণ
তাহে আবার তিলক ধারণ
করেছে নবীন বয়সে ॥

বেলারে করোনা হেলা,
বয়ে যায় তোর ভাবের খেলা,
ভূষণ বলে গেল বেলা
বারবেলা পড়িবে শেষে ॥
সে আবার কেমন পাগল···



॥ ৩ ॥

সুর ও কণ্ঠ : নবনী দাস

ক্ষ্যাপা বাউল

মন চল রূপের নগরে
আগে পারা সাড়া কর ফুটের দ্বারে ॥
গোলকপতি তার মূলে স্থিতি
সেই রূপ সতত বিরাজ করে ॥

সেথা আছে চৌষট্টি কুঠারি
আছে সারি সারি
মণিময় চাঁদোয়া সেই শহরে ॥

রূপ ধরে চল মণিপুরে
সেথা আছে এক মহাজন পুরুষ রতন,
দেখলে জিয়ন্তে রইবি মরে ॥



॥ ৪ ॥

সুর ও কথা : পূর্ণ দাস বাউল

মন গুরু কল্পনা মায়া।
আছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ
সৃষ্টি স্থিতি লয়েতে বেশ
মন গুরু কল্পতরুর সাধন-সাধে
মাঝে মধ্যে ধরেন কায়া॥

সত্ত্ব-রজ-তম গুণে আছেন রে সাঁই বাঁধা,
ওরে মন গুরু তোর মিথ্যে কেন পথের পাশে কাঁদা,
মহেশ যখন প্রলয় নাচে
(মন গুরু) তার কাঁধে কোন মৃত জায়া॥

সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা, লয় কর্ত্তা, আছেন খাড়া
ওরে মনের মধ্যে মনগুরু তুই পাসনে কি তার সাড়া ?
ও তার আত্মতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব
(সে যে) মাথার ওপর বটের ছায়া॥

—সমাপ্ত—